AI প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং সিক্রেটস

এস কে মনোয়ার নাহিদ
www.skmonoarnahid.com

978-984-35-9664-2

978-984-35-9664-2

AI প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং সিক্রেটস

বলার ভাষাই আসল শক্তি

লেখক : এস কে মনোয়ার নাহিদ

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

দ্বিতীয় প্রকাশ : জুলাই ২০২৬

প্রকাশক :

LOCALPRESS NY INC.

315 Central Avenue

Albany, New York 12206

United States of America

মুদ্রণ :

আইডিয়া প্রিন্টার্স

২৯০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট

১৫ কাটাবন রোড, ঢাকা ১২০৫

মূল্য : ২০০ টাকা / 2 USD

গ্রন্থস্বত্ব : © লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN Number : 978-984-35-9664-2

লেখকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশ ফটোকপি, স্ক্যান বা অন্য কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন করা আইনত দণ্ডনীয়।

লেখক পরিচিতি

প্রায় দুই দশক ধরে টেলিভিশন ব্রডকাস্ট ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন বাংলাদেশের ব্রডকাস্ট গ্রাফিক্স বিশেষজ্ঞ এস কে মনোয়ার নাহিদ। বর্তমানে তিনি রুদ্র এফএক্স (Rudra Fx)-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। ব্রডকাস্ট গ্রাফিক্সের পাশাপাশি দৈনন্দিন কাজে এআই ব্যবহার, কনটেন্ট ও প্রোডাকশন সহজ করা এবং সাধারণ মানুষকে এআই ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা তাঁর কাজ ও গবেষণার প্রধান বিষয়। ২০০৭ সালে আরটিভিতে মোশন গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে যমুনা টিভি, ইন্ডিপেনডেন্ট টিভি ও চ্যানেল টোয়েন্টিফোরে কাজ করে নিজেকে দক্ষ ব্রডকাস্ট গ্রাফিক্স বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

২০১৬ সালে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ব্রডকাস্ট প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নরওয়ের ভিজার্ট (Vizrt) থেকে তিনি প্রো ভিজ আর্টিস্ট ডিজাইনার সার্টিফিকেশন অর্জন করেন। একই বছর আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কনভেনশনে (IBC) অ্যাডোব ও ভিজার্টের পক্ষ থেকে সম্মাননা লাভ করেন। ২০২৫ সালে দুবাইয়ে গোল্ডেন ব্রিক অ্যাওয়ার্ড এবং কাঠমান্ডুতে এশিয়ান বিজনেস আইকনিক অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। এ ছাড়া দেশে এক্সিলেন্স ইন সাকসেস অ্যাওয়ার্ড ও স্টার বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ডসহ একাধিক সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত পাঠশালা সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইনস্টিটিউটের মোশন গ্রাফিক্স বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নেদারল্যান্ডসসহ বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন তিনি।

পেশাগত কাজের বাইরে তিনি পত্রিকায় কলাম লেখেন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন এবং সামাজিক ও পরিবেশবিষয়ক কার্যক্রমে যুক্ত আছেন। তিনি এর আগেও বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলোর মধ্যে রয়েছে Creatives in the Television Broadcast Industry এবং Guardians of Earth: Simple Steps to a Sustainable Future। তাঁর স্বপ্ন—বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মানুষ প্রযুক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে এবং সেই পরিবর্তনে তাঁর লেখা ভূমিকা রাখবে।

লেখকের সাথে যোগাযোগ: skmonoarnahid.com

Adobe ও Vizrt Recognition 2016 – NETHERLANDS-এর Amsterdam-এ অনুষ্ঠিত IBC 2016-এ broadcast graphics-এ সৃজনশীল অবদানের স্বীকৃতি; Adobe-এর Business Development Manager Eric Philpott এবং Vizrt-এর Chief Marketing Officer Chris Black-এর উপস্থিতিতে সম্মাননা প্রদান।

Golden Brick Award 2025 (DUBAI, UAE) – Television Campaign বিভাগে 7th Golden Brick Awards; Marriott Al Jaddaf Hotel-এ Diva Group CEO Nicole Rodrigues-এর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন Miss Denmark 2024 Victoria Larsen।

উৎসর্গ

তাদের জন্য –

যারা শুধু স্বপ্ন দেখে না, স্বপ্নের পেছনে কাজও করে।

লেখকের দুইটা কথা

এটা সিরিজের দ্বিতীয় বই। প্রথম বই "AI-কে গোলাম বানাও"-তে শিখিয়েছিলাম কীভাবে AI-কে দিয়ে রোজকার কাজ করাতে হয়। এই বইয়ে শেখাবো তার পরের ধাপ – কীভাবে সেই দক্ষতাকে পেশা বানাতে হয়, আর পেশাকে ডলারে বদলাতে হয়।

একটা কথা শুরুতেই পরিষ্কার করি। AI টুলের নাম প্রতি বছর বদলায় – আজ যেটা সেরা, কাল সেটা পুরনো। তাই এই বইয়ের মূলমন্ত্র: টুল মরবে, পদ্ধতি বাঁচবে। প্রথম তিন ভাগে শেখাবো চিন্তার সিস্টেম, তারপর ভাগ ৪-এ চিনিয়ে দেবো ৫৫টারও বেশি টুল – কে কোন কাজে সেরা, ফ্রিতে কতটুকু, টাকায় কী খোলে। এরপর মাস্টারক্লাস, আর শেষে ১০টা বিজনেস ক্যাটাগরি – ভেতরে ১০০টা সার্ভিস, প্রতিটা মাস্টার-পথ A থেকে Z রেডি প্রম্পটসহ।

এই বই পড়ার জন্য প্রোগ্রামিং জানা লাগবে না, ইংরেজিতে পণ্ডিত হওয়াও লাগবে না। লাগবে দুটো জিনিস – AI চালানোর সামান্য অভিজ্ঞতা (প্রথম বইটুকু যথেষ্ট), আর লেগে থাকার মানসিকতা।

আর হ্যাঁ – শেষ ভাগটা লেখা হয়েছে একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে: বাংলাদেশে বসে বিদেশি ক্লায়েন্টের কাজ করে ডলারে ইনকাম করা সম্ভব – হাজারো ফ্রিল্যান্সার প্রতিদিন সেটা প্রমাণ করছে। এই বই তোমাকে সেই কাতারে দাঁড় করানোর পুরো রাস্তা দেখাবে – ধাপে ধাপে, অতিরঞ্জন ছাড়া।

চলো, সিক্রেটগুলো খুলি।

– এস কে মনোয়ার নাহিদ

ভেতরে কী কী আছে

◇ ভাগ ১ – ভিত্তি

১. প্রম্পট থেকে এজেন্ট – বড় ছবিটা ১১
২. মডেল কীভাবে ভাবে ১২
৩. R-G-C-C-F – প্রফেশনাল ফর্মুলা ১৪
৪. Bad → Good: ৫টা মেকওভার ১৬

◇ ভাগ ২ – অ্যাডভান্সড টেকনিক

৫. Few-shot – উদাহরণই শিক্ষক ১৯
৬. Chain-of-thought ২০
৭. Persona আর নিষেধাজ্ঞা ২১
৮. Structured Output ২২
৯. Guardrails ২৩
১০. Chaining আর Meta-prompting ২৪

◇ ভাগ ৩ – ভুল ধরা ও ঠিক করা

১১. ভুল আউটপুটের ময়নাতদন্ত ২৭
১২. Iteration Loop ২৮
১৩. Cross-check আর Consistency ২৯

◇ ভাগ ৪ – AI টুল ডিরেক্টরি (৫৫+ টুল)

১৪. চ্যাট ও জেনারেল AI ৩২
১৫. ইমেজ জেনারেশন ৩৪
১৬. ভিডিও জেনারেশন ৩৬
১৭. ভয়েস ও অডিও ৩৮
১৮. রাইটিং সহায়ক ৪০
১৯. রিসার্চ ও ডকুমেন্ট ৪২
২০. ডিজাইন ও প্রেজেন্টেশন ৪৪

২১. অটোমেশন ৪৬
২২. ওয়েবসাইট ও অ্যাপ ৪৮
২৩. ইউটিউবারের টুলবক্স ৪৯

◇ ভাগ ৫ – কাজের মাস্টারক্লাস

২৪. ইমেজ জেনারেশন মাস্টারি ৫২
২৫. ভিডিও জেনারেশন মাস্টারি ৫৪
২৬. স্ক্রিপ্ট রাইটিং মাস্টারি ৫৬
২৭. ভয়েসওভার ও মিউজিক ৫৮
২৮. থাম্বনেইল ও ডিজাইন ৬০
২৯. এজেন্ট ও অটোমেশন ৬২

💰 শেষ ভাগ – ১০টা বিজনেস, ১০০টা সার্ভিস

৩০. ⭐ কনটেন্ট বিজনেস – YouTube, Facebook, TikTok ৬৭
৩১. গ্রাফিক ডিজাইন ও ব্র্যান্ডিং ৭০
৩২. ওয়েবসাইট ও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ৭৩
৩৩. ডিজিটাল মার্কেটিং ও সোশ্যাল ম্যানেজমেন্ট ৭৫
৩৪. AI রাইটিং ও পাবলিশিং ৭৮
৩৫. অনলাইন কোর্স ও ট্রেনিং ৮১
৩৬. ই-কমার্স ও ডিজিটাল প্রোডাক্ট ৮৩
৩৭. AI অটোমেশন ও চ্যাটবট এজেন্সি ৮৬
৩৮. ভিডিও, অডিও ও মিউজিক প্রোডাকশন ৮৯
৩৯. বিজনেস কনসালটেন্সি ও লিড জেনারেশন ৯২
৪০. ৯০ দিনের মাস্টার প্ল্যান ৯৫

📚 উপহার

১০০টা প্রফেশনাল প্রম্পট টেমপ্লেট ৯৮
পকেট তালিকা: ২৫টা প্রো-লাইন ১১০
কঠিন শব্দের সহজ মানে ১১২
লেখক পরিচিতি ১১৫

এই বই কীভাবে পড়বে

প্রথম বইয়ের নিয়মই চলবে – মোবাইল বা কম্পিউটার হাতের কাছে রেখে পড়ো, প্রতিটা টেমপ্লেট নিজে চালিয়ে দেখো। তবে এই বইয়ে চারটা নতুন জিনিস:

- **সবুজ বাক্সের প্রম্পটগুলো এখন টেমপ্লেট** – [ব্র্যাকেটের] ঘরে নিজের তথ্য বসালেই প্রফেশনাল মানের হুকুম তৈরি।
- **সোনালি প্রো-টিপ বাক্স** – পেশাদাররা যে কৌশলগুলো সহজে বলে না, সেগুলো এখানে।
- **ভাগ ৪-এর টুল-টেবিলগুলো তোমার কেনাকাটার গাইড** – ফ্রিতে শুরু করো, টেবিল দেখে বুঝবে কখন টাকায় যাওয়া লাভজনক।
- **প্রতি অধ্যায়ের চ্যালেঞ্জগুলো জমাও** – বই শেষে তোমার একটা পোর্টফোলিও দাঁড়িয়ে যাবে, যেটা শেষ ভাগে ক্লায়েন্ট ধরতে লাগবে।

⚠ সততার শর্ত: ভাগ ১-৩ বাদ দিয়ে সরাসরি ইনকামের ভাগে চলে যেও না। ভিত ছাড়া দালান ওঠে না – শর্টকাট খোঁজা মানুষই মাঝপথে ঝরে পড়ে।

দামের নোট: বইয়ে টুলের যত দাম আছে সব আনুমানিক (২০২৬-এর শুরুর হিসাব, মার্কিন ডলারে)। কেনার আগে টুলের ওয়েবসাইটে বর্তমান দাম দেখে নিও – এগুলো প্রায়ই বদলায়।

জরুরি পাঠ: AI-তে কী কখনোই লিখবে না

ভালো প্রম্পটের চেয়েও জরুরি হলো নিরাপদ প্রম্পট। AI-কে দেওয়া তথ্য অন্য কোথাও সংরক্ষিত, পর্যালোচিত বা ভুলভাবে প্রকাশিত হতে পারে—তাই চ্যাটবক্সকে কখনো ব্যক্তিগত ডায়েরি বা সিকিউর ভল্ট ভাববে না।

> **⚠ কখনো সরাসরি পেস্ট করবে না**
>
> পাসওয়ার্ড, OTP, API key, ব্যাংক/কার্ড তথ্য, NID-পাসপোর্ট নম্বর, মেডিকেল রিপোর্ট, অপ্রকাশিত ক্লায়েন্ট ফাইল বা প্রতিষ্ঠানের গোপন ডেটা।

SAFE — পাঠানোর আগের ৩০-সেকেন্ড চেক

S	Strip secrets — গোপন নম্বর, API key ও পাসওয়ার্ড বাদ দাও।
A	Anonymize — আসল নামের বদলে [ক্লায়েন্ট-A] বা [কোম্পানি-X] লেখো।
F	Fact-check — তারিখ, দাম, আইন, চিকিৎসা ও পরিসংখ্যান উৎস দিয়ে যাচাই করো।
E	Evaluate — পাঠানোর আগে দেখো উত্তরটি ক্ষতি, পক্ষপাত বা ভুল সিদ্ধান্ত তৈরি করছে কি না।

নিরাপদ প্রম্পটের ছোট উদাহরণ

খারাপ	“রহিমের NID ও ফোন নম্বরসহ রিপোর্টটি বিশ্লেষণ করো।”
নিরাপদ	“[ব্যক্তি-A]-এর পরিচয় মুছে দেওয়া এই নমুনা ডেটার প্রবণতা বিশ্লেষণ করো।”

> **মনে রাখো: AI আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভুল বলতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে AI-এর উত্তর খসড়া—চূড়ান্ত সত্য নয়।**

ভাগ ১ – ভিত্তি

টুল মরবে, পদ্ধতি বাঁচবে

এই ভাগে প্রম্পট, ইনস্ট্রাকশন, ওয়ার্কফ্লো ও এজেন্টের পার্থক্য পরিষ্কার হবে। AI কীভাবে উত্তর তৈরি করে এবং R-G-C-C-F ফর্মুলা দিয়ে কীভাবে নির্ভরযোগ্য প্রম্পট বানাতে হয় – সেই ভিত্তিটা এখানেই তৈরি হবে। এই ভাগ শেষে তুমি যেকোনো কাজের জন্য নিজের প্রম্পট নিজেই সাজাতে পারবে।

১. প্রম্পট থেকে এজেন্ট – বড় ছবিটা

প্রথম বইয়ে প্রম্পটকে বলেছিলাম “হুকুম”। পেশাদার জগতে ঢোকার আগে পুরো সিঁড়িটা চিনে নাও – কারণ ক্লায়েন্টরা এই শব্দগুলোই ব্যবহার করে, আর প্রতিটা ধাপের দামও আলাদা।

- প্রম্পট (Prompt): একটা হুকুম, একটা উত্তর। – “পোস্ট লিখে দাও।”
- ইনস্ট্রাকশন (Instruction): স্থায়ী নিয়ম, যেটা AI সবসময় মেনে চলবে। – “তুমি সবসময় আমার ব্র্যান্ডের ভাষায় লিখবে।”
- ওয়ার্কফ্লো (Workflow): কয়েকটা ধাপ পরপর সাজানো। – রিসার্চ → খসড়া → এডিট → পোস্ট।
- এজেন্ট (Agent): এমন সিস্টেম, যে পুরো ওয়ার্কফ্লো নিজে চালায় – তুমি শুধু লক্ষ্য দাও।

দামের হিসাবটা মনে রাখো: প্রম্পট লিখতে জানলে তুমি ইউজার। ওয়ার্কফ্লো বানাতে জানলে তুমি প্রফেশনাল। এজেন্ট বসাতে জানলে তুমি সেই মানুষ, যাকে কোম্পানিগুলো খুঁজে বেড়ায়। এই বই তোমাকে প্রথম ধাপ থেকে শেষ ধাপে নেবে।

> **প্রো-টিপ:** ক্লায়েন্টের সাথে কথায় “আমি প্রম্পট লিখি” বোলো না – বলো “আমি AI ওয়ার্কফ্লো বানাই।” একই কাজ, দ্বিতীয় বাক্যের রেট তিনগুণ।

► এবার তোমার পালা

তোমার একটা নিয়মিত কাজ (যেমন সাপ্তাহিক পোস্ট) কাগজে ধাপে ধাপে লেখো – এটাই তোমার প্রথম ওয়ার্কফ্লো ম্যাপ।

২. মডেল কীভাবে ভাবে

গাড়ি চালাতে ইঞ্জিন বানানো শিখতে হয় না – কিন্তু ইঞ্জিন গরম হলে কী করতে হয়, জানতে হয়। AI-এর বেলাতেও তাই। তিনটা জিনিস বুঝলেই ৯০ ভাগ রহস্য শেষ।

টোকেন – AI-এর শব্দের হিসাব

AI লেখা পড়ে টুকরো টুকরো করে – প্রতিটা টুকরোর নাম টোকেন। মোটামুটি একটা বাংলা শব্দ = ২-৩ টোকেন। API-তে টাকা কাটে টোকেনের হিসাবে – তাই পেশাদাররা অকারণ লম্বা প্রম্পট লেখে না।

কনটেক্সট উইন্ডো – AI-এর টেবিলের সাইজ

AI একসাথে যতটুকু লেখা “মাথায় রাখতে” পারে, সেটাই কনটেক্সট উইন্ডো। টেবিল ভরে গেলে পুরনো কাগজ পড়ে যায় – তাই লম্বা আলাপে সে শুরুর কথা ভোলে। সমাধান: গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দাও, বা নতুন চ্যাটে দরকারি অংশ নিয়ে শুরু করো।

র্যান্ডমনেস – একই প্রশ্নে ভিন্ন উত্তর কেন

AI প্রতিবার শব্দ বাছাইয়ে সামান্য লটারি খেলে – এজন্যই একই প্রম্পটে দুইবার দুই রকম উত্তর। এটা দোষ না, ফিচার: সৃজনশীল কাজে বর, হিসাবের কাজে বিপদ। কোথায় কীভাবে সামলাবে, ভাগ ৩-এ।

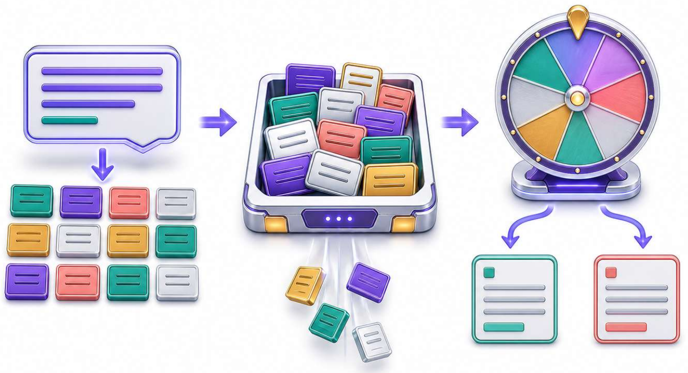

📋 কনটেক্সট-রক্ষার টেমপ্লেট

এই আলাপের স্থায়ী প্রেক্ষাপট: [ব্যবসা/প্রজেক্টের মূল তথ্য ৩ লাইনে]। এখন থেকে প্রতিটা উত্তরে এই প্রেক্ষাপট মাথায় রাখবে। বুঝে থাকলে এক লাইনে সারমর্ম বলো, তারপর অপেক্ষা করো।

☞ লম্বা কাজের শুরুতে এটা – "ভুলে যাওয়া" রোগের টিকা।

প্রো-টিপ: লম্বা ডকুমেন্টে কাজের সময় শুরুতেই লিখে দাও – "পুরো আলাপে এই ডকুমেন্টের তথ্যই প্রধান, ভুলে যেও না।" কনটেক্সট হারানো অর্ধেক কমে।

► এবার তোমার পালা

একই প্রম্পট পরপর ৩ বার চালাও। তিন উত্তরের পার্থক্য খেয়াল করো – এটাই র‍্যান্ডমনেস চোখে দেখা।

৩. R-G-C-C-F – প্রফেশনাল ফর্মুলা

এবার বইয়ের সবচেয়ে দামি পাতা। পাঁচটা অক্ষর – জানলে তোমার প্রম্পট আর কখনো এলোমেলো হবে না। প্রতিটা প্রফেশনাল প্রম্পটে এই পাঁচ উপাদান:

R-G-C-C-F – পেশাদার প্রম্পটের ৫-ধাপ ফর্মুলা

R	**Role** – AI কোন ভূমিকায় কাজ করবে? "তুমি একজন সিনিয়র মার্কেটিং কনসালট্যান্ট..."
G	**Goal** – ঠিক কী ফলাফল চাই? "৩টি ক্যাম্পেইন আইডিয়া দাও..."
C	**Context** – কাজের দরকারি পটভূমি। "ব্যবসা: [বিবরণ], ক্রেতা: [কারা]..."
C	**Constraints** – সীমা ও শর্ত। "বাজেট ২০ হাজার টাকা, ভাষা সহজ বাংলা..."
F	**Format** – উত্তর কীভাবে সাজাবে? "টেবিল: আইডিয়া, খরচ, ঝুঁকি।"

> 📋 R-G-C-C-F পূর্ণাঙ্গ টেমপ্লেট
>
> **তুমি একজন [ভূমিকা]। আমার জন্য [লক্ষ্য – ঠিক কী বানাবে]। প্রেক্ষাপট: [দরকারি তথ্য ২-৩ লাইনে]। শর্ত: [সীমানা – দৈর্ঘ্য, ভাষা, বাজেট]। ফরম্যাট: [টেবিল/লিস্ট/ধাপ – কীভাবে সাজাবে]।**
>
> *👉 এই একটা টেমপ্লেট মুখস্থ করো – বাকি বই এর প্রয়োগ মাত্র।*

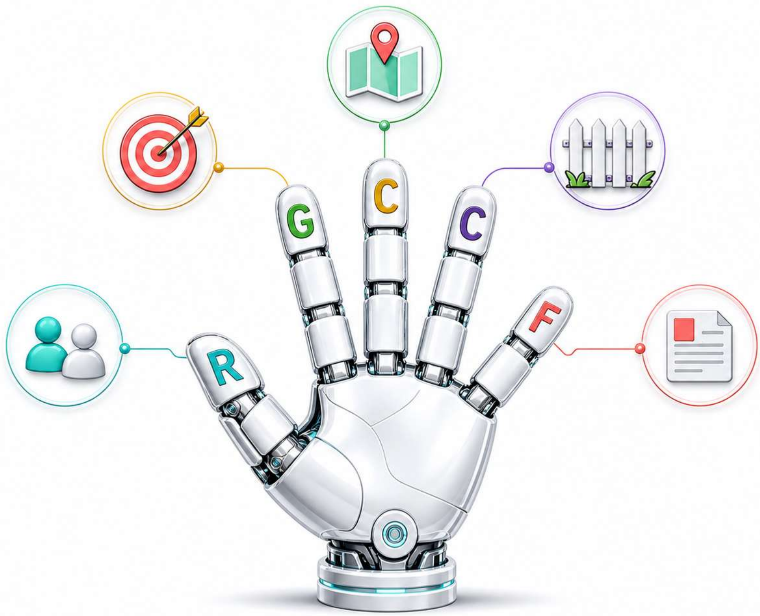

পাঁচটাই কি প্রতিবার লাগবে? না – ছোট কাজে G আর F যথেষ্ট। কিন্তু ফলাফল যত গুরুত্বপূর্ণ, তত বেশি উপাদান। ক্লায়েন্টের কাজে? পাঁচটাই, সবসময়।

> **প্রো-টিপ:** সবচেয়ে বেশি বাদ পড়ে C – Context। AI তোমার ব্যবসা চেনে না, ক্রেতা চেনে না। যে তথ্য না দিলে নতুন কর্মচারী কাজ পারবে না, সেটা AI-কেও দিতে হবে।

► এবার তোমার পালা

তোমার সবচেয়ে ঘনঘন করা প্রম্পট R-G-C-C-F ছাঁচে নতুন করে লেখো – দুই উত্তরের পার্থক্যই প্রথম সিক্রেট আবিষ্কার।

৪. Bad → Good: ৫টা মেকওভার

তত্ত্ব শেষ, হাতে-কলমে। পাঁচটা বাস্তব কাজ – আগে দুর্বল রূপ, তারপর R-G-C-C-F দিয়ে পেশাদার রূপ। প্যাটার্নটা ধরো।

১: ফেসবুক বিজ্ঞাপন

✕ “আমার পণ্যের বিজ্ঞাপন লিখো।”

✓ “তুমি একজন ডিরেক্ট-রেসপন্স কপিরাইটার (R)। [পণ্য]-এর ফেসবুক বিজ্ঞাপন লিখো (G)। ক্রেতা: [বয়স/পেশা], সমস্যা: [কী] (C)। শর্ত: ৫০ শব্দের মধ্যে, অতিরঞ্জন ছাড়া (C)। ফরম্যাট: হুক + সমাধান + কল-টু-অ্যাকশন (F)।”

২: ইউটিউব স্ক্রিপ্ট

✕ “ভিডিওর স্ক্রিপ্ট লিখে দাও।”

✓ “তুমি একজন ডকুমেন্টারি স্ক্রিপ্ট রাইটার। [বিষয়]-এর ওপর ৮ মিনিটের স্ক্রিপ্ট লিখো। দর্শক: সাধারণ বাংলাভাষী, বিষয়টা নতুন। শর্ত: প্রথম ১৫ সেকেন্ডে চমক, প্রতি অংশে ভিজ্যুয়ালের ইঙ্গিত। ফরম্যাট: [সময়] + [ভয়েসওভার] + [স্ক্রিনে কী] – টেবিলে।”

৩: ক্লায়েন্টকে ইমেইল

✕ “ক্লায়েন্টকে ইমেইল লিখে দাও।”

✓ “তুমি আমার বিজনেস কমিউনিকেশন সহকারী। [ক্লায়েন্ট]-কে ডেলিভারির ইমেইল লিখো। প্রেক্ষাপট: কাজ ২ দিন দেরিতে শেষ, কারণ [কারণ]। শর্ত: দুঃখপ্রকাশ থাকবে কিন্তু অতিরিক্ত নত না, সমাধান-মুখী। ফরম্যাট: ৩ প্যারা, শেষে পরের ধাপ।”

৪ ও ৫: রিসার্চ আর ডেটা

✕ "এই বিষয়ে রিসার্চ করো" / "ডেটা বিশ্লেষণ করো" – দুটোই দুর্বল: লক্ষ্য আর ফরম্যাট নেই।

✅ রিসার্চ: "...৫টা মূল ফাইন্ডিং দাও, প্রতিটার সোর্সসহ, বিশ্বাসযোগ্যতা অনুযায়ী সাজিয়ে।" ✅ ডেটা: "...৩টা প্যাটার্ন বের করো, প্রতিটার পাশে ব্যবসায়িক মানে এক লাইনে।"

📋 মেকওভার-ইঞ্জিন – নিজের প্রম্পট নিজে ঘষো

আমার এই প্রম্পটটা R-G-C-C-F মেনে মেকওভার করো: "[পুরনো প্রম্পট]"। আগে বলো কোন উপাদান নেই, তারপর পূর্ণ পেশাদার ভার্সন লিখো – [ফাঁকা ঘর] রেখে, যেন টেমপ্লেট হিসেবে বারবার চালাতে পারি।

☞ এই এক ইঞ্জিনে তোমার পুরনো সব প্রম্পট নতুন জীবন পাবে।

💎 **প্রো-টিপ:** লক্ষ করেছ? প্রতিটা ভালো প্রম্পট আসলে একটা মিনি-ব্রিফ – যেমনটা দক্ষ কর্মচারীকে দিতে। AI-কে কর্মচারী ভাবো, জাদুর বাক্স না।

► এবার তোমার পালা

পুরনো ৩টা প্রম্পট খুঁজে মেকওভার দাও। আগে-পরের ফলাফল পাশাপাশি রাখো – পোর্টফোলিওর প্রথম পাতা।

✅ ভাগ ১ চেকপয়েন্ট: প্রম্পট→এজেন্ট সিঁড়ি চেনা হলো, মডেলের ভেতরটা বোঝা হলো, R-G-C-C-F হাতে এলো, মেকওভার-চোখ তৈরি। এবার সেই ভিতের ওপর টেকনিকের অস্ত্রাগার।

ভাগ ২ – অ্যাডভান্সড টেকনিক

যে কৌশল পেশাদারদের আলাদা করে

ভিত্তি তৈরি, এবার ধার বাড়ানোর পালা। এই ভাগে শিখবে Few-shot, Chain-of-thought, Persona, Structured Output, Guardrails আর Chaining – যে ছয়টি কৌশল সাধারণ ব্যবহারকারী আর পেশাদারের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়। প্রতিটির সঙ্গে থাকবে রেডি টেমপ্লেট, যেন আজই কাজে লাগাতে পারো।

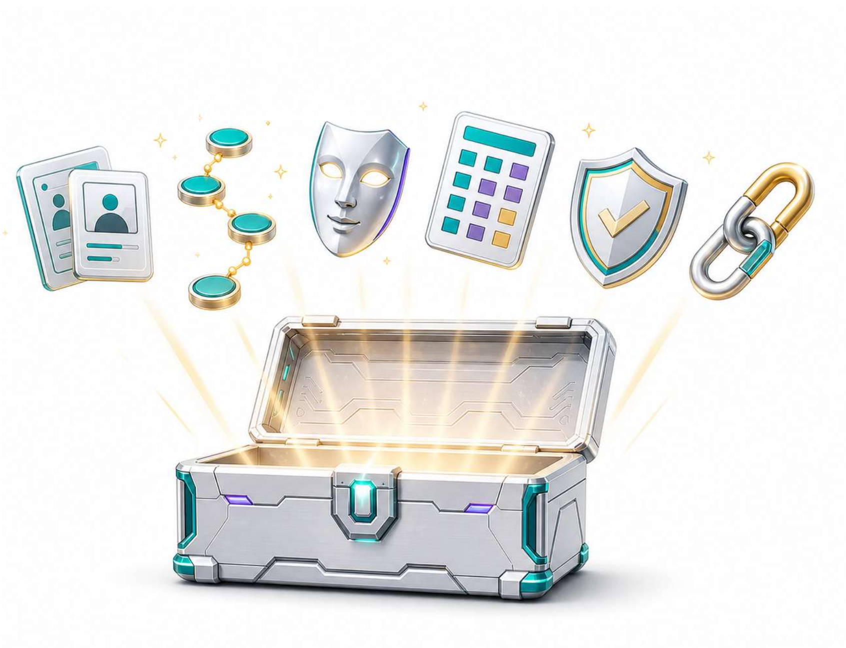

৫. Few-shot – উদাহরণই শিক্ষক

AI-কে বোঝানোর সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় বলা না – দেখানো। ২-৩টা উদাহরণ দিলে সে প্যাটার্ন ধরে ফেলে, হুবহু সেই ধাঁচে নতুনটা বানায়। এর নাম few-shot prompting।

সবচেয়ে কাজে লাগে ক্লায়েন্টের ব্র্যান্ড-ভয়েস মেলাতে। ক্লায়েন্ট বলবে "আমাদের স্টাইলে লেখো" – কিন্তু স্টাইল ব্যাখ্যা করতে পারবে না। তুমি তার পুরনো ২টা সেরা পোস্ট উদাহরণ বানাবে – ব্যস, AI ওই কণ্ঠস্বরেই লিখবে।

> 📋 **Few-shot টেমপ্লেট**
>
> **নিচের উদাহরণগুলোর স্টাইল, টোন আর গঠন হুবহু অনুসরণ করে নতুনটা লেখো। উদাহরণ ১: [ইনপুট] → [আউটপুট] উদাহরণ ২: [ইনপুট] → [আউটপুট] এবার: [নতুন ইনপুট] →**
>
> *👉 উদাহরণ যত ভালো, ফলাফল তত নিখুঁত – বাজে উদাহরণে বাজে কপি।*

> 💎 **প্রো-টিপ:** ২-৩টা সেরা উদাহরণই যথেষ্ট – ৫টার বেশি দিলে মডেল বিভ্রান্ত হয়। উদাহরণগুলো একই ধাঁচের হতে হবে; মিশ্র স্টাইলে খিচুড়ি ফলাফল।

► এবার তোমার পালা

নিজের (বা পছন্দের পেজের) সেরা ২ পোস্ট দিয়ে few-shot চালাও – তৃতীয়টা AI-কে লেখাও। কণ্ঠস্বর মিলল?

৬. Chain-of-thought – ধাপে ধাপে ভাবাও

জটিল প্রশ্নে AI-এর বদভ্যাস – লাফ দিয়ে উত্তরে পৌঁছানো, মাঝের হিসাব বাদ। ফল: আত্মবিশ্বাসী ভুল। সমাধান এক লাইন: "ধাপে ধাপে ভেবে তারপর উত্তর দাও।"

এই এক লাইনে মডেল বাধ্য হয় যুক্তি সাজাতে – আর যুক্তি সাজালে ভুল ধরাও পড়ে, শুধরেও যায়। অঙ্ক, হিসাব, সিদ্ধান্ত-বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা – ভাবনার ধাপ যেখানে, এটা সেখানে সোনা।

> 📋 **Chain-of-thought টেমপ্লেট**
>
> **[জটিল প্রশ্ন/সমস্যা]। উত্তরের আগে ধাপে ধাপে ভাবো: প্রথমে সমস্যাটা ভাঙো, তারপর প্রতিটা অংশের হিসাব দেখাও, শেষে চূড়ান্ত উত্তর। কোনো ধাপ বাদ দেবে না।**
>
> *☞ ব্যবসার হিসাব, দাম নির্ধারণ, লাভ-ক্ষতিতে এটা বাধ্যতামূলক করে নাও।*

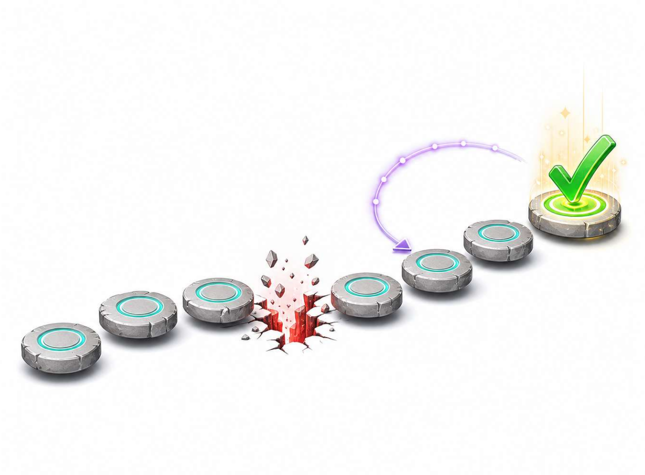

প্রো-টিপ: আরো শক্তিশালী রূপ: “ভাবার পর নিজের যুক্তি নিজেই একবার পরীক্ষা করো – ভুল থাকলে শুধরে চূড়ান্ত উত্তর দাও।” ভাবা + আত্ম-পরীক্ষা = ডবল নিরাপত্তা।

► এবার তোমার পালা

একটা হিসাবের প্রশ্ন দুইভাবে চালাও – সরাসরি, আর ধাপে ধাপে। কোনটায় ভুল কম?

আরও কাজে লাগাও – কখন ধাপে ধাপে দেখাতে বলবে

হিসাব, বাজেট, তুলনা, পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্তে আগে মূল ধাপগুলো দেখাতে বলো। সাধারণ লেখা বা ছোট প্রশ্নে শুধু চূড়ান্ত উত্তরই যথেষ্ট।

✓ চেকপয়েন্ট – Chain-of-thought

- জটিল প্রশ্নে এক লাইন যোগ করো: “ধাপে ধাপে ভেবে তারপর উত্তর দাও।”
- যুক্তি সাজাতে বাধ্য হলে ভুল ধরাও পড়ে, শুধরেও যায়।
- অঙ্ক, দাম নির্ধারণ, লাভ-ক্ষতি, পরিকল্পনা – এখানে এটা বাধ্যতামূলক।

৭. Persona আর নিষেধাজ্ঞা

R-G-C-C-F-এর R এত গুরুত্বপূর্ণ যে আলাদা অধ্যায় পাওনা। ভূমিকা দিলে AI শুধু ভান করে না – সেই পেশার জ্ঞান, শব্দভাণ্ডার আর দৃষ্টিভঙ্গি সক্রিয় করে। “অভিজ্ঞ শিক্ষক” আর “কড়া সমালোচক” – একই প্রশ্নে দুই জগতের উত্তর।

উল্টো দিকটা নিষেধাজ্ঞা (negative instruction) – কী করবে না: “কঠিন শব্দ না”, “ভূমিকা না লিখে সরাসরি মূল কথায়”, “ইমোজি না।” পেশাদার আউটপুটের অর্ধেক রহস্য এই না-এর তালিকায়।

> 📋 পার্সোনা + নিষেধাজ্ঞা টেমপ্লেট
>
> **তুমি [পেশা], [সংখ্যা] বছরের অভিজ্ঞতা [ক্ষেত্র]-এ। বিশেষত্ব: [কী]। আমার প্রশ্ন: [প্রশ্ন]। নিয়ম: জেনেরিক উপদেশ দেবে না, প্রতিটা পরামর্শের সাথে বাস্তব কারণ, আর যা জানো না স্বীকার করবে।**
>
> *☞ “১৫ বছরের অভিজ্ঞ” লিখলে সত্যিই উত্তরের গভীরতা বাড়ে – পরীক্ষা করেই দেখো।*

প্রো-টিপ: সেরা কৌশল: এক সমস্যায় দুই পার্সোনা। আগে "আশাবাদী বিনিয়োগকারী", তারপর "সন্দেহবাদী হিসাবরক্ষক" – দুই মতের মাঝেই সত্যি থাকে।

► **এবার তোমার পালা**

তোমার একটা ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত দুই বিপরীত পার্সোনাকে দিয়ে বিশ্লেষণ করাও।

আরও কাজে লাগাও – পার্সোনা যত নির্দিষ্ট, উত্তর তত কাজে লাগে

শুধু "বিশেষজ্ঞ" না বলে পেশা, অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ও লক্ষ্য-দর্শক উল্লেখ করো। এতে উত্তর বেশি নির্দিষ্ট ও ব্যবহারযোগ্য হয়।

✓ চেকপয়েন্ট – পার্সোনা ও নিষেধাজ্ঞা

- ভূমিকা দিলে সেই পেশার জ্ঞান, শব্দভাণ্ডার আর দৃষ্টিভঙ্গি সক্রিয় হয়।
- "কী করবে না" – এই না-এর তালিকাই পেশাদার আউটপুটের অর্ধেক রহস্য।
- এক সমস্যায় দুই বিপরীত পার্সোনা – দুই মতের মাঝেই সত্যিটা থাকে।

৮. Structured Output – ফরম্যাট আদায়

শখের ইউজার উত্তর পড়ে। প্রফেশনাল উত্তরটা কাজে বসায় – স্প্রেডশিটে, অ্যাপে, রিপোর্টে। তার জন্য দরকার নির্দিষ্ট কাঠামোর আউটপুট, প্রতিবার একই ছাঁচে।

মূল কৌশল: ফরম্যাটটা নিজে দেখিয়ে দাও। “টেবিলে দাও”-এর চেয়ে কলামগুলো লিখে দেওয়া দশগুণ নির্ভরযোগ্য। ডেটার কাজে JSON চাও – কম্পিউটার সরাসরি পড়তে পারে, অটোমেশনের (ভাগ ৫) মূল ভাষা।

📋 কাঠামো আদায়ের টেমপ্লেট

[কাজ]। উত্তর দেবে ঠিক এই কাঠামোয়, অন্য কোনো কথা ছাড়া: শিরোনাম: [...] মূল পয়েন্ট: ১... ২... ৩... ঝুঁকি: [...] পরের ধাপ: [...] এই কাঠামোর বাইরে একটা শব্দও লিখবে না।

☞ শেষ লাইনটাই আসল – না বললে AI ভূমিকা-উপসংহার জুড়ে দেবেই।

প্রো-টিপ: রিপোর্টের কাজ পেলে ক্লায়েন্টের পছন্দের ফরম্যাট একবার বানিয়ে টেমপ্লেট সেভ করো – প্রতি সপ্তাহে শুধু নতুন ডেটা। এক ঘণ্টার কাজ পাঁচ মিনিটে।

▶ এবার তোমার পালা

৯. Guardrails – বানানো তথ্য ঠেকাও

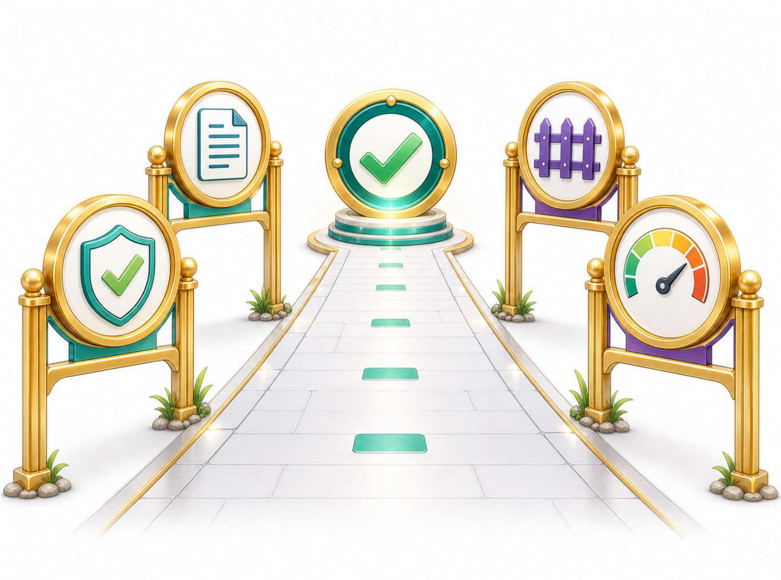

প্রথম বইয়ে শিখেছিলে AI আত্মবিশ্বাসের সাথে ভুল বলে – পেশাদার জগতে এর নাম hallucination। ক্লায়েন্টের রিপোর্টে একটা বানানো তথ্য মানে সুনাম শেষ। তাই পেশাদাররা প্রম্পটেই রেলিং বসায়:

- সততার শর্ত: “নিশ্চিত না হলে ‘নিশ্চিত নই’ লিখবে – আন্দাজে কিছু বসাবে না।”
- সোর্সের শর্ত: “প্রতিটা তথ্যের পাশে সোর্স; সোর্স না থাকলে তথ্যই বাদ।”
- সীমানার শর্ত: “শুধু আমার দেওয়া ডকুমেন্ট থেকে উত্তর – বাইরের জ্ঞান মেশাবে না।”
- আত্মবিশ্বাস-মিটার: “প্রতিটা দাবির পাশে: নিশ্চিত / সম্ভবত / অনুমান।”

📋 গার্ডরেল-যুক্ত রিসার্চ টেমপ্লেট

[বিষয়] নিয়ে গবেষণা করে ৫টা মূল তথ্য দাও। নিয়ম: (১) প্রতিটার সোর্স, (২) নিশ্চিত না হলে পাশে "যাচাই দরকার", (৩) কোনো সংখ্যা আন্দাজে না, (৪) শেষে বলবে কোনগুলো আমার নিজে যাচাই করা উচিত।

👉 ক্লায়েন্টের কাজে এই চার নিয়ম কপি-পেস্ট – প্রতিবার।

প্রো-টিপ: সবচেয়ে বিপজ্জনক: সংখ্যা, তারিখ, নাম, উদ্ধৃতি। এই চারটা AI-এর মুখ থেকে বেরোলেই ডেলিভারির আগে নিজে গুগলে মেলাও। দুই মিনিট, সুনাম বাঁচে।

► **এবার তোমার পালা**

AI-কে তোমার শহর নিয়ে ৫টা তথ্য চাও গার্ডরেলসহ। কয়টায় "যাচাই দরকার" লিখল – সেটাই সততার পরীক্ষা।

আরও কাজে লাগাও – চার স্তরের নিরাপত্তা যাচাই

উৎসের তারিখ, সংখ্যা, নাম ও উদ্ধৃতি আলাদা করে যাচাই করো। নিশ্চিত না হলে "যাচাই দরকার" লিখতে বলো এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দ্বিতীয় উৎসে মিলিয়ে নাও।

✅ চেকপয়েন্ট – কাঠামো আদায়

- "টেবিলে দাও" নয় – কলামগুলো নিজে লিখে দেখিয়ে দাও, দশগুণ নির্ভরযোগ্য।
- ডেটার কাজে JSON চাও – অটোমেশনের মূল ভাষা।
- শেষে লিখে দাও: "এই কাঠামোর বাইরে একটা শব্দও না।"

১০. Chaining আর Meta-prompting

বড় কাজ এক প্রম্পটে চাওয়া মানে রাঁধুনিকে বলা "এক হাঁড়িতে বিয়ের সব রান্না।" পেশাদাররা কাজ ভাঙে – এক প্রম্পটের আউটপুট পরের প্রম্পটের ইনপুট। নাম: prompt chaining।

আর্টিকেলের চেইন: "১০টা আইডিয়া" → বাছলে → "এটার আউটলাইন" → "আউটলাইন ধরে লেখো" → "কড়া সম্পাদক হয়ে কাটছাঁট।" প্রতি ধাপে মান বাড়ে, নিয়ন্ত্রণ তোমার হাতে।

আর meta-prompting এর চূড়া – AI-কে দিয়েই প্রম্পট লেখানো। লক্ষ্য বলবে, সে নিখুঁত প্রম্পট বানিয়ে দেবে।

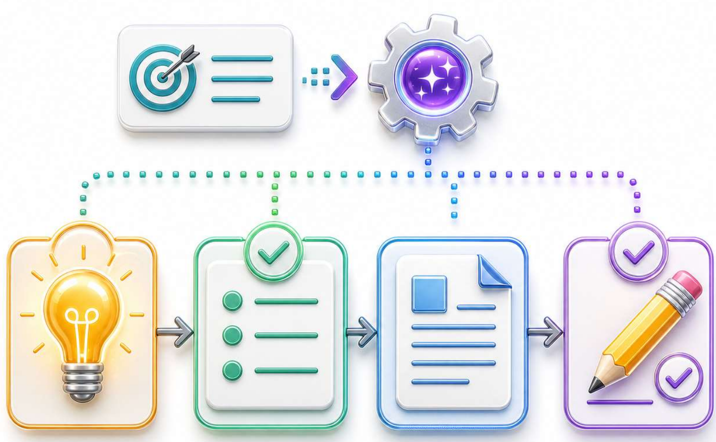

📋 **Meta-prompt টেমপ্লেট (প্রম্পট বানানোর প্রম্পট)**

আমি চাই: [লক্ষ্যটা সাধারণ ভাষায়]। তুমি একজন প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ার — R-G-C-C-F মেনে আমার জন্য নিখুঁত প্রম্পট লিখে দাও। তারপর বলো, কোন [ফাঁকা ঘর]-এ আমার তথ্য বসাতে হবে।

👉 বইয়ের সবচেয়ে বড় সিক্রেটগুলোর একটা — গোলামকে দিয়েই গোলামের হুকুম লেখাও!

💎 **প্রো-টিপ:** চেইনের প্রতি ধাপের সেরা আউটপুট এক ফাইলে জমাও। এক মাসে নিজের টেমপ্লেট-লাইব্রেরি তৈরি — এটাই ফ্রিল্যান্সারের আসল পুঁজি।

▶ এবার তোমার পালা

Meta-prompt দিয়ে নিজের একটা কাজের প্রম্পট বানাও, তারপর সেটাই চালাও — পুরো চক্র একবার ঘুরে এসো।

আরও কাজে লাগাও — চেইনের প্রতিটি ধাপে মান নিয়ন্ত্রণ

প্রতিটি ধাপের গ্রহণযোগ্যতার নিয়ম আগে ঠিক করো। কোনো ধাপ দুর্বল হলে পরের ধাপে না গিয়ে সেটিই সংশোধন করো।

ভাগ ৩ – ভুল ধরা ও ঠিক করা

পেশাদার মানেই নির্ভরযোগ্য

ভালো প্রম্পট লেখা অর্ধেক কাজ, বাকি অর্ধেক হলো ভুল ধরা ও ঠিক করা। এই ভাগে শিখবে AI-এর ভুল আউটপুট কীভাবে যাচাই করতে হয়, Iteration Loop দিয়ে ধাপে ধাপে উত্তর কীভাবে উন্নত করতে হয়, আর Cross-check দিয়ে তথ্য কীভাবে মিলিয়ে নিতে হয়। ক্লায়েন্টের কাজে হাত দেওয়ার আগে এই অভ্যাসটাই তোমাকে নির্ভরযোগ্য করে তুলবে।

✓ চেকপয়েন্ট – Chaining ও Meta-prompting

- বড় কাজ ভাঙো – এক প্রম্পটের আউটপুট পরের প্রম্পটের ইনপুট।
- আইডিয়া → আউটলাইন → খসড়া → কাটছাঁট: প্রতি ধাপে মান বাড়ে।
- Meta-prompt: লক্ষ্য বলো, প্রম্পটটা AI-কে দিয়েই লিখিয়ে নাও।

১১. ভুল আউটপুটের ময়নাতদন্ত

উত্তর খারাপ এলে নতুনরা বলে “AI ভালো না।” পেশাদাররা জিজ্ঞেস করে – “আমার প্রম্পটের কোন অংশ দুর্বল ছিল?” ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে সমস্যা প্রম্পটে, মডেলে না। ময়নাতদন্তের ম্যাপ – R-G-C-C-F ধরে:

- উত্তর অগভীর, জেনেরিক? → Role নেই বা দুর্বল। বিশেষজ্ঞ-পার্সোনা বসাও।
- উত্তর বিষয়ের বাইরে? → Goal অস্পষ্ট। “ঠিক কী চাই” এক বাক্যে লেখো।
- ঠিক কিন্তু তোমার পরিস্থিতিতে খাটে না? → Context কম। ব্যবসা/দর্শক/বাজারের তথ্য দাও।
- বেশি লম্বা / ভুল ভাষায় / বাজেট ছাড়া? → Constraints বাদ পড়েছে।
- ঠিক কিন্তু সাজানো এলোমেলো? → Format বলোনি।

ময়নাতদন্তের হুকুম – AI-কে দিয়েই রোগনির্ণয়

আমি এই প্রম্পট দিয়েছিলাম: [প্রম্পট]। উত্তর পছন্দ হয়নি, কারণ: [কী খারাপ]। প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বলো – কোন উপাদান (Role/Goal/Context/Constraints/Format) দুর্বল ছিল, আর শুধরানো ভার্সন লিখে দাও।

☞ নিজের ভুল AI-কে দিয়েই ধরাও – এর চেয়ে দ্রুত শেখার রাস্তা নেই।

প্রো-টিপ: নিয়ম বানাও: পরপর দুইবার খারাপ উত্তর এলে তৃতীয়বার প্রম্পট না বদলে ময়নাতদন্তের হুকুম চালাবে। রাগে একই প্রম্পট বারবার পাঠানো সময়ের অপচয়।

► এবার তোমার পালা

সপ্তাহের সবচেয়ে হতাশাজনক উত্তরটা ময়নাতদন্তে ফেলো – রোগটা আগে নিজে অনুমান করো, তারপর মিলিয়ে দেখো।

১২. Iteration Loop – খসড়া থেকে নিখুঁত

পেশাদারদের সবচেয়ে বড় সিক্রেট হতাশাজনক রকম সহজ: তারা প্রথম উত্তর কখনো ডেলিভারি করে না। প্রতিটা ভালো আউটপুটের পেছনে চক্র ঘোরে – খসড়া → সমালোচনা → উন্নতি (Draft → Critique → Improve)।

জাদুটা মাঝের ধাপে। AI নিজের লেখার নির্মম সমালোচক হতে পারে – শুধু চাইতে হয়। খসড়ার পর: "এবার কড়া সম্পাদক – এই লেখার ৫টা দুর্বলতা ধরো।" তারপর: "৫টা শুধরে নতুন ভার্সন।" দুই চক্করে মান আকাশ-পাতাল বদলায়।

📋 তিন ধাপের লুপ – এক প্রম্পটে

ধাপ ১: [কাজ] করো – প্রথম খসড়া। ধাপ ২: কড়া সমালোচকের চোখে নিজের খসড়া দেখো – ৫টা নির্দিষ্ট দুর্বলতা লেখো। ধাপ ৩: ৫টাই শুধরে চূড়ান্ত ভার্সন দাও। তিন ধাপই দেখাবে, লুকাবে না।

👉 এক প্রম্পটে পুরো লুপ – ক্লায়েন্টের কাজে সময় বাঁচানোর মহাস্ত্র।

💎 **প্রো-টিপ:** ডেলিভারির আগে শেষ প্রশ্ন: "এই কাজ [ক্লায়েন্টের পেশা]-র কঠোর বিচারক দেখলে ১০-এ কত দেবে, কেন?" ৮-এর নিচে হলে আরেক চক্কর।

► **এবার তোমার পালা**

গত সপ্তাহের যেকোনো লেখা লুপে ফেলো। প্রথম আর শেষ ভার্সন পাশাপাশি – পার্থক্যটাই তোমার সার্ভিসের বিজ্ঞাপন।

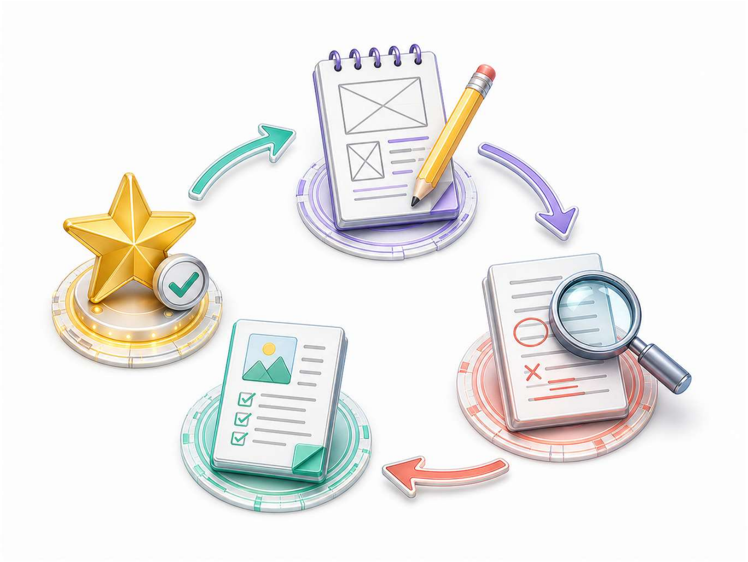

আরও কাজে লাগাও – কতবার লুপ ঘোরাবে

সাধারণ পোস্টে একবার সমালোচনা ও একবার উন্নতি যথেষ্ট। গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট বা বিক্রয়-লেখায় ৮/১০ মান না পাওয়া পর্যন্ত আরেকবার লুপ চালাও।

✓ চেকপয়েন্ট – ময়নাতদন্ত

- খারাপ উত্তরের ৯০ ভাগ কারণ প্রম্পটে, মডেলে না।
- অগভীর → Role; বিষয়ের বাইরে → Goal; খাটে না → Context; এলোমেলো → Format।
- পরপর দুইবার খারাপ এলে তৃতীয়বার ময়নাতদন্তের হুকুম দাও।

১৩. Cross-check আর Consistency

শেষ দুই অস্ত্র। প্রথমটা cross-check: এক মডেলের কাজ আরেক মডেল দিয়ে যাচাই। ChatGPT-র রিপোর্ট Claude-কে দিয়ে: “তথ্যগত ভুল, দুর্বল যুক্তি বা বানানো দাবি খুঁজে বের করো।” দুই মডেলের চোখ এড়িয়ে ভুল টেকা কঠিন।

দ্বিতীয়টা consistency – প্রতিবার একই মানের ফল। ক্লায়েন্ট মাসে ২০টা পোস্ট নেয়; ৫টা দুর্দান্ত আর ১৫টা এলোমেলো হলে চুক্তি বাতিল। সমাধান: সেরা প্রম্পট হুবহু সেভ, প্রতিবার একই টেমপ্লেট-উদাহরণ-গার্ডরেল – শুধু নতুন তথ্য বদলাবে।

> 📋 Cross-check টেমপ্লেট (দ্বিতীয় মডেলে)
>
> **নিচের লেখা আরেকটা AI বানিয়েছে। তুমি নিরপেক্ষ ফ্যাক্ট-চেকার – খুঁজে বের করো: (১) তথ্যগত ভুল বা সন্দেহজনক দাবি, (২) যুক্তির ফাঁক, (৩) যাচাই-দরকার সংখ্যা/নাম/তারিখ। লেখা: [পেস্ট করো]**
>
> *☞ বড় ডেলিভারির আগে এই দুই মিনিটের চেক ৯৫ ভাগ বিপদ থেকে বাঁচায়।*

প্রো-টিপ: “মাস্টার ফাইল” বানাও – প্রতি ক্লায়েন্টের: চূড়ান্ত প্রম্পট + ২ উদাহরণ + গার্ডরেল লিস্ট। নতুন কাজ = ফাইল খোলো, তথ্য বদলাও, চালাও। এটাই এজেন্সির পেশাদারি।

► এবার তোমার পালা

সেরা ৩টা প্রম্পট এক ফাইলে সাজাও – নাম “মাস্টার প্রম্পট ফাইল v1”। আজ থেকে সব কাজ এখান থেকে শুরু।

আরও কাজে লাগাও – মাস্টার ফাইলের ন্যূনতম কাঠামো

প্রতি ক্লায়েন্টের ফাইলে লক্ষ্য, দর্শক, ভাষা-টোন, নিষিদ্ধ বিষয় ও চূড়ান্ত নমুনা রাখো। পরিবর্তন হলে Version 1, Version 2 নামে পুরোনো সংস্করণও সংরক্ষণ করো।

✅ ভাগ ২-৩ চেকপয়েন্ট: ছয় টেকনিক (few-shot থেকে meta-prompting) আর তিন নিরাপত্তা-অস্ত্র (ময়নাতদন্ত, লুপ, cross-check) – এখন তোমার আউটপুট শুধু ভালো না, নির্ভরযোগ্য। পেশাদার শব্দটার মানেই এটা।

ভাগ ৪ — AI টুল ডিরেক্টরি

৫৫+ টুল: কে কোন কাজে, ফ্রিতে কতটুকু, টাকায় কী

এই ভাগটা তোমার কেনাকাটার গাইড। প্রতি ক্যাটাগরিতে: টুলগুলোর পরিচয়, ফ্রি বনাম পেইড তুলনা-টেবিল, আর শেষে সিদ্ধান্ত — কোনটা দিয়ে শুরু করবে। নিয়মটা সবসময় এক: আগে ফ্রিতে হাত পাকাও, ইনকাম শুরু হলে তবেই টাকায় যাও। দামগুলো আনুমানিক (২০২৬-এর শুরু, মার্কিন ডলার/মাস) — কেনার আগে সাইটে দেখে নিও।

✅ চেকপয়েন্ট — Cross-check ও Consistency

- এক মডেলের কাজ আরেক মডেল দিয়ে যাচাই করাও।
- সেরা প্রম্পট হুবহু সেভ — প্রতিবার একই ছাঁচ, শুধু তথ্য বদলাবে।
- প্রতি ক্লায়েন্টের মাস্টার ফাইল: চূড়ান্ত প্রম্পট + ২ উদাহরণ + গার্ডরেল।

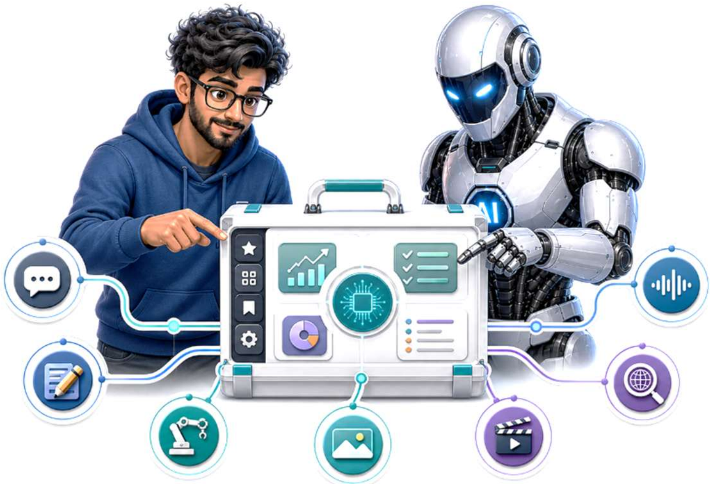

১৪. চ্যাট ও জেনারেল AI

সব কাজের ভিত এই ক্যাটাগরি – লেখা, ভাবা, পরিকল্পনা, কোড, বিশ্লেষণ। আটটা নাম চেনো:

- ChatGPT – সেরা অলরাউন্ডার; লেখা থেকে ছবি, সব এক জায়গায়। শুরু এখানেই।
- Claude – লম্বা ডকুমেন্ট, গভীর বিশ্লেষণ, সূক্ষ্ম লেখায় শক্তিশালী; বড় ফাইল গিলতে পারে।
- Gemini – Google-জগতের রাজা: সার্চ, Gmail, Docs, YouTube-এর সাথে জোড়া; তাজা তথ্যে ভালো।
- Grok – X (টুইটার)-এর সাথে জোড়া; এই মুহূর্তের ট্রেন্ড ধরতে কাজের।
- DeepSeek – ফ্রিতে অবাক করা ক্ষমতা; বাজেট-সচেতনদের গোপন অস্ত্র, কোড-হিসাবে ভালো।
- Copilot – Microsoft-জগতে (Word/Excel) কাজ করলে সেরা সঙ্গী।

- Meta AI – WhatsApp/Facebook-এর ভেতরেই; দ্রুত টুকটাক কাজে।
- Perplexity – উত্তরের সাথে সোর্স-লিংক; “গুগল + AI” এক পাত্রে, ফ্যাক্ট-চেকের প্রথম ঠিকানা।

টুল	ফ্রিতে যা পাবে	পেইডে যা খোলে (≈দাম)
ChatGPT	মূল মডেল সীমিত ব্যবহারে, দিনে কয়েকটা ছবি	সেরা মডেল বেশি লিমিটে, দ্রুত, Deep Research ($20)
Claude	দৈনিক সীমিত মেসেজ	৫ গুণ বেশি ব্যবহার, Projects, বড় ফাইল ($20)
Gemini	মূল মডেল, মোটামুটি উদার লিমিট	সেরা মডেল, Veo ভিডিও, ২TB স্টোরেজ ($20)
Grok	X অ্যাকাউন্টে সীমিত	বেশি লিমিট, আগে নতুন ফিচার ($8-16)
DeepSeek	প্রায় সবকিছুই ফ্রি	API ব্যবহারে সামান্য খরচ
Copilot	মূল চ্যাট ফ্রি	Office অ্যাপের ভেতরে AI ($20)
Meta AI	পুরোটাই ফ্রি	–
Perplexity	দৈনিক সীমিত সার্চ	Pro সার্চ, ফাইল আপলোড, সেরা মডেল ($20)

📋 এই ক্যাটাগরির রেডি প্রম্পট – মডেল-পরীক্ষক

তুমি [যে মডেল]। তোমার আজকের ভার্সনে: (১) তুমি কোন ৩ কাজে সবচেয়ে ভালো, (২) কোন কাজে তোমার বদলে অন্য মডেল ভালো (সৎভাবে), (৩) ফ্রি ভার্সনে আমার দৈনিক লিমিট কেমন। বিজ্ঞাপন না, সৎ উত্তর।

☞ নতুন মডেল পেলেই এটা – সে নিজের ম্যানুয়াল নিজেই বলে।

প্রো-টিপ: পেশাদার সেটআপে তিনটাই যথেষ্ট: প্রধান কাজ এক মডেলে (হাত বসে গেছে যেটায়), যাচাই আরেকটায় (cross-check), তাজা তথ্য Perplexity/Gemini-তে। প্রথম পেইড সাবস্ক্রিপশন নাও সেটারই, যেটায় দিনে সবচেয়ে বেশি সময় কাটে।

► এবার তোমার পালা

একই R-G-C-C-F প্রম্পট তিন মডেলে চালাও – যেটার উত্তর তোমার কাজের ধরনে সেরা, সেটাই “প্রধান মডেল” ঘোষণা করো।

১৫. ইমেজ জেনারেশন

ছবির বাজারে আটটা নাম – আর এখানেই ফ্রি-পেইডের পার্থক্য সবচেয়ে স্পষ্ট:

- ChatGPT Images – ছবির ভেতরে লেখা বসাতে (পোস্টার, ব্যানার) সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য।
- Nano Banana Pro (Gemini) – ফটোরিয়ালিস্টিক ছবি ও প্রোডাক্ট শটে সেরা; নিজের ছবি এডিটেও দুর্দান্ত।
- Midjourney – শৈল্পিক, সিনেমাটিক, মুড-ওয়ালা ছবিতে রাজা।
- FLUX – ওপেন-সোর্স শক্তি; নিজের কম্পিউটারে চালানো বা সূক্ষ্ম কন্ট্রোলের জন্য।
- Leonardo – গেম-আর্ট, ক্যারেক্টার ডিজাইনে জনপ্রিয়; উদার ফ্রি টিয়ার।
- Ideogram – লোগো-টাইপোগ্রাফি ঘরানার ছবিতে বিশেষজ্ঞ।
- Adobe Firefly – লাইসেন্সড ডেটায় ট্রেইনড; বাণিজ্যিক কাজে আইনি নিরাপত্তা (IP indemnity) – ক্লায়েন্ট-কাজে বড় সুবিধা।
- Canva AI – ডিজাইনের ভেতরেই ছবি; আলাদা টুলে না গিয়ে পোস্টার-টেমপ্লেটে সরাসরি।

টুল	ফ্রিতে যা পাবে	পেইডে যা খোলে (≈দাম)
ChatGPT Images	দিনে কয়েকটা ছবি	বেশি ছবি, দ্রুত ($20-এর অংশ)
Nano Banana Pro	Gemini ফ্রিতে সীমিত	বেশি জেনারেশন, হাই-রেজ ($20-এর অংশ)
Midjourney	ফ্রি টিয়ার নেই	মাসে ২০০ ছবি থেকে শুরু ($10+)
FLUX	ওপেন মডেল ফ্রি (নিজে চালালে)	ক্লাউড সার্ভিসে দ্রুত ($10+)
Leonardo	দৈনিক ফ্রি টোকেন	বেশি টোকেন, প্রাইভেট ছবি ($10+)
Ideogram	দৈনিক সীমিত	বেশি জেনারেশন, হাই-রেজ ($8+)
Firefly	মাসিক ফ্রি ক্রেডিট	বেশি ক্রেডিট + Adobe অ্যাপে ($10+)
Canva AI	সীমিত AI ফিচার	Pro-তে পুরো AI স্যুট ($13)

📋 এই ক্যাটাগরির রেডি প্রম্পট – স্টাইল-পরীক্ষা

[একই বিষয় – যেমন: চায়ের কাপ হাতে বৃদ্ধ] তিন স্টাইলে বানাও: (১) photorealistic, soft window light; (২) flat vector illustration, bold colors; (৩) cinematic, dramatic shadows। প্রতিটা আলাদা ছবিতে।

👉 এক প্রম্পটে টুলের রেঞ্জ মাপা – কোন স্টাইলে সে রাজা, ৩ ছবিই বলে দেবে।

💎 **প্রো-টিপ:** ক্লায়েন্টের বাণিজ্যিক কাজে (বিজ্ঞাপন, প্যাকেজিং) Firefly-র আইনি সুরক্ষার কথা জানিয়ে দাও – অনেক বিদেশি ক্লায়েন্ট এটা শুনলেই তোমাকে পেশাদার ভাববে। শখের কাজে যেকোনোটা চলে।

▶ **এবার তোমার পালা**

একই ছবির প্রম্পট ৩টা টুলে চালাও (ChatGPT, Gemini, Leonardo ফ্রিতে) – পার্থক্যের স্ক্রিনশট রাখো, পোর্টফোলিওতে কাজে দেবে।

১৬. ভিডিও জেনারেশন

সবচেয়ে দ্রুত বদলানো ক্যাটাগরি – আর সবচেয়ে খরুচেও। সাতটা নাম:

- Veo 3.1 (Google) – এই মুহূর্তের লিডার; বাস্তবসম্মত দৃশ্য, শব্দসহ ভিডিও।
- Kling 3.5 – চরিত্রের নড়াচড়া-অ্যাকশনে শক্তিশালী, দামে সাশ্রয়ী।
- Runway Gen-4 – এডিটর-বান্ধব; ভিডিও এডিটিং ওয়ার্কফ্লোতে সবচেয়ে ভালো মেশে।
- Pika – মজার ইফেক্ট আর দ্রুত ক্লিপে জনপ্রিয়; শেখার জন্য সহজ।
- Luma – ইমেজ-টু-ভিডিওতে ভালো, স্বপ্নিল ক্যামেরা-মুভমেন্ট।
- Hailuo – কম খরচে ভালো মানের ক্লিপ; বাজেট চ্যানেলের বন্ধু।

- CapCut AI – জেনারেশন না, এডিটিং: অটো-ক্যাপশন, কাট, টেমপ্লেট – শর্টসের প্রাণ।

> ⚠ Sora-র পুরনো টিউটোরিয়াল দেখে সময় নষ্ট কোরো না – OpenAI ২০২৬-এর এপ্রিলে এর কনজিউমার অ্যাপ বন্ধ করে দিয়েছে।

টুল	ফ্রিতে যা পাবে	পেইডে যা খোলে (≈দাম)
Veo 3.1	Gemini-তে সীমিত ক্লিপ	বেশি-লম্বা ক্লিপ, হাই-রেজ ($20-এর অংশ)
Kling 3.5	দৈনিক ফ্রি ক্রেডিট	দ্রুত জেনারেশন, বেশি ক্রেডিট ($10+)
Runway	এককালীন ফ্রি ক্রেডিট	মাসিক ক্রেডিট, Gen-4, টুলসেট ($15+)
Pika	সীমিত ফ্রি	বেশি জেনারেশন, ওয়াটারমার্ক-মুক্ত ($10+)
Luma	দৈনিক সীমিত	দ্রুত, বাণিজ্যিক ব্যবহার ($10+)
Hailuo	দৈনিক ফ্রি ক্রেডিট	বেশি ক্রেডিট ($10)
CapCut	মূল এডিটিং ফ্রি	Pro ইফেক্ট, AI ফিচার ($10)

> **প্রো-টিপ:** খরচ বাঁচানোর মাস্টার-কৌশল: আগে ছবি বানাও (সস্তা/ফ্রি), ছবি পছন্দ হলে সেটাকেই ভিডিওতে অ্যানিমেট করাও (image-to-video)। সরাসরি টেক্সট-টু-ভিডিওর অর্ধেক খরচে দ্বিগুণ নিয়ন্ত্রণ।

► এবার তোমার পালা

Kling বা Hailuo-র ফ্রি ক্রেডিটে একটা ৫-সেকেন্ডের ক্লিপ বানাও – প্রম্পটে ক্যামেরার নড়াচড়া (slow zoom in) উল্লেখ করে।

১৭. ভয়েস ও অডিও

- ElevenLabs – ভয়েসওভারের রাজা; বাস্তব মানুষের মতো কণ্ঠ, বাংলা উচ্চারণও দিন দিন ভালো।
- Suno – লিখে দাও গানের বিষয় আর ধরন – পুরো গান, ভোকালসহ।
- Udio – Suno-র প্রতিদ্বন্দ্বী; কিছু ঘরানায় আরো পরিণত সাউন্ড।
- Murf – কর্পোরেট প্রেজেন্টেশন-ভিডিওর ন্যারেশনে জনপ্রিয়।
- Adobe Podcast – রেকর্ড করা অডিওর নয়েজ-ইকো ম্যাজিকের মতো পরিষ্কার করে – ফ্রি।
- Whisper – কথা থেকে লেখা (transcription); ইন্টারভিউ-মিটিং টেক্সটে নামাতে।

টুল	ফ্রিতে যা পাবে	পেইডে যা খোলে (≈দাম)
ElevenLabs	মাসে ~১০ মিনিট	বেশি মিনিট, ভয়েস ক্লোনিং ($5+)
Suno	দিনে কয়েকটা গান	বেশি গান, বাণিজ্যিক লাইসেন্স ($10)
Udio	মাসিক ফ্রি ক্রেডিট	বেশি ক্রেডিট, লাইসেন্স ($10)
Murf	ট্রায়াল মিনিট	পূর্ণ ভয়েস লাইব্রেরি ($19+)
Adobe Podcast	মূল ক্লিনআপ ফ্রি	–
Whisper	ওপেন-সোর্স, পুরো ফ্রি	–

প্রো-টিপ: ইউটিউব চ্যানেলের বাজেট-সেটআপ: নিজের কণ্ঠে রেকর্ড → Adobe Podcast-এ পরিষ্কার → লাগলে ElevenLabs-এ ইংরেজি ভার্সন। মাসের খরচ প্রায় শূন্য, মান পেশাদার।

► এবার তোমার পালা

নিজের ৩০ সেকেন্ডের একটা রেকর্ডিং Adobe Podcast-এ পরিষ্কার করে আগে-পরে শুনে দেখো।

১৮. রাইটিং সহায়ক

সত্যি কথা আগে: ChatGPT/Claude/Gemini দিয়েই ৯০ ভাগ লেখার কাজ চলে। তবু এই বিশেষায়িত টুলগুলো চেনা দরকার – কারণ ক্লায়েন্টরা এদের নাম বলে, আর কিছু কাজে এরা সত্যিই দ্রুত:

- Jasper – মার্কেটিং-টিমের জন্য বানানো; ব্র্যান্ড-ভয়েস মনে রাখে, ক্যাম্পেইন টেমপ্লেট।
- Copy.ai – সেলস-কপি আর আউটরিচ মেসেজে বিশেষজ্ঞ।
- Grammarly – ইংরেজি লেখার ব্যাকরণ-টোন পাহারাদার; ক্লায়েন্ট-মেসেজে ভুল ঠেকায়।
- QuillBot – প্যারাফ্রেজ আর সামারিতে দ্রুত।
- Rytr – সস্তায় সব-কাজের লেখক; বাজেট বিকল্প।

টুল	ফ্রিতে যা পাবে	পেইডে যা খোলে (≈দাম)
Jasper	৭ দিন ট্রায়াল	পূর্ণ স্যুট ($39+)
Copy.ai	মাসে সীমিত শব্দ	আনলিমিটেড, ওয়ার্কফ্লো ($36+)
Grammarly	মূল ব্যাকরণ ফ্রি	টোন, রি-রাইট, প্লেজিয়ারিজম ($12)
QuillBot	সীমিত প্যারাফ্রেজ	আনলিমিটেড, সব মোড ($10)
Rytr	মাসে সীমিত অক্ষর	আনলিমিটেড ($9)

প্রো-টিপ: ফ্রিল্যান্স-সিক্রেট: বিদেশি ক্লায়েন্টে পাঠানোর প্রতিটা মেসেজ Grammarly ফ্রি দিয়ে একবার ঘুরিয়ে নাও। ভাঙা ইংরেজির একটা মেসেজ যে ক্লায়েন্ট হারায়, সেটা আর ফেরে না।

► **এবার তোমার পালা**

তোমার সার্ভিসের ইংরেজি পরিচিতি (২ লাইন) লিখে Grammarly-তে ঠিক করাও – এটা পরে Fiverr প্রোফাইলে লাগবে।

✓ চেকপয়েন্ট – রাইটিং সহায়ক

- Jasper ব্র্যান্ড-ভয়েসে, Copy.ai সেলস-কপিতে, QuillBot প্যারাফ্রেজে।
- বেশিরভাগ কাজ মূল চ্যাট-মডেলেই হয় – নাম চেনো ক্লায়েন্টের জন্য।
- বিদেশি ক্লায়েন্টের প্রতিটা মেসেজ Grammarly দিয়ে একবার ঘুরিয়ে নাও।

১৯. রিসার্চ ও ডকুমেন্ট

- NotebookLM – নিজের ফাইল-নির্ভর গবেষণা; ক্লায়েন্টের ২০ পাতার ব্রিফ গিলিয়ে প্রশ্ন করো, বাইরের তথ্য মেশাবে না।
- Deep Research (ChatGPT/Gemini) – এক প্রশ্নে ১৫-২০ মিনিট নিজে গবেষণা করে পূর্ণ রিপোর্ট।
- Elicit – একাডেমিক পেপার খোঁজা-সারাংশে বিশেষজ্ঞ; গবেষণাধর্মী কনটেন্টে।
- ChatPDF – PDF ছুড়ে দাও, প্রশ্ন করো – দ্রুততম ডকুমেন্ট-আলাপ।
- DeepL – অনুবাদের সোনার মান; বাংলা কনটেন্ট ইংরেজি বাজারে নেওয়ার সেরা সঙ্গী।

টুল	ফ্রিতে যা পাবে	পেইডে যা খোলে (≈দাম)
NotebookLM	উদার ফ্রি টিয়ার	বেশি নোটবুক-সোর্স ($20-এর অংশ)
Deep Research	মাসে অল্প কয়েকটা	অনেক বেশি রিপোর্ট (মূল সাবস্ক্রিপশনে)
Elicit	মাসিক সীমিত	বেশি পেপার, এক্সপোর্ট ($12)
ChatPDF	দিনে ২-৩ ফাইল	বড়-বেশি ফাইল ($5)
DeepL	সীমিত অনুবাদ	আনলিমিটেড, ফাইল অনুবাদ ($9)

> **প্রো-টিপ:** অনুবাদের দুই-ধাপ সিক্রেট: DeepL-এ অনুবাদ → ChatGPT/Claude-কে দিয়ে "স্থানীয় ভাষাভাষীর মতো স্বাভাবিক" করাও। মেশিন-গন্ধ পুরো চলে যায়।

► এবার তোমার পালা

তোমার সার্ভিসের বাজার নিয়ে একটা Deep Research চালাও – রিপোর্ট রেখে দাও, শেষ ভাগে দাম ঠিক করতে লাগবে।

> **✓ চেকপয়েন্ট – রিসার্চ ও ডকুমেন্ট**
>
> - Deep Research পূর্ণ রিপোর্ট, NotebookLM নিজের সোর্স, ChatPDF দ্রুত আলাপ।
> - DeepL অনুবাদের সোনার মান – বাংলা কনটেন্ট ইংরেজি বাজারে নিতে।
> - দুই-ধাপ: DeepL-এ অনুবাদ → চ্যাট-মডেলে স্বাভাবিক করাও।

২০. ডিজাইন ও প্রেজেন্টেশন

- Canva – সব ডিজাইনের এক দোকান: পোস্ট, থাম্বনেইল, লোগো, প্রেজেন্টেশন – AI ফিচারসহ।
- Gamma – লেখা দাও, পুরো প্রেজেন্টেশন/ওয়েবপেজ বানিয়ে দেয় – অফিস-কাজের জাদু।
- Beautiful.ai – স্লাইড নিজে নিজে সুন্দর করে সাজায়; কর্পোরেট ফিল।
- Figma AI – UI/UX ডিজাইনারদের জগৎ; অ্যাপ-ওয়েব ডিজাইনের পেশাদার মান।
- Looka – ব্র্যান্ড-লোগো প্যাকেজ কয়েক মিনিটে; নতুন ব্যবসার শুরুতে।

টুল	ফ্রিতে যা পাবে	পেইডে যা খোলে (≈দাম)
Canva	হাজারো টেমপ্লেট, সীমিত AI	Pro: পুরো AI, ব্র্যান্ড-কিট ($13)
Gamma	সীমিত ক্রেডিট	আনলিমিটেড, এক্সপোর্ট ($10)
Beautiful.ai	ট্রায়াল	পূর্ণ ফিচার ($12)
Figma	মূল ডিজাইন ফ্রি	টিম-AI ফিচার ($15+)
Looka	প্রিভিউ ফ্রি	লোগো-প্যাক এককালীন ($20+)

প্রো-টিপ: ইনকাম-কম্বো: ChatGPT-তে কনটেন্ট + Canva-তে ডিজাইন – এই দুটোই লোকাল এজেন্সি সার্ভিসের (অধ্যায় ৩৩) সম্পূর্ণ টুলবক্স। Canva Pro-ই সম্ভবত তোমার প্রথম লাভজনক সাবস্ক্রিপশন।

► এবার তোমার পালা

Gamma-তে নিজের সার্ভিসের একটা ৫-স্লাইডের পরিচিতি বানাও – ক্লায়েন্টকে দেখানোর প্রথম অস্ত্র।

✓ চেকপয়েন্ট – ডিজাইন ও প্রেজেন্টেশন

- Canva সবচেয়ে কাজের, Gamma প্রেজেন্টেশনে, Looka লোগোতে, Figma UI-তে।
- ChatGPT (কনটেন্ট) + Canva (ডিজাইন) = লোকাল এজেন্সির পুরো টুলবক্স।
- Canva Pro সম্ভবত তোমার প্রথম লাভজনক সাবস্ক্রিপশন।

২১. অটোমেশন

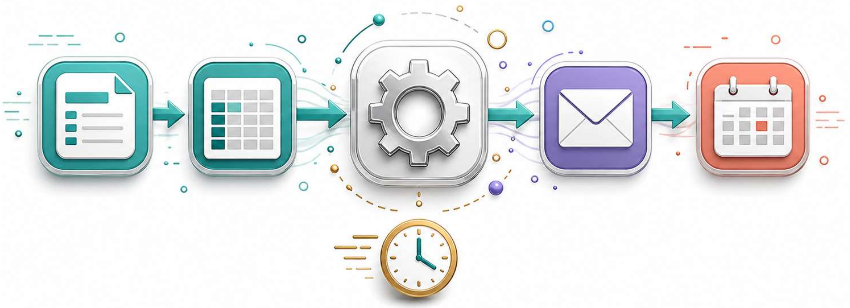

- Zapier – সবচেয়ে সহজ; হাজারো অ্যাপে সেতু। শেখা শুরু এখানেই।
- Make – ভিজ্যুয়াল ফ্লোচার্টে জটিল অটোমেশন; মাঝারি স্তরের সেরা দাম-মান।
- n8n – ফ্রি/ওপেন-সোর্স, নিজের সার্ভারে; এজেন্সি-স্তরের কাজে।
- Custom GPT – ChatGPT-র ভেতরে নিজের সহকারী বানানো; ক্লায়েন্ট-প্রতি একটা।
- Claude Projects – একই ধারণা Claude-এ; ফাইল-জ্ঞানসহ স্থায়ী সহকারী।

টুল	ফ্রিতে যা পাবে	পেইডে যা খোলে (≈দাম)
Zapier	মাসে ১০০ টাস্ক	বেশি টাস্ক, মাল্টি-স্টেপ ($20+)
Make	মাসে ১০০০ অপারেশন	বেশি অপারেশন, দ্রুত ($9+)
n8n	সেলফ-হোস্টে পুরো ফ্রি	ক্লাউড সুবিধা ($20+)
Custom GPT	ব্যবহারে ফ্রি	বানাতে Plus লাগে ($20)
Claude Projects	সীমিত	Pro-তে পূর্ণ ($20)

> **প্রো-টিপ:** অটোমেশন সার্ভিসের সমীকরণ: যে ব্যবসা মাসে ২০ ঘণ্টা হাতের কাজ করে, তাকে ১০ ঘণ্টা বাঁচিয়ে দাও – সে খুশি মনে সেই সময়ের দামের অংশ দেবে। টুল বেচো না, বাঁচানো সময় বেচো।

► এবার তোমার পালা

নিজের সবচেয়ে বিরক্তিকর সাপ্তাহিক কাজ লেখো, AI-কে বলো: “Zapier দিয়ে এটা অটোমেট করার ধাপ সাজাও।”

✓ চেকপয়েন্ট – অটোমেশন

- Zapier সহজ, Make ভিজ্যুয়াল-জটিল, n8n নিজের সার্ভারে ফ্রি।
- Custom GPT / Claude Projects – ক্লায়েন্ট-প্রতি একটা স্থায়ী সহকারী।
- টুল বেচো না, বাঁচানো সময় বেচো।

২২. ওয়েবসাইট ও অ্যাপ

- Wix AI – কথায় বলো কেমন সাইট চাই, বানিয়ে দেয়; নতুনদের সহজতম রাস্তা।
- Framer – আধুনিক, দ্রুত, সুন্দর সাইট; পোর্টফোলিও-ল্যান্ডিং পেজে সেরা।
- Durable – ৩০ সেকেন্ডে ছোট ব্যবসার সাইট; লোকাল ক্লায়েন্টের কাজে।
- Replit – কথায় বলে অ্যাপ/টুল বানানো (vibe coding); আইডিয়া থেকে কাজের সফটওয়্যার।

টুল	ফ্রিতে যা পাবে	পেইডে যা খোলে (≈দাম)
Wix AI	সাবডোমেইনে ফ্রি সাইট	নিজের ডোমেইন, বিজ্ঞাপন-মুক্ত ($17+)
Framer	ফ্রি ড্রাফট	পাবলিশ + ডোমেইন ($10+)
Durable	ট্রায়াল	পূর্ণ সাইট + টুলস ($12+)
Replit	সীমিত ব্যবহার	AI এজেন্ট, হোস্টিং ($20+)

> **প্রো-টিপ:** লোকাল এজেন্সির লুকানো সার্ভিস: Durable/Wix-এ ৩০ মিনিটে দোকানের ওয়েবসাইট বানিয়ে দাও – যে দোকানদার ভাবত ওয়েবসাইট মানে লাখ টাকা, সে-ই তোমার সবচেয়ে খুশি ক্লায়েন্ট হবে।

► **এবার তোমার পালা**

Framer/Wix ফ্রিতে নিজের এক-পাতার পোর্টফোলিও সাইট বানাও – নাম, সার্ভিস, ৩টা কাজের নমুনা, যোগাযোগ।

✅ চেকপয়েন্ট – ওয়েবসাইট ও অ্যাপ

- Wix/Durable দ্রুত ব্যবসার সাইট, Framer সুন্দর ল্যান্ডিং, Replit কথায় অ্যাপ।
- ৩০ মিনিটে দোকানের ওয়েবসাইট – লোকাল ক্লায়েন্টের সবচেয়ে সহজ দরজা।
- আগে নিজের এক-পাতার পোর্টফোলিও বানাও – সেটাই প্রথম নমুনা।

২৩. ইউটিউবারের টুলবক্স

শেষ ক্যাটাগরিটা আলাদা করে রাখলাম, কারণ অধ্যায় ৩০-এর YouTube-রাস্তায় এগুলোই তোমার রোজকার সঙ্গী:

- Descript – লেখা এডিট করলেই ভিডিও এডিট হয়ে যায়; ফিলার-শব্দ (উম, আহ) এক ক্লিকে গায়েব।
- Opus Clip – লম্বা ভিডিও থেকে ভাইরাল-সম্ভাবনার শর্টস নিজে কেটে দেয়।
- VidIQ – কিওয়ার্ড রিসার্চ, ট্রেন্ড, প্রতিযোগী-বিশ্লেষণ – চ্যানেল বড় করার গোয়েন্দা।
- TubeBuddy – ট্যাগ, A/B থাম্বনেইল টেস্ট, বাল্ক এডিট – চ্যানেল-ম্যানেজমেন্টের হাতিয়ার।

টুল	ফ্রিতে যা পাবে	পেইডে যা খোলে (≈দাম)
Descript	মাসে ১ ঘণ্টা ট্রান্সক্রিপশন	বেশি ঘণ্টা, AI ফিচার ($12+)
Opus Clip	মাসিক সীমিত মিনিট	বেশি মিনিট, ব্র্যান্ড টেমপ্লেট ($15)
VidIQ	মূল স্ট্যাটস ফ্রি	কিওয়ার্ড-AI টুলস ($10+)
TubeBuddy	মূল ফিচার ফ্রি	A/B টেস্ট, বাল্ক টুলস ($9+)

প্রো-টিপ: চ্যানেলের শুরুতে সব টুল কিনো না – প্রথম ১০ ভিডিও পর্যন্ত সব ফ্রি টিয়ারে চলে। মনিটাইজেশনের কাছাকাছি গেলে প্রথমে VidIQ, তারপর Opus Clip নাও – এই ক্রমে টাকা উঠে আসে সবচেয়ে দ্রুত।

► **এবার তোমার পালা**

VidIQ ফ্রি ইনস্টল করে তোমার পছন্দের একটা চ্যানেল খুলে দেখো – কোন ভিডিওগুলো তাদের সেরা পারফর্মার, আর কেন।

✓ ভাগ ৪ চেকপয়েন্ট: ৫৫+ টুল, ১০ ক্যাটাগরি – কে কোন কাজে সেরা আর টাকাটা কখন দেওয়া বুদ্ধিমানের, দুটোই এখন তোমার হাতে। মনে রেখো: টুল বদলাবে, কিন্তু ৫-মিনিট চেকলিস্ট (অধ্যায় ১৪) কখনো পুরনো হবে না।

ভাগ ৫ – কাজের মাস্টারক্লাস

টুল চেনা শেষ, এবার ওস্তাদি

ভাগ ৪-এ টুল চিনেছ, এবার সেগুলো দিয়ে পেশাদার মানের কাজ বের করার পালা। এই ভাগে ইমেজ, ভিডিও, স্ক্রিপ্ট, ভয়েস আর অটোমেশন – প্রতিটি কাজের হাতে-কলমে মাস্টারক্লাস পাবে, রেডি প্রম্পটসহ। এই ভাগ শেষে তোমার হাতে থাকবে বিক্রি করার মতো দক্ষতা।

২৪. ইমেজ জেনারেশন মাস্টারি

টুল চেনা আর ওস্তাদ হওয়া এক জিনিস না। এই অধ্যায়ে ছবির প্রম্পটের পুরো ব্যাকরণ – যেটা জানলে যেকোনো ইমেজ টুলে তুমি রাজা।

ছবির প্রম্পটের ৭ উপাদান

বাক্য না, উপাদানের তালিকা জেতে: বিষয় + অ্যাকশন + পরিবেশ + আলো + স্টাইল + ক্যামেরা-অ্যাঙ্গেল + রঙের মেজাজ। ইংরেজিতে লিখলে ফলাফল সাধারণত আরেকটু নিখুঁত।

📋 মাস্টার ইমেজ-টেমপ্লেট

[Subject – কী/কে], [action – কী করছে], [environment – কোথায়], [lighting – soft morning light / dramatic / studio], [style – photorealistic / flat illustration / cinematic / 3D render], [camera – close-up / wide shot / top view], [color mood]. Text on image: "[লেখা লাগলে]"

👉 প্রতিটা কমা একেকটা কন্ট্রোল-নব – যত ভরবে, তত কল্পনার কাছাকাছি।

ক্যারেক্টার কনসিসটেন্সি – এক চরিত্র বারবার

গল্প-ভিডিও বা ব্র্যান্ড-ক্যারেক্টারে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ: প্রতি ছবিতে চরিত্রের চেহারা এক রাখা। কৌশল: প্রথমে চরিত্রের বিস্তারিত বর্ণনা-শিট বানাও, প্রতিটা প্রম্পটে হুবহু সেই বর্ণনা কপি করো।

📋 ক্যারেক্টার-শিট টেমপ্লেট

Character sheet: [নাম] – [বয়স] বছর, [গায়ের রং/গড়ন], [চুল], [পোশাক – নির্দিষ্ট রং-স্টাইল], [বিশেষ চিহ্ন]। Style: [ধরন]। এই বর্ণনা হুবহু রেখে এবার আঁকো: [নতুন দৃশ্য]।

👉 বর্ণনা-শিটটা ফাইলে সেভ করো – প্রতি দৃশ্যে কপি-পেস্ট। এটাই কনসিসটেন্সির ৯০ ভাগ।

এডিট আর রিটাচ

নতুন ছবি না বানিয়ে আগেরটা বদলাও: “একই ছবি, শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা করো” / “লেখাটা বড় করো, বাকি সব অক্ষত।” Nano Banana Pro এই কাজে সবচেয়ে বাধ্য। নিজের তোলা ছবিও দাও – “এই প্রোডাক্ট ফটোর আলো ঠিক করো, স্টুডিও-লুক দাও।”

> **প্রো-টিপ:** ক্লায়েন্ট-কাজে এক ছবির ৪ ভ্যারিয়েশন বানিয়ে বাছতে দাও। মানুষ “বানিয়ে দাও”-এর চেয়ে “বেছে নিন”-এ দ্বিগুণ খুশি – রিভিশন-চক্কর অর্ধেক কমে।

► এবার তোমার পালা

একটা ক্যারেক্টার-শিট বানাও, তারপর সেই চরিত্রের ৩টা ভিন্ন দৃশ্য জেনারেট করো – চেহারা কতটা এক থাকলো দেখো।

২৫. ভিডিও জেনারেশন মাস্টারি

ভিডিওর প্রম্পটে ছবির সব নিয়ম খাটে, তার ওপর যোগ হয় দুটো নতুন ভাষা: ক্যামেরার নড়াচড়া আর সময়।

ক্যামেরার শব্দভাণ্ডার

- slow push-in / zoom in – দৃশ্যের ভেতরে ঢোকা (আবেগ বাড়ায়)
- drone shot / aerial view – ওপর থেকে (স্কেল দেখায়)
- handheld – কাঁপা-কাঁপা বাস্তব ফিল (ডকুমেন্টারি)
- orbit / pan left – বিষয়কে ঘিরে ঘোরা (প্রোডাক্ট শো)
- static shot – স্থির ক্যামেরা (শান্ত, প্রিমিয়াম)

📋 মাস্টার ভিডিও-টেমপ্লেট

[Scene – কে, কী করছে], [location], [camera – slow push-in / drone / handheld], [lighting & mood], [style – cinematic / documentary], duration: [৫-১০] seconds. No text overlay.

☞ "No text overlay" লিখতে ভুলো না – নাহলে টুল নিজে থেকে অক্ষর বসিয়ে ছবি নষ্ট করে।

সিন-বাই-সিন পদ্ধতি (লম্বা ভিডিওর সিক্রেট)

AI এখনো এক টানে ২ মিনিটের ভিডিও ভালো বানায় না – কিন্তু ৮ সেকেন্ডের ১৫টা নিখুঁত ক্লিপ বানায়। তাই পেশাদার ওয়ার্কফ্লো: স্ক্রিপ্ট → প্রতি দৃশ্যের শট-লিস্ট → ক্লিপ জেনারেট → এডিটরে (CapCut) জোড়া। শট-লিস্টটাও AI-ই বানাবে:

📋 শট-লিস্ট টেমপ্লেট

এই স্ক্রিপ্ট/গল্পটা পড়ো: [পেস্ট]। এটাকে [১০]টা ভিডিও-শটে ভাঙো। প্রতিটার জন্য দাও: শট নম্বর, দৃশ্যের বর্ণনা (ভিডিও-প্রম্পট আকারে, ইংরেজিতে), ক্যামেরা মুভমেন্ট, কত সেকেন্ড। টেবিলে।

☞ এই এক প্রম্পটে পুরো ভিডিওর প্রোডাকশন-প্ল্যান রেডি – বাকি শুধু জেনারেট আর জোড়া।

প্রো-টিপ: চরিত্র-ওয়ালা ভিডিওতে অধ্যায় ২৪-এর ক্যারেক্টার-শিট + image-to-video একসাথে ব্যবহার করো: আগে চরিত্রের ছবি বানাও, তারপর সেই ছবি দিয়ে ভিডিও – চেহারা বদলায় না।

► এবার তোমার পালা

একটা ৩০-সেকেন্ডের গল্প ভাবো → শট-লিস্ট টেমপ্লেট চালাও → প্রথম ২টা শট ফ্রি ক্রেডিটে জেনারেট করো।

২৬. স্ক্রিপ্ট রাইটিং মাস্টারি

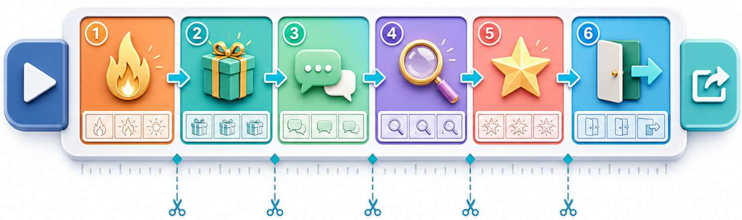

ভিডিওর প্রাণ ভিজ্যুয়াল না – স্ক্রিপ্ট। দর্শক থাকবে কি পালাবে, সেটা প্রথম ১৫ সেকেন্ডের লেখাই ঠিক করে। চার ধরনের স্ক্রিপ্টের চার ছাঁচ:

লং ভিডিওর কাঠামো (৮-১২ মিনিট)

হুক (০-১৫ সেকেন্ড: প্রশ্ন/চমক) → ওয়াদা (কী জানবে) → মূল অংশ (৩-৫ পয়েন্ট, প্রতিটায় গল্প-তথ্য-ভিজ্যুয়াল) → চূড়া (সবচেয়ে বড় চমক শেষের দিকে) → আউটরো (পরের ভিডিওতে টান)।

📋 লং-ভিডিও স্ক্রিপ্ট টেমপ্লেট

তুমি একজন ডকুমেন্টারি স্ক্রিপ্ট রাইটার। বিষয়: [টপিক]। দর্শক: [কারা]। [৮] মিনিটের স্ক্রিপ্ট লিখো – কাঠামো: হুক (১৫ সেকেন্ডে দর্শক আটকাবে) → ওয়াদা → [৪]টা মূল অংশ → চূড়ান্ত চমক → আউটরো। ফরম্যাট: টেবিল – [সময়] | [ভয়েসওভার, কথ্য বাংলায়] | [স্ক্রিনে কী দেখাবে]। প্রতি ৩০ সেকেন্ডে ভিজ্যুয়াল বদলাবে।

👉 "কথ্য বাংলায়" শব্দটা জরুরি – নাহলে বইয়ের ভাষায় লিখবে, যেটা কানে বাজে।

শর্টসের কাঠামো (৩০-৬০ সেকেন্ড)

📋 শর্টস স্ক্রিপ্ট টেমপ্লেট

[টপিক] নিয়ে ৪৫ সেকেন্ডের শর্টস স্ক্রিপ্ট। নিয়ম: প্রথম ৩ সেকেন্ডে এমন লাইন যা স্ক্রল থামায়, প্রতি ৭-৮ সেকেন্ডে নতুন তথ্য/মোড়, শেষ লাইনে হয় চমক নয় প্রশ্ন (কমেন্ট টানতে)। ফরম্যাট: [সেকেন্ড] | [কথা] | [স্ক্রিনে]।

👉 শর্টসে হুক-ই সব – ৩ সেকেন্ডে না ধরলে বাকি ৪২ সেকেন্ড কেউ দেখে না।

হুক-ফ্যাক্টরি

📋 ১০ হুকের টেমপ্লেট

[টপিক]-এর ভিডিওর জন্য ১০টা ভিন্ন ধাঁচের হুক লিখো: ২টা প্রশ্ন দিয়ে, ২টা চমকে-দেওয়া তথ্য দিয়ে, ২টা ভুল-ভাঙানো ("যা জানো তা ভুল..."), ২টা গল্পের শুরু দিয়ে, ২টা সংখ্যার দাবি দিয়ে। প্রতিটা সর্বোচ্চ ২ বাক্য, কথ্য বাংলায়।

☞ প্রতি ভিডিওতে ১০টা থেকে সেরাটা বাছো – হুক নিয়ে জুয়া খেলো না।

প্রো-টিপ: স্ক্রিপ্ট লেখার পর নিজে একবার জোরে পড়ো, টাইমার ধরে। যেখানে জিভ আটকায় সেখানে বাক্য ভাঙো – লেখার বাংলা আর বলার বাংলা এক না।

► এবার তোমার পালা

তোমার পছন্দের একটা টপিকে লং-ভিডিও টেমপ্লেট চালাও, তারপর হুক-ফ্যাক্টরি দিয়ে সেরা হুক বাছাই করো।

অতিরিক্ত কৌশল – রিটেনশন ম্যাপ দিয়ে স্ক্রিপ্ট পরীক্ষা

ভালো স্ক্রিপ্ট শুধু তথ্যপূর্ণ হলেই চলে না; দর্শক কোন মুহূর্তে আগ্রহ হারাতে পারে, সেটাও আগে থেকে ধরতে হয়। স্ক্রিপ্টকে ১৫ সেকেন্ডের ছোট অংশে ভাগ করে প্রতিটি অংশে নতুন তথ্য, প্রশ্ন, দৃশ্য বদল বা আবেগের মোড় আছে কি না পরীক্ষা করো।

প্রথম ৩ সেকেন্ডে প্রতিশ্রুতি, মাঝখানে প্রতি ১০-১৫ সেকেন্ডে নতুন কৌতূহল, আর শেষের আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রাখো। একই কথা ঘুরিয়ে বলা, দীর্ঘ ভূমিকা এবং পরপর কয়েকটি ব্যাখ্যামূলক বাক্য থাকলে দর্শক দ্রুত স্ক্রল করে চলে যায়।

📋 রিটেনশন-চেক প্রম্পট

নিচের স্ক্রিপ্টটি ১৫ সেকেন্ডের অংশে ভাগ করে বিশ্লেষণ করো। প্রতিটি অংশে লিখবে: (১) দর্শক কেন থাকবে, (২) কোথায় আগ্রহ কমতে পারে, (৩) কীভাবে ছোট করা বা নতুন মোড় যোগ করা যায়। শেষে সর্বোচ্চ রিটেনশনের জন্য সংশোধিত স্ক্রিপ্ট দাও। স্ক্রিপ্ট: [পেস্ট করো]

২৭. ভয়েসওভার ও মিউজিক

ন্যারেশনের নির্দেশনা

ElevenLabs-ধরনের টুলে শুধু লেখা দিলে রোবট-রোবট শোনায়। কণ্ঠের নির্দেশনা দাও: গতি, আবেগ, বিরতি। লেখাতেই বিরাম-চিহ্ন দিয়ে অভিনয় ঢোকাও – ড্যাশ মানে থামা, প্রশ্নবোধক মানে সুর ওঠা।

> 📋 ভয়েসওভার-রেডি স্ক্রিপ্ট টেমপ্লেট
>
> **এই স্ক্রিপ্টটা ভয়েসওভারের জন্য প্রস্তুত করো: [স্ক্রিপ্ট]। কাজ: (১) লম্বা বাক্য ভেঙে বলার মতো ছোট করো, (২) যেখানে নাটকীয় বিরতি দরকার সেখানে – ড্যাশ বসাও, (৩) জোর দেওয়ার শব্দগুলো চিহ্নিত করো, (৪) কঠিন উচ্চারণের শব্দ সহজ প্রতিশব্দে বদলাও।**
>
> *👉 এই এক ধাপে রেকর্ডিং-মান এক লাফে পেশাদার হয়ে যায় – নিজের কণ্ঠে পড়লেও।*

মিউজিকের হুকুম

📋 Suno/Udio মিউজিক-টেমপ্লেট

[Genre – cinematic / lo-fi / upbeat corporate], [mood – inspiring / mysterious / calm], [instruments – piano, strings, soft drums], [tempo – slow/medium], instrumental only, no vocals, loopable background music for [YouTube documentary / vlog / ad].

☞ "instrumental only, no vocals" না লিখলে গান গেয়ে ফেলবে – ব্যাকগ্রাউন্ডে কথা-ওয়ালা গান ভিডিওর ভয়েসের সাথে মারামারি করে।

💎 **প্রো-টিপ:** এক চ্যানেলে সব ভিডিওতে একই ঘরানার মিউজিক রাখো – শ্রোতার কানে চ্যানেলের একটা "সাউন্ড-পরিচয়" তৈরি হয়, যেটা ব্র্যান্ডের অংশ।

► এবার তোমার পালা

অধ্যায় ২৬-এর স্ক্রিপ্টটা ভয়েসওভার-রেডি করাও, আর তার জন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ট্র্যাক বানাও – জোড়া লাগিয়ে শোনো।

২৮. থাম্বনেইল ও ডিজাইন

নির্মম সত্যি: দুনিয়ার সেরা ভিডিওও মরে যায় বাজে থাম্বনেইলে। থাম্বনেইল = ভিডিওর বিজ্ঞাপন, আর এর একটাই কাজ – ক্লিক করানো (CTR বাড়ানো)।

ক্লিক-টানা থাম্বনেইলের ৫ নিয়ম

- এক ছবি, এক গল্প – একটা মুখ বা একটা বস্তু, ঠাসাঠাসি না
- বড় আবেগ – অবাক/ভয়/আনন্দের মুখভঙ্গি ছোট স্ক্রিনেও পড়া যায়
- সর্বোচ্চ ৩-৪ শব্দ – টাইটেলের পুনরাবৃত্তি না, টাইটেলের সম্পূরক
- উজ্জ্বল কনট্রাস্ট – ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিষয় আলাদা ফুটবে
- কৌতূহলের ফাঁক – পুরো উত্তর দেখাবে না, প্রশ্ন জাগাবে

🗒 থাম্বনেইল-প্রম্পট টেমপ্লেট

YouTube thumbnail, [মূল বিষয় – expressive face / object] with [আবেগ/অবস্থা], [উজ্জ্বল এক-রঙা] background, dramatic lighting, bold composition with empty space on [left/right] for text, high contrast, eye-catching, 16:9. Text overlay: "[৩–৪ শব্দ, বাংলায়]"

☞ লেখার জায়গা ফাঁকা রাখতে বলাটা সিক্রেট – পরে Canva-তে ঝকঝকে বাংলা লেখা বসাবে, AI-এর ভাঙা বাংলার ভরসায় থেকো না।

প্রো-টিপ: প্রতি ভিডিওর ২টা থাম্বনেইল বানাও, TubeBuddy-র A/B টেস্টে দুটোই চালাও – দর্শকই বলে দেবে কোনটা জেতে। অনুমান না, ডেটা।

▶ এবার তোমার পালা

তোমার ভাবা ভিডিওটার ২টা ভিন্ন কনসেপ্টের থাম্বনেইল বানাও – একটায় মুখ, একটায় বস্তু। পরিচিত ৫ জনকে দেখিয়ে ভোট নাও।

২৯. এজেন্ট ও অটোমেশন মাস্টারি

ভাগ ৪-এ টুল চিনেছ (Zapier, Make, Custom GPT) – এবার ব্যবহারের ওস্তাদি। এজেন্ট মানে: তুমি লক্ষ্য দাও, সে নিজে ধাপ ঠিক করে, টুল চালায়, কাজ শেষ করে জানায়। আর এজেন্ট যত স্বাধীন, তোমার ব্রিফ তত জরুরি – ভুল ব্রিফে এজেন্ট ভুল কাজ দ্বিগুণ গতিতে করে!

> 📋 **এজেন্ট-ব্রিফ টেমপ্লেট**
>
> **লক্ষ্য: [শেষে ঠিক কী চাই]। সীমানা: [কী করবে না, কত খরচ/সময়ের মধ্যে]। ধাপে ধাপে এগোও, প্রতিটা বড় সিদ্ধান্তের আগে এক লাইনে জানাবে, আর অনিশ্চিত হলে থেমে জিজ্ঞেস করবে – আন্দাজে এগোবে না।**
>
> *👉 শেষ শর্তটাই এজেন্ট-যুগের সিটবেল্ট: "অনিশ্চিত হলে থামো।"*

ক্লায়েন্ট-প্রতি কাস্টম সহকারী

Custom GPT বা Claude Project-এ প্রতি ক্লায়েন্টের জন্য একটা করে সহকারী বানাও – ভেতরে একবার লিখে দাও তার ব্যবসার তথ্য, ব্র্যান্ড-ভয়েস, নিয়ম, উদাহরণ। এরপর রোজ শুধু কাজটা বলবে – বাকি সব সে জানে। ক্লায়েন্ট বাড়লেও তোমার সময় বাড়বে না – এটাই এক-মানুষের-এজেন্সির ইঞ্জিন।

📋 কাস্টম সহকারীর সংবিধান (একবার সেট করো)

তুমি [ক্লায়েন্ট/ব্যবসা]-র ডেডিকেটেড সহকারী। প্রেক্ষাপট: [ব্যবসা, ক্রেতা, লক্ষ্য ৩ লাইনে]। ভাষার ধরন: [উদাহরণসহ]। সবসময় মানবে: [৩ নিয়ম]। কখনো করবে না: [৩ নিষেধ]। প্রতিটা উত্তরের শেষে জিজ্ঞেস করবে – “এটা কি চূড়ান্ত করার মতো হলো?”

☞ এটাই “ডিজিটাল কর্মচারীর নিয়োগপত্র” – যত্ন করে লেখো, মাসের পর মাস ফল দেবে।

প্রো-টিপ: এজেন্টকে নতুন কাজ দিলে ছোট সংস্করণে পরীক্ষা: “আগে ১টা করে দেখাও, ঠিক থাকলে বাকি ১০টা।” বড় ভুলের দাম বড়, ছোট ভুলের দাম শেখা।

► এবার তোমার পালা

আজই একটা Custom GPT/Claude Project খোলো নিজের ব্যবসার নামে – সংবিধান সেট করে একটা কাজ দিয়ে পরীক্ষা করো।

✓ ভাগ ৫ চেকপয়েন্ট: ইমেজ-ভিডিও-স্ক্রিপ্ট-ভয়েস-থাম্বনেইল-এজেন্ট – ছয় কারিগরি এখন হাতের মুঠোয়। সামনের প্রতিটা ইনকাম-রাস্তা এই ছয়টারই সাজানো প্রয়োগ।

বিশেষ অধ্যায়: কপিরাইট, নিরাপত্তা ও খরচের হিসাব

ইনকামের ভাগে ঢোকার আগে তিনটা জিনিস পরিষ্কার করে নাও – এগুলো না জানলে আয়ের চেয়ে ক্ষতি বেশি হতে পারে।

১. কপিরাইট – কী করা যাবে, কী যাবে না

- অন্যের তৈরি ক্যারেক্টার, লোগো, সেলিব্রিটির চেহারা, ব্র্যান্ডের নকল – বিক্রির কাজে কখনোই না; অ্যাকাউন্ট ব্যান + আইনি ঝুঁকি।
- AI-জেনারেটেড কনটেন্টের মালিকানা-আইন দেশভেদে এখনো ধোঁয়াশা – তাই ক্লায়েন্ট-চুক্তিতে লিখে দাও কে কী অধিকার পাচ্ছে।
- বাণিজ্যিক নিরাপত্তা দরকার হলে Adobe Firefly-ধরনের লাইসেন্সড-ডেটা টুল ব্যবহার করো (অধ্যায় ১৫) – বিদেশি ক্লায়েন্ট এটা শুনলেই ভরসা পায়।
- যে টুলে বানাও, তার লাইসেন্স-পাতা একবার পড়ো: ফ্রি প্ল্যানে অনেক সময় বাণিজ্যিক ব্যবহার নিষেধ – পেইডে খোলে।

২. ডেটা-নিরাপত্তা – ক্লায়েন্টের আমানত

- ক্লায়েন্টের গোপন তথ্য (দাম-তালিকা, কাস্টমার-লিস্ট, চুক্তি) AI-তে দেওয়ার আগে অনুমতি নাও – অনেক কোম্পানির নীতিতে এটা নিষেধ।
- পাসওয়ার্ড, ব্যাংক-তথ্য, জাতীয় পরিচয়ের নম্বর – নিজের হোক বা ক্লায়েন্টের – কোনো AI-তে কখনো না।
- সংবেদনশীল কাজে টুলের সেটিংসে "ডেটা ট্রেনিংয়ে ব্যবহার" বন্ধ করা যায় কিনা দেখো – পেশাদারি এখানেই।

৩. খরচের হিসাব – কখন কী কিনবে

সোনার নিয়ম আবারো: ইনকামের আগে খরচ না। ধাপগুলো এমন – মাস ১-২: সব ফ্রি টিয়ারে (এই বইয়ের সবকিছু ফ্রিতে শেখা যায়)। প্রথম আয়ের পর: যে টুলে দিনে সবচেয়ে বেশি সময় কাটে, তার পেইড (~$২০)। এজেন্সি/চ্যানেল দাঁড়ালে: Canva Pro + একটা ভিডিও/ভয়েস টুল – মাসে $৪০-৬০-এর মধ্যে পূর্ণ পেশাদার সেটআপ, এর বেশি লাগে না। প্রতি সাবস্ক্রিপশনের পাশে লিখে রাখো সে মাসে কত আয় করালো – তিন মাস শূন্য হলে বাদ।

> **প্রো-টিপ:** ক্লায়েন্টের প্রজেক্টে টুল-খরচ লাগলে (যেমন প্রিমিয়াম ভিডিও-ক্রেডিট) সেটা আলাদা লাইন-আইটেমে চার্জ করো – নিজের পকেট থেকে না। পেশাদাররা খরচ pass-through করে, শখেররা লোকসান গোনে।

► এবার তোমার পালা

তোমার এখনকার সব AI-খরচের লিস্ট করো (থাকলে)। প্রতিটার পাশে লেখো: এটা মাসে কত টাকা ফেরত আনছে? উত্তর “জানি না” হলে – এ মাসেই হিসাব চালু।

শেষ ভাগ – ১০টা বিজনেস, ১০০টা সার্ভিস

প্রতিটা A থেকে Z – রেডি প্রম্পটসহ

এতদূর এসেছ মানে ভিত মজবুত। এবার আসল ওয়াদা – Your Way from Skill to Dollar। সামনে ১০টা বিজনেস ক্যাটাগরি, প্রতিটার ভেতরে ১০টা করে সার্ভিস – মোট ১০০টা ব্যবসার দরজা। ১০০টা আলাদা করে শেখাতে হবে না, কারণ এই বইয়ের সবচেয়ে বড় সিক্রেট:

> 🔁 বদল-কৌশল (Swap Trick): প্রতি ক্যাটাগরিতে একটা মাস্টার-পথ শেখানো হবে পুরো A-Z প্রম্পটসহ। প্রম্পটের [ব্র্যাকেটে] সার্ভিসের নাম বদলালেই একই ছাঁচে বাকি ৯টা চলবে – "YouTube"-এর জায়গায় "TikTok", "লোগো"-র জায়গায় "বুক কভার"। একটা পথ শেখো, দশটা ব্যবসা পাও।

প্রতিটা অধ্যায় একই ছাঁচে: কী বেচবে → মাস্টার-পথ (ধাপ + প্রম্পট) → বদল-বক্স → টাকা কোথা থেকে, বাস্তব রেঞ্জ। সব পড়ো, শুরু করবে একটা দিয়ে – বাছাইয়ের নিয়ম অধ্যায় ৪০-এ।

> ⚠ বাস্তবতার শর্ত: কোনো রাস্তাই "রাতারাতি ডলার" না – প্রতিটায় ২-৬ মাসের লেগে থাকা লাগে। যে কোর্স/অ্যাপ গ্যারান্টি দেয় আর আগে টাকা চায়, সে-ই ঠক।

৩০. ⭑ কনটেন্ট বিজনেস – YouTube, Facebook, TikTok

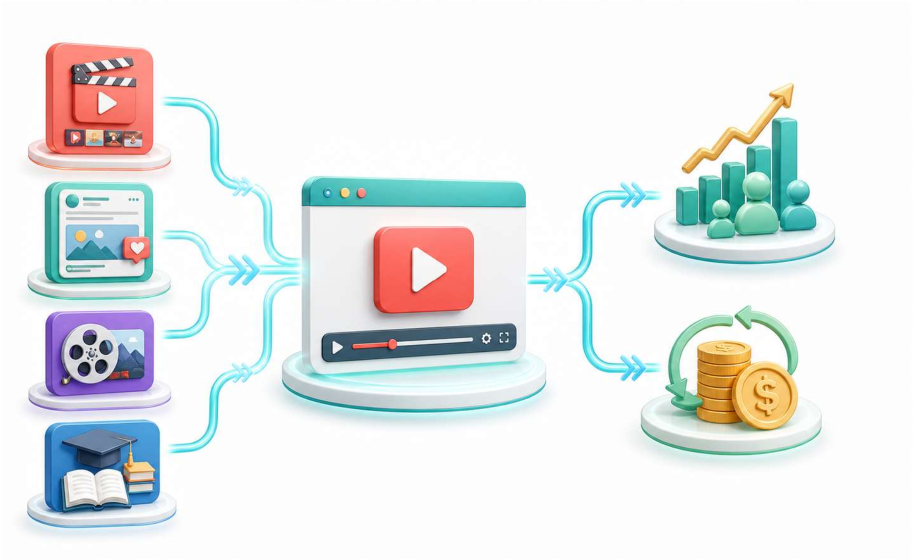

হিরো অধ্যায় – কারণ কনটেন্ট একমাত্র রাস্তা যেখানে একটা ভালো ভিডিও বছরের পর বছর আয় করে। মাস্টার-পথ: একটা faceless YouTube চ্যানেল। বদল-কৌশলে একই পথ Facebook Reels পেজ, TikTok, নিউজ, ডকুমেন্টারি, কিডস, এডুকেশনাল – সবখানে চলবে।

ধাপ ১: নিশ বাছাই (সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত)

নিশ = চ্যানেলের বিষয়-জগৎ। তিন শর্ত মিলতে হবে: তোমার আগ্রহ + দর্শকের চাহিদা + বিজ্ঞাপনদাতার টাকা।

📋 নিশ-ফাইন্ডার প্রম্পট

তুমি একজন [YouTube] স্ট্র্যাটেজিস্ট। আমার আগ্রহ: [৩-৫টা বিষয়]। দক্ষতা: [কী পারি]। সময়: সপ্তাহে [ঘণ্টা]। ৫টা faceless [চ্যানেল]-নিশ সাজাও – টেবিলে: নিশ, কেন আমার সাথে মানায়, দর্শক-চাহিদা, বিজ্ঞাপন-আয়ের সম্ভাবনা, প্রথম ১০ ভিডিওর দিক। শেষে একটা বেছে কারণ বলো।

👉 [YouTube]-এর জায়গায় TikTok/Facebook বসালেই সেই প্ল্যাটফর্মের নিশ-বিশ্লেষণ পাবে।

ধাপ ২: চ্যানেলের পরিচয়

📋 চ্যানেল-আইডেন্টিটি প্রম্পট

আমার নিশ: [নিশ], প্ল্যাটফর্ম: [YouTube]। দাও: (১) ১০টা চ্যানেল-নাম – ছোট, মনে থাকার মতো, সার্চ-বান্ধব; (২) বাছাই নামের About-বর্ণনা ১০০ শব্দে, কিওয়ার্ডসহ; (৩) লোগো ও ব্যানারের ইমেজ-প্রম্পট (ইংরেজিতে, অধ্যায় ২৪-এর ছাঁচে); (৪) এক লাইনের ট্যাগলাইন।

👉 এক প্রম্পটে পুরো ব্র্যান্ড-প্যাকেজ – লোগো-ব্যানার ইমেজ টুলে বানিয়ে বসাও।

ধাপ ৩: ৩০ ভিডিওর ক্যালেন্ডার

> 📋 কনটেন্ট-ক্যালেন্ডার প্রম্পট
>
> **নিশ: [নিশ], প্ল্যাটফর্ম: [YouTube]। প্রথম ৩০টা [ভিডিও]-র প্ল্যান – টেবিলে: ক্লিক-টানা টাইটেল (বাংলায়), এক লাইনে বিষয়, কেন দর্শক দেখবে, সার্চ-কিওয়ার্ড। সাজানো: প্রথম ১০ প্রমাণিত-জনপ্রিয় ধাঁচ, মাঝের ১০ ট্রেন্ড-ঘেঁষা, শেষ ১০ ইউনিক এক্সপেরিমেন্ট।**
>
> *👉 ৩০টা রেডি = ৩ মাসের খোরাক – "আজ কী বানাবো" রোগ চিরতরে শেষ।*

ধাপ ৪: প্রোডাকশন-চক্র (মাস্টারক্লাসের প্রয়োগ)

প্রতি ভিডিও: স্ক্রিপ্ট (অধ্যায় ২৬) → ভয়েসওভার (অধ্যায় ২৭) → ভিজ্যুয়াল (অধ্যায় ২৪-২৫, শট-লিস্ট প্রম্পটে) → এডিটিং (CapCut: জোড়া, ক্যাপশন, মিউজিক) → থাম্বনেইল (অধ্যায় ২৮)। প্রথম ভিডিওতে পুরো দিন, দশম ভিডিওতে ৩-৪ ঘণ্টা – গতিই দক্ষতার প্রমাণ।

ধাপ ৫: আপলোড-প্যাকেজ (SEO)

> 📋 আপলোড-প্যাকেজ প্রম্পট
>
> **ভিডিও: [বিষয় ২ লাইনে], প্ল্যাটফর্ম: [YouTube], কিওয়ার্ড: [কিওয়ার্ড]। দাও: (১) ৫টা টাইটেল ৬০ অক্ষরে – কৌতূহল + কিওয়ার্ড; (২) ডেসক্রিপশন ১৫০ শব্দে – প্রথম ২ লাইনে হুক, শেষে সাবস্ক্রাইবের ডাক; (৩) ১৫টা ট্যাগ; (৪) পিন-কমেন্ট – দর্শককে প্রশ্ন করে।**
>
> *👉 প্রতি আপলোডে এই এক প্রম্পট – SEO-র ৯০ ভাগ ২ মিনিটে।*

রুটিন, টাকা ও বাস্তব রেঞ্জ

রুটিন: সপ্তাহে ১ লং + ২-৩ শর্টস (লং থেকে Opus Clip-এ কাটা) – ৯০ দিন টানো, অ্যালগরিদম ধারাবাহিকতা পুরস্কার দেয়। আয়ের উৎস: বিজ্ঞাপন (YouTube শর্ত: ১,০০০ সাবস্ক্রাইবার + ৪,০০০ ঘণ্টা; ইংরেজি-নিশে আয় ৫-১০ গুণ), স্পনসরশিপ (১০-২০ হাজার সাবস্ক্রাইবারেই শুরু), অ্যাফিলিয়েট (AI-টুলে রিকারিং ২০-৪০%), আর নিজের প্রোডাক্ট/সার্ভিস (অধ্যায় ৩৫-৩৬)। রেঞ্জ: মাস ১-৩ শূন্য (স্বাভাবিক), মাস ৪-৮-এ $৫০-৫০০, বছর পেরোলে $৫০০-৩,০০০+।

> 🔁 বদল-কৌশল – একই ছাঁচে এই ব্যবসাগুলোও: Facebook Reels পেজ, TikTok চ্যানেল, নিউজ চ্যানেল, ডকুমেন্টারি, কিডস স্টোরি, এডুকেশনাল, টেকনোলজি, এন্টারটেইনমেন্ট – সবই [নিশ] আর [প্ল্যাটফর্ম] বদলের খেলা; শুধু কিডস কনটেন্টে প্ল্যাটফর্মের শিশু-নীতিমালা পড়ে নিও – প্রম্পটের [ব্র্যাকেটে] শুধু সার্ভিসের নামটা বদলাও, বাকি সব হুবহু চলবে।

কমন ৩ ভুল – আগেই জেনে রাখো

- নিশ ছাড়া "সব বিষয়ের" চ্যানেল – অ্যালগরিদম বোঝে না কাকে দেখাবে
- ৩ ভিডিও দিয়ে ফল আশা – ৯০ দিনের আগে বিচারই বসে না
- থাম্বনেইল-টাইটেলে অবহেলা – সেরা ভিডিওও ক্লিক ছাড়া মরা

> **প্রো-টিপ:** প্রথম ১০ ভিডিও = "টিউশন ফি"। ওগুলো ভালো হবে না, হতেও হবে না। যারা ৩ ভিডিওতে হাল ছাড়ে, তারাই বলে "ইউটিউবে কিছু হয় না।"

► এবার তোমার পালা

আজই নিশ-ফাইন্ডার → চ্যানেল খোলা → পরিচয়-প্রম্পট। চ্যানেল লাইভ = যাত্রা শুরু।

আরও কাজে লাগাও – চ্যানেল শুরু করার আগে তিনটি পরীক্ষা

নিশ বাছার আগে দেখো–এ বিষয়ে ৩০টি ভিডিও আইডিয়া আছে কি না, দর্শকের স্পষ্ট সমস্যা আছে কি না, এবং নিয়মিত কনটেন্ট বানানো সম্ভব কি না।

✓ চেকপয়েন্ট – ইউটিউবারের টুলবক্স

- Descript এডিটে, Opus Clip শর্টসে, VidIQ কিওয়ার্ডে, TubeBuddy ম্যানেজমেন্টে।
- প্রথম ১০ ভিডিও পর্যন্ত সব ফ্রি টিয়ারেই চলে।
- টাকা তোলার ক্রম: আগে VidIQ, তারপর Opus Clip।

৩১. গ্রাফিক ডিজাইন ও ব্র্যান্ডিং

বিক্রির জিনিস: লোগো, ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি, সোশ্যাল ডিজাইন, থাম্বনেইল, বুক কভার, পোস্টার, প্যাকেজিং, বিজনেস কার্ড। মাস্টার-পথ: লোগো ডিজাইন সার্ভিস – কারণ প্রতিটা নতুন ব্যবসার এটা লাগেই।

মাস্টার-পথ: লোগো সার্ভিস

ধাপ: ক্লায়েন্ট-ব্রিফ নাও → কনসেপ্ট জেনারেট (৩-৫টা ভিন্ন দিক) → Ideogram/ChatGPT Images-এ খসড়া → ক্লায়েন্ট বাছলে Canva-য় ফাইনাল (ভেক্টর-পরিষ্কার) → ডেলিভারি-প্যাকেজ (PNG, রঙের কোড, ব্যবহারের নিয়ম)।

📋 ডিজাইন-ব্রিফ প্রম্পট

ক্লায়েন্টের ব্যবসা: [ধরন, নাম, ক্রেতা কারা]। [লোগো]-র জন্য ৫টা ভিন্ন কনসেপ্ট-দিক দাও – প্রতিটার: ভাবনাটা এক লাইনে, রঙের প্যালেট (কোডসহ), স্টাইল (মিনিমাল/ক্লাসিক/প্লেফুল), আর ইমেজ-টুলে চালানোর ইংরেজি প্রম্পট (অধ্যায় ২৪-এর ছাঁচে)। শেষে বলো কোন কনসেপ্ট এই ব্যবসায় সবচেয়ে মানায়, কেন।

☞ [লোগো] বদলে [বুক কভার], [থাম্বনেইল], [প্যাকেজিং], [পোস্টার] – একই ব্রিফ-ইঞ্জিন সব ডিজাইনে।

📋 ডেলিভারি-প্যাকেজ প্রম্পট

ক্লায়েন্ট [নাম]-এর জন্য চূড়ান্ত [লোগো]-র ডেলিভারি-নোট লিখো (বাংলা/ইংরেজি – [ক্লায়েন্ট অনুযায়ী]): কী কী ফাইল দিচ্ছি, রঙের কোড, কোথায় কীভাবে ব্যবহার করবে, কী করবে না – এক পাতায়, পেশাদার ভাষায়।

☞ ডেলিভারি-নোটই তোমাকে “ছবি-বানানো লোক” থেকে “ব্র্যান্ড ডিজাইনার” বানায় – দামও তাই।

টাকা ও রেঞ্জ

কোথায় বেচবে: Fiverr/Upwork (গ্লোবাল) + লোকাল ব্যবসা (অধ্যায় ৩৩-এর নেটওয়ার্ক)। রেঞ্জ: শুরুতে লোগো-প্রতি $১০-৩০, রিভিউ জমলে $৫০-১৫০; পূর্ণ ব্র্যান্ড-প্যাকেজ (লোগো+কার্ড+সোশ্যাল কিট) $১০০-৫০০। থাম্বনেইল সার্ভিস মাসিক প্যাকেজে ভালো চলে – ইউটিউবাররা মাসে ৮-১৫টা নেয়।

প্রথম ৩০ দিন

- দিন ১-৭: ব্রিফ-প্রম্পটে ৩টা কাল্পনিক ব্র্যান্ডের লোগো-সেট বানাও (পোর্টফোলিও)
- দিন ৮-১৫: Fiverr গিগ লাইভ (অধ্যায় ৪০-এর গিগ-বিল্ডারে) + লোকাল ৫ ব্যবসাকে নমুনা দেখাও
- দিন ১৬-২৩: রোজ ৩টা Buyer Request/আবেদন – ছোট দামে প্রথম কাজ
- দিন ২৪-৩০: প্রথম রিভিউ আদায় + থাম্বনেইল/সোশ্যাল-কিটের দ্বিতীয় গিগ

বদল-কৌশল হাতে-কলমে – থাম্বনেইল সার্ভিস

একই ডিজাইন-ব্রিফ ইঞ্জিন, শুধু বদল: ক্লায়েন্টের [YouTube চ্যানেল: নিশ ও ভিডিওর বিষয়]। [থাম্বনেইল]-এর ৫টা কনসেপ্ট দাও – প্রতিটার: ভাবনা, রং, আবেগ-উপাদান, ৩-শব্দের টেক্সট, আর ইংরেজি ইমেজ-প্রম্পট (16:9, লেখার ফাঁকা জায়গাসহ)।

দেখলে? [লোগো]→[থাম্বনেইল] বদলেই নতুন সার্ভিস – এটাই পুরো শেষ ভাগের ইঞ্জিন।

বদল-কৌশল – একই ছাঁচে এই ব্যবসাগুলোও: ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি, সোশ্যাল মিডিয়া ডিজাইন, YouTube থাম্বনেইল, বুক কভার, পোস্টার-ফ্লায়ার, প্যাকেজিং, বিজনেস কার্ড – প্রম্পটের [ব্র্যাকেটে] শুধু সার্ভিসের নামটা বদলাও, বাকি সব হুবহু চলবে।

কমন ৩ ভুল – আগেই জেনে রাখো

- ক্লায়েন্টের কথায় লোগোতে দশ জিনিস ঠাসা – সরল লোগোই টেকে, সেটা বোঝানোও তোমার কাজ
- সোর্স-ফাইল ছাড়া ডেলিভারি – পেশাদাররা প্যাকেজ দেয়
- দাম এত কম রাখা যে রিভিশনের চাপেই লোকসান

> **প্রো-টিপ:** ক্লায়েন্টকে সবসময় ৩টা কনসেপ্ট দেখাও – ১টা নিরাপদ, ১টা সাহসী, ১টা মাঝামাঝি। “বেছে নিন” ফিলটাই পেশাদারি, আর রিভিশন-চক্কর অর্ধেক কমে।

► এবার তোমার পালা

কাল্পনিক (বা চেনা) একটা ব্যবসার জন্য ব্রিফ-প্রম্পট চালিয়ে ৩ কনসেপ্টের লোগো বানাও – পোর্টফোলিওর প্রথম ডিজাইন-পিস।

৩২. ওয়েবসাইট ও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন

বিক্রির জিনিস: বিজনেস সাইট, পোর্টফোলিও, নিউজ/ব্লগ, ই-কমার্স, ল্যান্ডিং পেজ, স্কুল-রেস্টুরেন্ট সাইট, এমনকি ছোট ওয়েব-অ্যাপ। কোডিং লাগবে না — ভাগ ৪-এর টুলে (Wix/Framer/Durable/Replit) কথায় বলে সাইট হয়; তোমার আসল কাজ কনটেন্ট আর কাঠামো, সেটাই AI-তে তোমার শক্তি। মাস্টার-পথ: লোকাল বিজনেস ওয়েবসাইট।

মাস্টার-পথ: বিজনেস ওয়েবসাইট

> 📋 সাইট-ব্লুপ্রিন্ট প্রম্পট
>
> **ক্লায়েন্ট: [ব্যবসার ধরন ও নাম, এলাকা]। একটা [বিজনেস ওয়েবসাইট]-এর পূর্ণ ব্লুপ্রিন্ট দাও: (১) কোন কোন পেজ লাগবে আর কেন; (২) প্রতিটা পেজের সেকশন-কাঠামো; (৩) হোমপেজের পুরো লেখা – হেডলাইন, সাব-হেডলাইন, সার্ভিস-বর্ণনা, কাস্টমার-আস্থার অংশ, যোগাযোগের ডাক; (৪) প্রতিটা সেকশনের ছবির ইমেজ-প্রম্পট; (৫) SEO টাইটেল ও মেটা-ডেসক্রিপশন।**
>
> *☞ [বিজনেস ওয়েবসাইট] বদলে [পোর্টফোলিও], [রেস্টুরেন্ট সাইট], [ল্যান্ডিং পেজ], [ই-কমার্স] – এক ব্লুপ্রিন্ট-ইঞ্জিনে সব।*

ধাপ: ব্লুপ্রিন্ট → Durable/Wix-এ বসাও (৩০-৬০ মিনিট) → ক্লায়েন্টের ছবি-তথ্য বসিয়ে ফাইনাল → ডোমেইন সেট করে হ্যান্ডওভার। ওয়েব-অ্যাপ চাইলে (বুকিং সিস্টেম, ক্যালকুলেটর): Replit-এ একই ব্লুপ্রিন্ট-প্রম্পট দাও – সে বানিয়ে দেয়, তুমি পরীক্ষা করে ঠিক করাও।

টাকা ও রেঞ্জ

লোকাল: সাইট-প্রতি ৫-২৫ হাজার টাকা + বছরে রিনিউয়াল-মেইনটেন্যান্স ফি (রিকারিং!)। গ্লোবাল (Fiverr): ল্যান্ডিং পেজ $৫০-২০০, পূর্ণ সাইট $১০০-৫০০+। সবচেয়ে মিষ্টি অংশ: হোস্টিং-মেইনটেন্যান্স মাসিক চার্জ – ১০ ক্লায়েন্ট মানে ১০টা মাসিক চেক।

প্রথম ৩০ দিন

- দিন ১-৭: নিজের পোর্টফোলিও সাইট লাইভ (ব্লুপ্রিন্ট-প্রম্পটে)
- দিন ৮-১৫: ২টা কাল্পনিক বিজনেস-সাইট ডেমো বানাও ভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে
- দিন ১৬-২৩: লোকাল ১০ ব্যবসাকে ডেমো-লিংকসহ প্রস্তাব + Fiverr গিগ
- দিন ২৪-৩০: প্রথম সাইট ডেলিভারি + মাসিক মেইনটেন্যান্স অফার

> 🔁 বদল-কৌশল – একই ছাঁচে এই ব্যবসাগুলোও: পোর্টফোলিও, নিউজ, ব্লগ, ই-কমার্স, ল্যান্ডিং পেজ, ওয়েব অ্যাপ, AI টুল সাইট, স্কুল-ইনস্টিটিউট, রেস্টুরেন্ট-লোকাল বিজনেস সাইট – প্রম্পটের [ব্র্যাকেটে] শুধু সার্ভিসের নামটা বদলাও, বাকি সব হুবহু চলবে।

কমন ৩ ভুল – আগেই জেনে রাখো

- ক্লায়েন্টের কনটেন্ট হাতে না নিয়ে সাইট শুরু – ৮০% দেরির কারণ এটাই
- মোবাইল-ভিউ না দেখে ডেলিভারি – ক্রেতার অর্ধেকের বেশি ফোনে দেখে
- মেইনটেন্যান্স অফার না করা – রিকারিং টাকাটাই ফেলে আসা

প্রো-টিপ: প্রথম সাইটটা বানাও নিজের জন্য – সেটাই একসাথে পোর্টফোলিও আর প্রমাণ: “এই যে, আমার নিজেরটা দেখুন।” নিজের সাইট নেই এমন ওয়েব-ডিজাইনারকে কেউ ভাড়া করে না।

► **এবার তোমার পালা**

সাইট-ব্লুপ্রিন্ট প্রম্পটে নিজের পোর্টফোলিও সাইট বানাও Framer/Wix ফ্রিতে – এই সপ্তাহেই লাইভ।

আরও কাজে লাগাও – লাইভ করার আগে দ্রুত পরীক্ষা

মোবাইলে পেজ ঠিকমতো খোলে কি না, প্রথম স্ক্রিনে কাজ বোঝা যায় কি না এবং যোগাযোগের পথ কাজ করছে কি না–এই তিনটি পরীক্ষা করো।

৩৩. ডিজিটাল মার্কেটিং ও সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট

বিক্রির জিনিস: কনটেন্ট প্ল্যানিং, পোস্ট-ক্যাপশন, শিডিউলিং, Facebook/Google বিজ্ঞাপন, ইমেইল মার্কেটিং, SEO কনটেন্ট, রিপোর্টিং। মাস্টার-পথ: লোকাল ব্যবসার মাসিক সোশ্যাল-মিডিয়া প্যাকেজ – বাংলাদেশে বসে সবচেয়ে নিশ্চিত মাসিক আয়ের রাস্তা।

মাস্টার-পথ: মাসিক ম্যানেজমেন্ট প্যাকেজ

প্যাকেজ সাজাও: সিলভার (সপ্তাহে ৩ পোস্ট + ডিজাইন), গোল্ড (+ রিলস + মেসেজ-জবাব), প্ল্যাটিনাম (+ বিজ্ঞাপন + মাসিক রিপোর্ট)। প্রথম ক্লায়েন্ট: চেনা ব্যবসাকে এক মাস ফ্রি – ফল দেখাও, রেফারেন্স নাও।

📋 ক্লায়েন্ট-অনবোর্ডিং প্রম্পট

নতুন ক্লায়েন্ট: [ব্যবসা, নাম, এলাকা], ক্রেতা: [কারা]। দাও: (১) ব্র্যান্ড-ভয়েস প্রস্তাব ৩ লাইনে; (২) ৩০ দিনের কনটেন্ট-ক্যালেন্ডার – টেবিলে: তারিখ, পোস্টের ধরন, ক্যাপশন (মজার বাংলায়), ছবির প্রম্পট, সেরা সময়; (৩) এ মাসের স্থানীয় উৎসব-উপলক্ষ যা কাজে লাগবে।

👉 এক প্রম্পট = এক ক্লায়েন্টের পুরো মাসের নকশা। ক্লায়েন্ট-প্রতি Custom সহকারী (অধ্যায় ২৯) বানালে আরো দ্রুত।

📋 বিজ্ঞাপন-ক্যাম্পেইন প্রম্পট

ক্লায়েন্ট: [ব্যবসা], লক্ষ্য: [বিক্রি/মেসেজ/ফলোয়ার], বাজেট: মাসে [টাকা]। [Facebook] বিজ্ঞাপনের প্ল্যান দাও: টার্গেট অডিয়েন্স (বয়স, এলাকা, আগ্রহ), ৩টা অ্যাড-কপি (হুক→সুবিধা→ডাক), ছবির প্রম্পট, বাজেট-ভাগ, আর কোন সংখ্যা দেখে বুঝব চলছে কি না।

👉 [Facebook] বদলে [Google], [YouTube], [ইমেইল ক্যাম্পেইন] – একই ইঞ্জিন।

টাকা ও রেঞ্জ

মাসের শুরুতে অগ্রিম, এক-পাতার চুক্তি (কাজ-টাকা-সময়)। রেঞ্জ: ক্লায়েন্ট-প্রতি মাসে ৩-১৫ হাজার টাকা প্যাকেজভেদে; বিজ্ঞাপন চালালে অ্যাড-বাজেটের ১০-২০% ফি যোগ। ৫-৮ ক্লায়েন্টে ভদ্র ফুল-টাইম আয়, সপ্তাহে ১৫-২০ ঘণ্টায়। মাস শেষের রিপোর্টই (অধ্যায় ২৯-এর ছাঁচে) রিনিউয়ালের চাবি।

প্রথম ৩০ দিন

- দিন ১-৭: প্যাকেজ-শিট + চেনা ১ ব্যবসাকে এক মাস ফ্রি শুরু
- দিন ৮-১৫: অনবোর্ডিং-প্রম্পটে পুরো মাসের ক্যালেন্ডার + রোজ পোস্ট
- দিন ১৬-২৩: ফলাফলের স্ক্রিনশট জমাও + আরো ৫ ব্যবসায় প্রস্তাব
- দিন ২৪-৩০: ফ্রি-ক্লায়েন্টের রিপোর্ট দেখিয়ে ২টা পেইড চুক্তি

> বদল-কৌশল – একই ছাঁচে এই ব্যবসাগুলোও: কনটেন্ট প্ল্যানিং, ক্যাপশন রাইটিং, শিডিউলিং, Facebook/Instagram Ads, Google/YouTube Ads, ইমেইল মার্কেটিং, SEO কনটেন্ট, ক্যাম্পেইন প্ল্যানিং, পারফরম্যান্স রিপোর্টিং – প্রম্পটের [ব্র্যাকেটে] শুধু সার্ভিসের নামটা বদলাও, বাকি সব হুবহু চলবে।

কমন ৩ ভুল – আগেই জেনে রাখো

- ফলের ওয়াদা সংখ্যায় দেওয়া ("১০০০ ফলোয়ার গ্যারান্টি") – প্রক্রিয়ার ওয়াদা দাও, ফলের না
- রিপোর্ট না দেওয়া – ক্লায়েন্ট ভুলে যায় তুমি কী করছ
- এক ক্লায়েন্টের পোস্ট আরেকজনে কপি – লোকাল বাজারে ধরা পড়েই

> **প্রো-টিপ:** এক নিশে ৩ ক্লায়েন্ট জমলে নিজেকে "[নিশ] স্পেশালিস্ট" ঘোষণা করো – "রেস্টুরেন্ট মার্কেটিং এক্সপার্ট"-এর দাম দ্বিগুণ, কাজ অর্ধেক (একই টেমপ্লেট ঘোরে)।

► **এবার তোমার পালা**

এলাকার ১০টা দুর্বল-পেজের ব্যবসা লিস্ট করো – এ সপ্তাহে ৩টার সাথে কথা, ১টাকে এক মাস ফ্রি অফার।

৩৪. AI রাইটিং ও পাবলিশিং

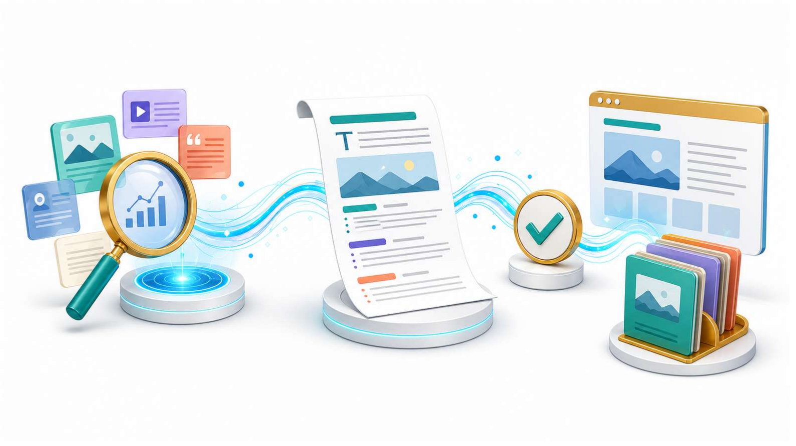

বিক্রির জিনিস: ব্লগ-আর্টিকেল, ভিডিও স্ক্রিপ্ট, ওয়েবসাইট কনটেন্ট, প্রোডাক্ট বর্ণনা, অ্যাড কপি, ইমেইল, রেজুমে, ইবুক, কোম্পানি প্রোফাইল, প্রপোজাল। মাস্টার-পথ: SEO ব্লগ-আর্টিকেল সার্ভিস – চাহিদা সবচেয়ে স্থির, আর একই ইঞ্জিনে বাকি সব।

মাস্টার-পথ: SEO আর্টিকেল সার্ভিস

> 📋 আর্টিকেল-ইঞ্জিন প্রম্পট
>
> তুমি একজন SEO কনটেন্ট রাইটার। বিষয়: [টপিক], কিওয়ার্ড: [মূল কিওয়ার্ড], পাঠক: [কারা], ভাষা: [বাংলা/ইংরেজি]। [১২০০] শব্দের [ব্লগ আর্টিকেল] লিখো: টাইটেল (কিওয়ার্ডসহ, ক্লিক-টানা) → ভূমিকা (পাঠকের সমস্যা ছুঁয়ে) → [৪-৫] সাব-হেডিংয়ে মূল অংশ (প্রতিটায় বাস্তব উদাহরণ) → সারমর্ম + পরের ধাপ। শেষে মেটা-ডেসক্রিপশন ১৫৫ অক্ষরে। নিয়ম: গার্ডরেল মেনে – অনিশ্চিত তথ্যে "যাচাই দরকার" লিখবে।
>
> *👉 [ব্লগ আর্টিকেল] বদলে [প্রোডাক্ট বর্ণনা], [কোম্পানি প্রোফাইল], [প্রপোজাল], [ইমেইল সিকোয়েন্স] – এক ইঞ্জিনে দশ সার্ভিস।*

ইবুক-পাবলিশিং (বড় খেলা)

> 📋 ইবুক-পাইপলাইন প্রম্পট
>
> বিষয়: [টপিক], পাঠক: [কারা]। ধাপ ১: বইয়ের নাম + ১০-অধ্যায়ের আউটলাইন দাও, প্রতি অধ্যায়ে ৩টা মূল পয়েন্টসহ। (আমি অনুমোদন দিলে) ধাপ ২: অধ্যায় ধরে ধরে লিখবে – প্রতি অধ্যায় [১০০০] শব্দ, গল্প-উদাহরণসহ, আগের অধ্যায়ের সাথে সংযোগ রেখে।
>
> *👉 Chaining-এ (অধ্যায় ১০) ২ সপ্তাহে পূর্ণ ইবুক – নিজের নামে Gumroad/Amazon-এ, বা ক্লায়েন্টের ghostwriting-এ (দাম আরো বেশি)।*

টাকা ও রেঞ্জ

Fiverr/Upwork + সরাসরি এজেন্সি-ক্লায়েন্ট। রেঞ্জ: শুরুতে আর্টিকেল-প্রতি $১০-২৫, দক্ষতায় $৫০-১৫০; মাসিক কনটেন্ট-রিটেইনার (৮-১০ আর্টিকেল) $২০০-৮০০; ইবুক ghostwriting প্রজেক্ট-প্রতি $১৫০-১,০০০+। সততার নিয়ম: AI-খসড়া + তোমার এডিট-যাচাই = ডেলিভারি; শুধু কপি-পেস্ট ধরা পড়ে, ক্লায়েন্টও হারায়।

প্রথম ৩০ দিন

- দিন ১-৭: ৩টা ভিন্ন-স্টাইল নমুনা আর্টিকেল (ইংরেজি, Grammarly-ঘষা)
- দিন ৮-১৫: রাইটিং-গিগ লাইভ + ২০টা জব-আবেদন (আবেদন-প্রম্পটে)
- দিন ১৬-২৩: প্রথম ছোট কাজ + ডেলিভারিতে রিভিউ-অনুরোধ
- দিন ২৪-৩০: মাসিক রিটেইনার-প্রস্তাব পাঠাও সেরা ক্লায়েন্টকে

বদল-কৌশল হাতে-কলমে – কোম্পানি প্রোফাইল

একই আর্টিকেল-ইঞ্জিন, বদল: [কোম্পানি প্রোফাইল] লিখো – ব্যবসা: [কী করে, কবে থেকে, বিশেষত্ব]। কাঠামো: পরিচিতি → সার্ভিস → কেন আমরা → অর্জন → যোগাযোগ – [৪০০] শব্দে, [পেশাদার] টোনে, বাংলা+ইংরেজি দুই ভার্সনে।

এক ইঞ্জিন, দশ সার্ভিস – রেট শুধু বদলাবে ওপরের দিকে।

বদল-কৌশল – একই ছাঁচে এই ব্যবসাগুলোও: ভিডিও স্ক্রিপ্ট, ওয়েবসাইট কনটেন্ট, প্রোডাক্ট বর্ণনা, অ্যাড কপি, ইমেইল, রেজুমে-কভার লেটার, বুক-ইবুক, কোম্পানি প্রোফাইল, প্রপোজাল রাইটিং – প্রম্পটের [ব্র্যাকেটে] শুধু সার্ভিসের নামটা বদলাও, বাকি সব হুবহু চলবে।

কমন ৩ ভুল – আগেই জেনে রাখো

- AI-লেখা যাচাই-এডিট ছাড়া জমা – একটা বানানো তথ্যই সুনাম শেষ
- সব ধরনের লেখা নেওয়া – এক ঘরানায় নাম করো, রেট বাড়বে
- শব্দ-প্রতি দামে আটকে থাকা – প্যাকেজ/রিটেইনারে যাও

> **প্রো-টিপ:** রাইটিং-গিগে নমুনাই সব – ৩টা ভিন্ন স্টাইলের নমুনা-আর্টিকেল আগে বানিয়ে রাখো। ক্লায়েন্ট লেখা কেনে না, ভরসা কেনে – নমুনাই ভরসা।

► এবার তোমার পালা

আর্টিকেল-ইঞ্জিনে নিজের পছন্দের টপিকে ১টা ইংরেজি নমুনা লিখে Grammarly-তে ঘষে পোর্টফোলিওতে রাখো।

৩৫. অনলাইন কোর্স ও ট্রেনিং

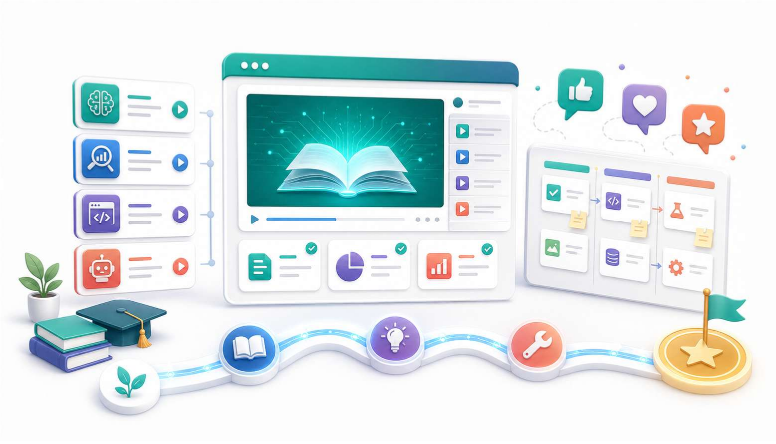

বিক্রির জিনিস: AI টুলস, ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং, ফ্রিল্যান্সিং, মার্কেটিং, ভাষা, স্কুল-বিষয় – যা তুমি জানো, সেটাই কোর্স। বাংলাভাষী AI-শিক্ষার বাজার বিশাল আর প্রায় ফাঁকা – এই বই পড়া শেষ করলেই তুমি ৯৫ ভাগ মানুষের চেয়ে এগিয়ে। মাস্টার-পথ: “AI টুলস বেসিক” কোর্স।

মাস্টার-পথ: প্রথম কোর্স

> 📋 কোর্স-বিল্ডার প্রম্পট
>
> **আমি [AI টুলস বেসিক] কোর্স বানাবো। শিক্ষার্থী: [কারা, তাদের লেভেল]। দাও: (১) কোর্সের নাম + এক-লাইন ওয়াদা; (২) [৮]-মডিউলের কারিকুলাম – প্রতি মডিউলে ৩-৪টা লেসন, প্রতিটার শেখার-ফল এক লাইনে; (৩) প্রথম মডিউলের প্রতিটা লেসনের স্ক্রিপ্ট-আউটলাইন (হুক → দেখানো → হাতে-কলমে টাস্ক); (৪) কোর্স-শেষের প্রজেক্ট; (৫) বিক্রয়-পেজের লেখা – সমস্যা → ফল → কারিকুলাম → কার জন্য।**
>
> *☞ [AI টুলস] বদলে [ডিজাইন], [ফ্রিল্যান্সিং], [স্পোকেন ইংলিশ], [ক্লাস টেন ম্যাথ] – এক বিল্ডারে সব কোর্স।*

ডেলিভারি তিন স্তরে: (ক) লাইভ ব্যাচ – Zoom/Meet-এ, শুরুর জন্য সহজতম, আগে টাকা পরে পড়াও; (খ) রেকর্ডেড – স্ক্রিন-রেকর্ডিং + অধ্যায় ২৭-এর ভয়েস, একবার বানাও বারবার বেচো; (গ) লোকাল ওয়ার্কশপ – দোকানদার-অফিসারদের হাতে-কলমে, প্রথম বইয়ের সেই রাস্তার বড় সংস্করণ।

টাকা ও রেঞ্জ

লাইভ ব্যাচ: জন-প্রতি ১-৫ হাজার টাকা × ১০-৩০ জন = ব্যাচ-প্রতি ভালো অঙ্ক; রেকর্ডেড কোর্স ৫০০-৩,০০০ টাকায় বারবার; কর্পোরেট ট্রেনিং দিন-প্রতি ১০-৫০ হাজার। প্রচার: নিজের চ্যানেল/পেজ (অধ্যায় ৩০) – কনটেন্ট ফ্রিতে শেখায়, কোর্স গভীরে নেয়; এই জুটিই সবচেয়ে শক্তিশালী।

প্রথম ৩০ দিন

- দিন ১-৭: কোর্স-বিল্ডারে কারিকুলাম + ৫ জনকে যাচাই-প্রশ্ন
- দিন ৮-১৫: প্রথম মডিউলের কনটেন্ট + বিক্রয়-পোস্ট
- দিন ১৬-২৩: ছোট লাইভ ব্যাচ ঘোষণা (৫-১০ জন, কম দামে)
- দিন ২৪-৩০: ব্যাচ শুরু + ছাত্রদের ফলাফল-স্ক্রিনশট জমাও

> বদল-কৌশল – একই ছাঁচে এই ব্যবসাগুলোও: গ্রাফিক ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং, ফ্রিল্যান্সিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, সফটওয়্যার ট্রেনিং, ল্যাঙ্গুয়েজ, স্কুল-বিষয়, কনটেন্ট ক্রিয়েশন, বিজনেস অটোমেশন কোর্স – প্রম্পটের [ব্র্যাকেটে] শুধু সার্ভিসের নামটা বদলাও, বাকি সব হুবহু চলবে।

কমন ৩ ভুল – আগেই জেনে রাখো

- সব শিখিয়ে ফেলার লোভে কোর্স ফুলিয়ে ফেলা – একটা ফল দাও, গভীরে
- যাচাই ছাড়া বানানো – আগে ৫ জনকে জিজ্ঞেস করো টাকা দেবে কিনা
- ছাত্রের ফলাফল সংগ্রহ না করা – ওটাই পরের ব্যাচের বিজ্ঞাপন

> **প্রো-টিপ:** প্রথম ব্যাচ ছোট রাখো (৫-১০ জন) আর দাম কম – ওদের ফলাফল আর রিভিউই পরের ব্যাচের বিজ্ঞাপন। ছাত্রের সাফল্যের স্ক্রিনশট এক পোস্টারের চেয়ে দামি।

► এবার তোমার পালা

কোর্স-বিল্ডার চালিয়ে তোমার প্রথম কোর্সের কারিকুলাম বানাও – পরিচিত ৫ জনকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করো: “এটা টাকা দিয়ে করবে?”

আরও কাজে লাগাও – কোর্সের আগে ছোট প্রমাণ

পুরো কোর্স রেকর্ডের আগে ৩০-৪৫ মিনিটের ছোট লাইভ কর্মশালা চালাও। প্রশ্ন ও ফিডব্যাক দেখে মূল কোর্সের কাঠামো ঠিক করো।

৩৬. ই-কমার্স ও ডিজিটাল প্রোডাক্ট

সার্ভিসে সময় বেচো, প্রোডাক্টে ঘুমের মধ্যেও বিক্রি। বিক্রির জিনিস: প্রিন্ট-অন-ডিমান্ড (টি-শার্ট, পোস্টার), ডিজিটাল স্টোর (টেমপ্লেট, প্রম্পট প্যাক, প্রিন্টেবল), কাস্টম গিফট, লোকাল ই-কমার্স। মাস্টার-পথ: প্রিন্ট-অন-ডিমান্ড – কারণ পুঁজি শূন্য: তুমি ডিজাইন দাও, Redbubble/TeePublic/Printify ছাপে-পাঠায়, তোমাকে রয়্যালটি দেয়।

মাস্টার-পথ: প্রিন্ট-অন-ডিমান্ড

> 📋 ডিজাইন-ব্যাচ প্রম্পট
>
> **নিশ: [নির্দিষ্ট গোষ্ঠী – যেমন: বিড়াল-মালিক / নার্স / গেমার]। এই নিশের [টি-শার্ট] ডিজাইনের ১০টা আইডিয়া দাও – টেবিলে: ডিজাইনের ভাবনা, লেখা (থাকলে – ছোট, মজার, ইংরেজিতে), ইমেজ-টুলের প্রম্পট (vector style, plain background, no mockup), আর লিস্টিংয়ের টাইটেল+ট্যাগ। নিয়ম: কোনো ব্র্যান্ড-সেলিব্রিটি-কপিরাইটেড কিছু না।**
>
> *👉 [টি-শার্ট] বদলে [পোস্টার], [মগ], [প্রিন্টেবল প্ল্যানার], [Canva টেমপ্লেট] – এক ব্যাচ-ইঞ্জিনে পুরো দোকান।*

ধাপ: নিশ বাছো (যত নির্দিষ্ট তত ভালো) → সপ্তাহে ১০-২০ ডিজাইন ব্যাচে → আপলোড টাইটেল-ট্যাগসহ → ১০০+ ডিজাইনে অ্যালগরিদম চিনতে শুরু করে। ডিজিটাল প্রোডাক্টে একই খেলা Gumroad/Etsy-তে – তোমার "মাস্টার প্রম্পট ফাইল"-ই প্রথম বিক্রয়যোগ্য প্রম্পট প্যাক!

টাকা ও রেঞ্জ

POD রয়্যালটি আইটেম-প্রতি $২-৬; প্রথম মাসগুলো বিক্ষিপ্ত ($০-৫০), ১০০+ ডিজাইন আর ৬ মাসে $৫০-৫০০/মাস সম্ভব। ডিজিটাল প্রোডাক্ট $৫-২৯; দর্শক-উৎস (চ্যানেল/পেজ) থাকলে মাসে $১০০-১,০০০+। সত্যিটা: প্রোডাক্ট নিজে বিক্রি হয় না, দর্শক লাগে – তাই এই রাস্তা কনটেন্ট-রাস্তার (অধ্যায় ৩০) জোড়ায় সবচেয়ে ভালো।

প্রথম ৩০ দিন

- দিন ১-৭: নিশ বাছাই + প্রথম ১০ ডিজাইন Redbubble-এ

- দিন ৮-১৫: আরো ২০ ডিজাইন + Gumroad-এ প্রথম ডিজিটাল প্রোডাক্ট
- দিন ১৬-২৩: আরো ৩০ ডিজাইন + ফ্রি-প্রোডাক্ট দিয়ে ইমেইল-লিস্ট শুরু
- দিন ২৪-৩০: সেরা-বিক্রিত ধাঁচের আরো ভ্যারিয়েশন (ডেটা দেখে)

> 📋 বদল-কৌশল হাতে-কলমে – Canva টেমপ্লেট
>
> **একই ব্যাচ-ইঞ্জিন, বদল: [Canva টেমপ্লেট] – নিশ: [ছোট ব্যবসার Instagram]। ১০টা টেমপ্লেট-সেটের আইডিয়া: প্রতিটার ব্যবহার-ক্ষেত্র, ডিজাইন-বর্ণনা (রং, লেআউট, ফন্ট-মেজাজ), আর Etsy-লিস্টিং টাইটেল+ট্যাগ।**
>
> *👉 POD, প্রিন্টেবল, টেমপ্লেট – সব একই ছাঁচের সন্তান।*

> 🔁 বদল-কৌশল – একই ছাঁচে এই ব্যবসাগুলোও: ডিজিটাল প্রোডাক্ট স্টোর, কাস্টম গিফট, টি-শার্ট স্টোর, পোস্টার-প্রিন্টেবল, টেমপ্লেট স্টোর, Canva টেমপ্লেট, প্রম্পট প্যাক, নিশ প্রোডাক্ট, লোকাল ই-কমার্স – প্রম্পটের [ব্র্যাকেটে] শুধু সার্ভিসের নামটা বদলাও, বাকি সব হুবহু চলবে।

> ⚠ কপিরাইট-ফাঁদ: বিখ্যাত ক্যারেক্টার, লোগো, সেলিব্রিটির ছবি – একটাও না। অ্যাকাউন্ট ব্যান + আইনি ঝুঁকি। নিজের ডিজাইনই একমাত্র নিরাপদ রাস্তা (বিস্তারিত পরের অধ্যায়ে… থুড়ি, অধ্যায় ২৫-এর কপিরাইট অংশে)।

কমন ৩ ভুল – আগেই জেনে রাখো

- ১০ ডিজাইন দিয়ে বসে থাকা – এটা সংখ্যার খেলা, ১০০+ লাগে
- ট্রেন্ড-কপি/কপিরাইট ঝুঁকি – এক স্ট্রাইকে দোকান শেষ
- লিস্টিং টাইটেল-ট্যাগে অবহেলা – খুঁজে না পেলে কেনে কে?

💎 **প্রো-টিপ:** প্রথম ডিজিটাল প্রোডাক্ট ফ্রি দাও ইমেইলের বদলে – জমা ইমেইল-লিস্টই পরের পেইড প্রোডাক্টের প্রথম ক্রেতা। ফ্রি → বিশ্বাস → বিক্রি।

► **এবার তোমার পালা**

একটা নিশ বেছে ডিজাইন-ব্যাচ চালাও – এ সপ্তাহে প্রথম ১০ ডিজাইন Redbubble-এ লাইভ।

✓ চেকপয়েন্ট – ই-কমার্স ও ডিজিটাল প্রোডাক্ট

- ব্যাচ-ইঞ্জিন: এক ধাঁচে অনেক ডিজাইন, ডেটা দেখে সেরাটার ভ্যারিয়েশন।
- POD, প্রিন্টেবল, Canva টেমপ্লেট, প্রম্পট প্যাক – একই ছাঁচের সন্তান।
- প্রথম ডিজিটাল প্রোডাক্ট ফ্রি দাও ইমেইলের বদলে।

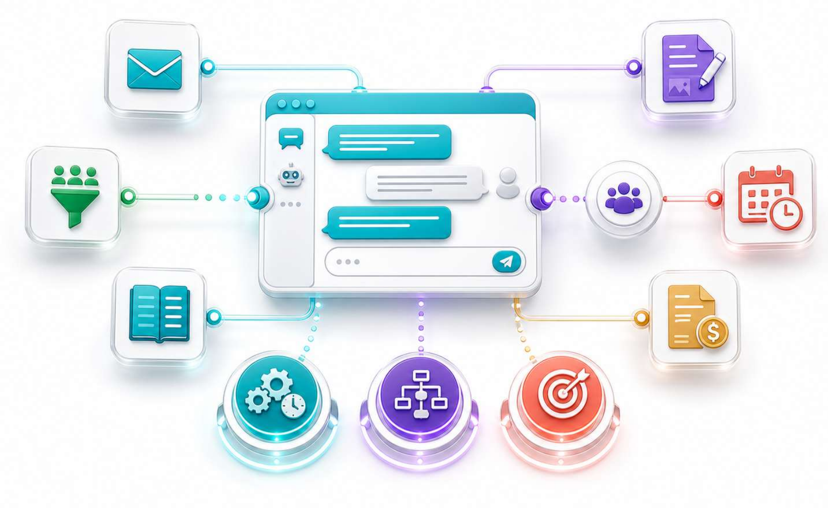

৩৭. AI অটোমেশন ও চ্যাটবট এজেন্সি

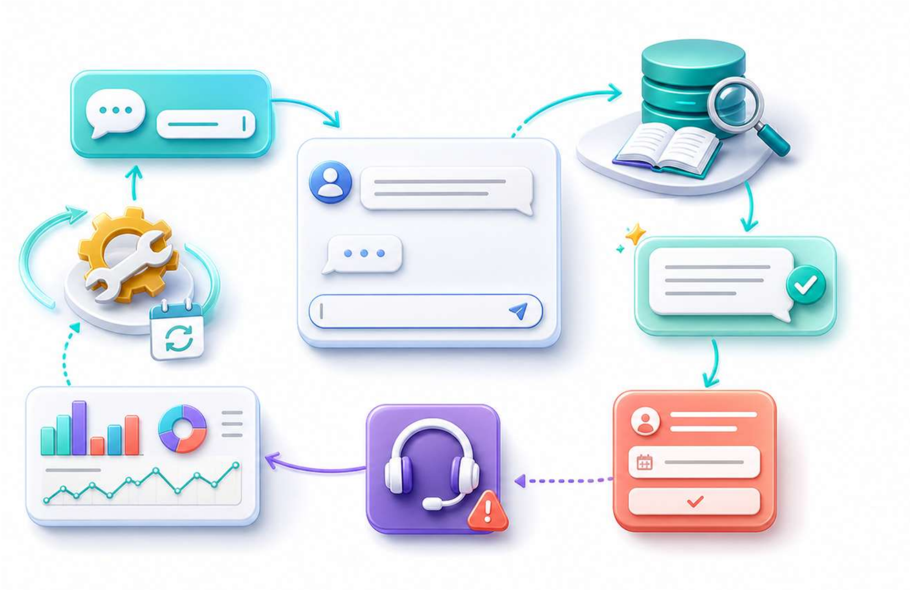

২০২৬-এর সবচেয়ে বেশি চাহিদার সার্ভিস – আর প্রতিযোগিতা এখনো কম, কারণ বেশিরভাগ মানুষ ভয় পায়। তুমি পাও না, কারণ ভাগ ৫-এ শিখে এসেছ। বিক্রির জিনিস: ইমেইল/কনটেন্ট/সাপোর্ট অটোমেশন, লিড ম্যানেজমেন্ট, বুকিং সিস্টেম, ওয়েবসাইট-WhatsApp চ্যাটবট, কোম্পানির ভেতরের AI সহকারী। মাস্টার-পথ: কাস্টমার-সাপোর্ট চ্যাটবট।

মাস্টার-পথ: বিজনেস চ্যাটবট

📋 অটোমেশন-অডিট প্রম্পট (বিক্রির অস্ত্র)

ব্যবসা: [ধরন – যেমন: অনলাইন কাপড়ের দোকান]। এই ব্যবসার রোজকার কোন কোন হাতের কাজ AI দিয়ে অটোমেট করা যায় – ১০টা লিস্ট করো, প্রতিটার পাশে: সপ্তাহে কত ঘণ্টা বাঁচবে, কোন টুলে হবে (Zapier/চ্যাটবট/কাস্টম সহকারী), আর বসাতে কত সহজ (সহজ/মাঝারি/কঠিন)। সবচেয়ে লাভজনক ৩টা চিহ্নিত করো।

👉 এই অডিট-রিপোর্টটাই তোমার সেলস-পিচ: ক্লায়েন্টকে ফ্রিতে দেখাও কোথায় তার সময় পুড়ছে – কাজ সে নিজেই দেবে।

📋 চ্যাটবট-নলেজ প্রম্পট

ক্লায়েন্ট: [ব্যবসা]। তার [ওয়েবসাইট/WhatsApp] চ্যাটবটের নলেজ-বেস বানাও: (১) ক্রেতারা সবচেয়ে বেশি যে ২০টা প্রশ্ন করে – উত্তরসহ, ব্যবসার [ভদ্র-বন্ধুসুলভ] ভাষায়; (২) বটের পরিচয়-বার্তা; (৩) যে প্রশ্নের উত্তর জানা নেই সেক্ষেত্রে মানুষের কাছে পাঠানোর বার্তা; (৪) অর্ডার/বুকিং নেওয়ার ধাপে ধাপে প্রশ্ন-তালিকা।

👉 নলেজ-বেসটাই চ্যাটবটের প্রাণ – বসানোর টুল (Chatbase-ধরনের বট-বিল্ডার, বা WhatsApp Business API সার্ভিস) মাসে মাসে সহজ হচ্ছে; AI-কেই জিজ্ঞেস করো সেটআপ-ধাপ।

টাকা ও রেঞ্জ

মডেল: সেটআপ ফি (এককালীন) + মাসিক মেইনটেন্যান্স (রিকারিং – এজেন্সির সোনা)। রেঞ্জ: লোকাল চ্যাটবট সেটআপ ১০-৫০ হাজার টাকা + মাসে ২-১০ হাজার; গ্লোবাল ক্লায়েন্টে সেটআপ $২০০-১,০০০+ + মাসিক $৫০-৩০০। MVP ১-৩ সপ্তাহে, প্রথম ক্লায়েন্ট ৪-৮ সপ্তাহে – অধ্যায় ২১-এর মন্ত্র মনে রেখো: টুল বেচো না, বাঁচানো সময় বেচো।

প্রথম ৩০ দিন

- দিন ১-৭: চেনা ২ ব্যবসায় ফ্রি অটোমেশন-অডিট
- দিন ৮-১৫: ১টা ডেমো-চ্যাটবট বানাও নিজের/কাল্পনিক ব্যবসায়
- দিন ১৬-২৩: অডিট-রিপোর্ট + ডেমো দেখিয়ে ৩টা প্রস্তাব
- দিন ২৪-৩০: প্রথম সেটআপ ডেলিভারি + মাসিক মেইনটেন্যান্স চুক্তি

▯

> 🔁 বদল-কৌশল – একই ছাঁচে এই ব্যবসাগুলোও: ইমেইল অটোমেশন, কনটেন্ট-পাবলিশিং, লিড ম্যানেজমেন্ট, অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং, ইনভয়েস-রিপোর্ট, ফাইল-ওয়ার্কফ্লো, Messenger বট, কোম্পানির ইন্টারনাল AI সহকারী – প্রম্পটের [ব্র্যাকেটে] শুধু সার্ভিসের নামটা বদলাও, বাকি সব হুবহু চলবে।

কমন ৩ ভুল – আগেই জেনে রাখো

- ▯ মানুষের-কাছে-পাঠানোর পথ ছাড়া বট – একটা ভুল জবাবেই ক্লায়েন্টের ক্রেতা হারায়
- ▯ সেটআপ বেচে মেইনটেন্যান্স না নেওয়া – আসল টাকা মাসিকটায়
- ▯ টুলের ভাষায় পিচ করা – ঘণ্টা-বাঁচানোর ভাষায় বলো

৩৮. ভিডিও, অডিও ও মিউজিক প্রোডাকশন

বিক্রির জিনিস: শর্ট ভিডিও, এক্সপ্লেইনার, প্রোডাক্ট প্রোমো, AI অ্যাভাটার/টকিং ক্যারেক্টার, ডকুমেন্টারি, বিজ্ঞাপন, ভয়েসওভার, পডকাস্ট-অডিওবুক, জিঙ্গেল-মিউজিক। ভাগ ৫-এর মাস্টারক্লাসগুলোই এখানে সরাসরি টাকায় বদলায়। মাস্টার-পথ: বিজনেস এক্সপ্লেইনার/প্রোমো ভিডিও সার্ভিস।

মাস্টার-পথ: প্রোমো ভিডিও সার্ভিস

> 📋 প্রোমো-ভিডিও পাইপলাইন প্রম্পট
>
> **ক্লায়েন্ট: [ব্যবসা/পণ্য], লক্ষ্য: [বিক্রি/পরিচিতি], দৈর্ঘ্য: [৩০-৬০] সেকেন্ড। পুরো প্রোডাকশন-প্যাকেজ দাও: (১) স্ক্রিপ্ট – হুক → সমস্যা → সমাধান (পণ্য) → প্রমাণ → ডাক, ভয়েসওভার-রেডি (অধ্যায় ২৭-এর নিয়মে); (২) শট-লিস্ট – প্রতি দৃশ্যের ভিডিও-প্রম্পট ইংরেজিতে, ক্যামেরা-মুভমেন্টসহ (অধ্যায় ২৫-এর ছাঁচে); (৩) ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের Suno-প্রম্পট; (৪) ৩টা টাইটেল/ক্যাপশন যেখানে ভিডিওটা পোস্ট হবে।**
>
> *👉 [প্রোমো] বদলে [এক্সপ্লেইনার], [ডকুমেন্টারি], [বিজ্ঞাপন] – এক পাইপলাইনে পুরো প্রোডাকশন হাউস।*

অ্যাভাটার-ভিডিওর আলাদা টিপ: HeyGen-ধরনের টুলে স্ক্রিপ্ট দিলে AI-উপস্থাপক বলে দেয় – কর্পোরেট ট্রেনিং আর বিদেশি ক্লায়েন্টের ব্যাখ্যা-ভিডিওতে দারুণ চলে। ভয়েসওভার-অডিওবুক সার্ভিস: অধ্যায় ২৭-এর ভয়েসওভার-রেডি প্রম্পট + ElevenLabs – Fiverr-এ per-minute রেটে বিক্রি হয়।

টাকা ও রেঞ্জ

রেঞ্জ: শর্ট প্রোমো $৩০-১০০ (শুরু), মান-রিভিউ জমলে $১০০-৫০০; লোকাল ব্যবসায় ভিডিও-প্রতি ৩-২০ হাজার টাকা; পডকাস্ট-এডিটিং মাসিক রিটেইনারে $১০০-৪০০; ভয়েসওভার মিনিট-প্রতি $৫-২০। সবচেয়ে বড় ক্রেতা কারা জানো? অধ্যায় ৩৩-এর মার্কেটিং ক্লায়েন্টরাই – এক ক্লায়েন্টকে দুই সার্ভিস বেচো।

প্রথম ৩০ দিন

- দিন ১-৭: ৩ ইন্ডাস্ট্রির ৩টা ডেমো-প্রোমো (পাইপলাইন-প্রম্পটে)
- দিন ৮-১৫: ভিডিও-গিগ লাইভ + লোকাল ৫ ব্যবসাকে ডেমো
- দিন ১৬-২৩: প্রথম পেইড প্রোমো + ভয়েসওভার-গিগ যোগ
- দিন ২৪-৩০: মার্কেটিং-ক্লায়েন্টদের (অধ্যায় ৩৩) ভিডিও-অ্যাডঅন অফার

> 📋 বদল-কৌশল হাতে-কলমে – পডকাস্ট প্যাকেজ
>
> **একই পাইপলাইন, বদল: ক্লায়েন্টের [পডকাস্ট: বিষয়, দৈর্ঘ্য]। পূর্ণ প্যাকেজ: পর্বের রূপরেখা, ইন্ট্রো-স্ক্রিপ্ট (ভয়েসওভার-রেডি), ইন্ট্রো-মিউজিকের প্রম্পট, শো-নোটস, আর ৩টা অডিওগ্রাম-ক্লিপের টাইমস্ট্যাম্প-পরামর্শ।**
>
> *👉 ভিডিও-পাইপলাইন → অডিও-পাইপলাইন: ইঞ্জিন এক, বাজার নতুন।*

> 🔁 বদল-কৌশল – একই ছাঁচে এই ব্যবসাগুলোও: শর্ট ভিডিও, এক্সপ্লেইনার, প্রোডাক্ট প্রোমো, AI অ্যাভাটার, টকিং ক্যারেক্টার, ডকুমেন্টারি, বিজ্ঞাপন ভিডিও, AI ভয়েসওভার, পডকাস্ট-অডিওবুক, জিঙ্গেল-অডিও ক্লিনআপ – প্রম্পটের [ব্র্যাকেটে] শুধু সার্ভিসের নামটা বদলাও, বাকি সব হুবহু চলবে।

কমন ৩ ভুল – আগেই জেনে রাখো

- ডেমো ছাড়া পিচ – ভিডিওতে দেখানোই বিক্রি
- ক্লায়েন্টের ব্র্যান্ড-রং-লোগো না নিয়ে বানানো – রিভিশনের পাহাড়
- মিউজিক-লাইসেন্স উপেক্ষা – Suno-র বাণিজ্যিক প্ল্যান/রয়্যালটি-ফ্রি ব্যবহার করো

প্রো-টিপ: ক্লায়েন্টের কাজ শুরুর আগে নিজের ৩টা ডেমো বানাও – ৩ ভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির কাল্পনিক প্রোমো। ভিডিও-সার্ভিসে দেখানোই বিক্রি; বলা না।

► এবার তোমার পালা

পাইপলাইন-প্রম্পটে চেনা যেকোনো দোকানের কাল্পনিক ৩০-সেকেন্ড প্রোমো বানাও – ফ্রি ক্রেডিটেই হবে। এটাই ডেমো নম্বর ১।

✓ চেকপয়েন্ট – ভিডিও, অডিও ও মিউজিক প্রোডাকশন

- এক পাইপলাইন: স্ক্রিপ্ট → ভিজ্যুয়াল → ভয়েস → এডিট।
- ভিডিও-পাইপলাইন আর অডিও-পাইপলাইন এক – ইঞ্জিন এক, বাজার নতুন।
- ক্লায়েন্টের কাজ শুরুর আগে নিজের ৩টা ডেমো বানিয়ে রাখো।

৩৯. বিজনেস কনসালটেন্সি ও লিড জেনারেশন

সবচেয়ে কম চেনা, কিন্তু সবচেয়ে উঁচু রেটের ক্যাটাগরি – কারণ এখানে তুমি কনটেন্ট না, সিদ্ধান্ত বেচো। বিক্রির জিনিস: বিজনেস আইডিয়া-প্ল্যান, মার্কেট রিসার্চ, প্রতিযোগী-বিশ্লেষণ, নামকরণ, পিচ ডেক, ক্লায়েন্ট-রিসার্চ, কন্টাক্ট লিস্ট, কোল্ড আউটরিচ, লিড কোয়ালিফিকেশন। মাস্টার-পথ: লিড জেনারেশন সার্ভিস – কারণ প্রতিটা B2B ব্যবসার এটা রোজ লাগে।

মাস্টার-পথ: লিড জেনারেশন

📋 আদর্শ-ক্লায়েন্ট প্রোফাইল প্রম্পট

আমার ক্লায়েন্টের ব্যবসা: [কী বেচে, কাকে]। দাও: (১) তার আদর্শ ক্রেতার প্রোফাইল – ইন্ডাস্ট্রি, কোম্পানি-সাইজ, কার কাছে পৌঁছাতে হবে (পদবি), কোথায় পাওয়া যায়; (২) সেই ক্রেতা খোঁজার ১০টা সার্চ-কৌশল (LinkedIn/Google/ডিরেক্টরিতে ঠিক কী লিখে খুঁজব); (৩) লিড-লিস্টের কলাম-কাঠামো (নাম, কোম্পানি, পদ, সমস্যা-ইঙ্গিত, যোগাযোগ)।

👉 রিসার্চ Deep Research/Perplexity-তে, লিস্ট Sheets-এ – এটাই ডেলিভারেবল।

📋 কোল্ড-আউটরিচ প্রম্পট

টার্গেট: [পদ, ইন্ডাস্ট্রি]। আমার ক্লায়েন্টের অফার: [কী সমাধান]। ৩ ধাপের আউটরিচ-সিকোয়েন্স লিখো (ইংরেজিতে): (১) প্রথম মেসেজ – ৬০ শব্দে, তার ব্যবসার নির্দিষ্ট সমস্যা ছুঁয়ে, বিক্রি-গন্ধ ছাড়া, শেষে ছোট প্রশ্ন; (২) ৩ দিন পরের ফলো-আপ – নতুন মূল্য যোগ করে; (৩) শেষ বিদায়ী-মেসেজ – দরজা খোলা রেখে। LinkedIn আর ইমেইল দুই ভার্সনে।

👉 জেনেরিক “Dear Sir” মেসেজ ডিলিট হয়; নির্দিষ্ট-সমস্যা-ছোঁয়া মেসেজের জবাব আসে – পার্থক্যটাই তোমার সার্ভিস।

কনসালটেঙ্গি-অস্ত্রাগার ও টাকা

বাকি সার্ভিসগুলো একই ইঞ্জিনে: বিজনেস প্ল্যান (chain: সারাংশ→বাজার→অর্থ), মার্কেট রিসার্চ (Deep Research + গার্ডরেল), পিচ ডেক (Gamma-তে), নামকরণ (১০ অপশন + ডোমেইন-চেক)। রেঞ্জ: লিড-লিস্ট প্রতি-লিড $০.৫-২ বা প্যাকেজে $৫০-৩০০; আউটরিচ-ম্যানেজমেন্ট মাসিক $২০০-১,০০০; বিজনেস-প্ল্যান/পিচ-ডেক প্রজেক্ট $১০০-৫০০; লোকাল কনসালটিং সেশন-প্রতি ২-১০ হাজার টাকা।

প্রথম ৩০ দিন

- দিন ১-৭: নিজের সার্ভিসে পুরো সিস্টেম পরীক্ষা (প্রোফাইল→লিস্ট→আউটরিচ)
- দিন ৮-১৫: লিড-জেন গিগ লাইভ + ১টা ফ্রি নমুনা-লিস্ট অফার
- দিন ১৬-২৩: রোজ আউটরিচ – জবাবের হার মাপো, মেসেজ ঘষো
- দিন ২৪-৩০: প্রথম পেইড লিস্ট/রিসার্চ ডেলিভারি + মাসিক প্যাকেজ প্রস্তাব

> 🔁 বদল-কৌশল – একই ছাঁচে এই ব্যবসাগুলোও: বিজনেস আইডিয়া, বিজনেস প্ল্যান, মার্কেট রিসার্চ, প্রতিযোগী-বিশ্লেষণ, নেমিং, কোম্পানি প্রোফাইল-পিচ ডেক, ক্লায়েন্ট রিসার্চ, কন্টাক্ট লিস্ট, কোল্ড ইমেইল-LinkedIn, লিড কোয়ালিফিকেশন – প্রম্পটের [ব্র্যাকেটে] শুধু সার্ভিসের নামটা বদলাও, বাকি সব হুবহু চলবে।

কমন ৩ ভুল – আগেই জেনে রাখো

- যাচাই-ছাড়া লিড-লিস্ট – ভুল ইমেইলের লিস্ট মূল্যহীন, নমুনা যাচাই করো
- এক মেসেজ সবাইকে – জেনেরিক আউটরিচ ডিলিট হয়

▯ ফলো-আপ না করা – অধিকাংশ জবাব আসে ২-৩ নম্বর মেসেজে

> **প্রো-টিপ:** এই ক্যাটাগরিতে গার্ডরেল (অধ্যায় ৯) জান-প্রাণ: ক্লায়েন্ট তোমার রিসার্চ দেখে টাকা ঢালবে – একটা বানানো সংখ্যা মানে তার ক্ষতি, তোমার সুনাম শেষ। প্রতিটা ডেলিভারিতে সোর্স-লিস্ট জুড়ে দাও – এটাই তোমাকে সস্তা রিসার্চার থেকে আলাদা করবে।

► এবার তোমার পালা

নিজেকেই প্রথম ক্লায়েন্ট বানাও: নিজের সার্ভিসের জন্য আদর্শ-ক্লায়েন্ট প্রোফাইল + ২০ জনের লিড-লিস্ট + আউটরিচ-সিকোয়েন্স বানাও। এটা অধ্যায় ৪০-এ লাগবে।

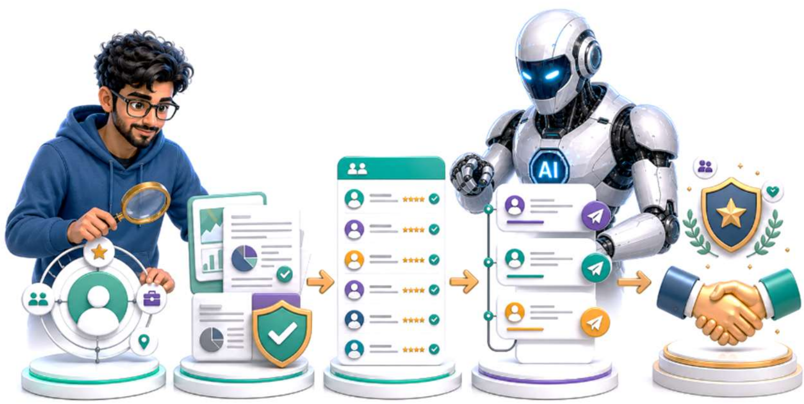

৪০. ৯০ দিনের মাস্টার প্ল্যান

দশটা দরজা দেখলে। এবার সবচেয়ে জরুরি সিদ্ধান্ত: একটা বাছো। হ্যাঁ, মাত্র একটা – ৯০ দিনের জন্য। দশটায় একসাথে হাত দেওয়া মানে দশটাতেই ব্যর্থ।

বাছাইয়ের নিয়ম

> 📋 রাস্তা-বাছাই প্রম্পট
>
> **আমার অবস্থা: দক্ষতা [কী পারি/ভালো লাগে], সময় দিনে [ঘণ্টা], পুঁজি [আছে/নেই], লক্ষ্য [দ্রুত আয় / বড় কিছু গড়া]। বইয়ের ১০টা রাস্তা: কনটেন্ট, ডিজাইন, ওয়েবসাইট, মার্কেটিং এজেন্সি, রাইটিং, কোর্স, ই-কমার্স, অটোমেশন, ভিডিও প্রোডাকশন, কনসালটেন্সি। আমার জন্য সেরা ১টা (আর ব্যাকআপ ১টা) বাছো – কারণ, ঝুঁকি, আর কত দিনে প্রথম টাকার বাস্তব সম্ভাবনা সহ।**
>
> *☞ দ্রুত-আয় চাইলে সার্ভিস-রাস্তা (ডিজাইন/রাইটিং/মার্কেটিং); বড়-গড়া চাইলে কনটেন্ট/প্রোডাক্ট – দুটোর চরিত্র আলাদা।*

৯০ দিনের ছক (যে রাস্তাই বাছো)

- দিন ১-১৫ – ভিত: অধ্যায়ের মাস্টার-পথের সেটআপ-ধাপগুলো শেষ করো + ৩টা নমুনা-কাজ (পোর্টফোলিও) বানাও।

- দিন ১৬-৩০ – দরজা খোলা: Fiverr/Upwork গিগ লাইভ (নিচের প্রম্পটে) + লোকাল ১০ জনের সাথে কথা + নিজের এক-পাতার সাইট (অধ্যায় ৩২)।
- দিন ৩১-৬০ – প্রথম টাকা: রোজ ৩টা প্রস্তাব/আবেদন/কনটেন্ট – যেটা রাস্তায় প্রযোজ্য; প্রথম কাজ ছোট-দামে নাও, ৫-স্টার রিভিউটাই আসল লাভ।
- দিন ৬১-৯০ – বাড়ানো: রেট ২০-৩০% বাড়াও, সেরা ক্লায়েন্টকে মাসিক প্যাকেজ অফার করো, কাজের সিস্টেম টেমপ্লেটে বাঁধো (অধ্যায় ১৩-র মাস্টার ফাইল)।

📋 গিগ-বিল্ডার প্রম্পট (সব সার্ভিস-রাস্তার জন্য)

তুমি একজন Fiverr মার্কেটিং এক্সপার্ট। আমার সার্ভিস: [কী করে দিই]। ক্রেতা: [কারা]। দাও (ইংরেজিতে): (১) গিগ-টাইটেল “I will...” ফরম্যাটে কিওয়ার্ডসহ; (২) Basic/Standard/Premium – কী দেবো, দিন, রিভিশন; (৩) ডেসক্রিপশন ১২০ শব্দে – ক্রেতার সমস্যা → সমাধান → কেন আমি; (৪) ৫টা FAQ-উত্তর; (৫) ৫টা সার্চ-ট্যাগ। Grammarly-মান ইংরেজিতে।

👉 [সার্ভিস] বদলে যেকোনো রাস্তার গিগ – লোগো, আর্টিকেল, প্রোমো ভিডিও, চ্যাটবট, লিড-লিস্ট।

টাকা দেশে আনা

মার্কেটপ্লেসের টাকা: Fiverr/Upwork → Payoneer → দেশের ব্যাংকে (ফ্রিল্যান্সারদের সবচেয়ে চেনা পথ); সরাসরি ক্লায়েন্ট হলে Payoneer-রিকোয়েস্ট বা Wise-ধরনের সার্ভিস; ব্যাংকে আসা রেমিট্যান্স বৈধ আয় – হিসাব রাখো, গর্ব করে বলো। লোকাল ক্লায়েন্ট: বিকাশ/নগদ/ব্যাংক, মাসের শুরুতে অগ্রিম, এক-পাতার চুক্তি।

> ⚠ শেষবারের মতো প্রতারণা-চেকলিস্ট: (১) আগে টাকা চায় = ঠক; (২) "গ্যারান্টেড ইনকাম" = ঠক; (৩) "ক্লিক করলেই ডলার" অ্যাপ = সময়-চোর; (৪) মার্কেটপ্লেসের বাইরে পেমেন্ট নিতে চাওয়া অচেনা "ক্লায়েন্ট" = ধরা। সত্যিকারের ইনকামে তুমি কাজ দাও, বিনিময়ে টাকা পাও – উল্টো কখনো না।

বাস্তব টার্গেট

প্রথম ৯০ দিনে: প্রথম আয় + ৩-৫টা রিভিউ/ক্লায়েন্ট + কাজের সিস্টেম – এটাই সাফল্য, অঙ্কটা বড় না হলেও। প্রথম বছরে মাসে $২০০-১,০০০ বাস্তব লক্ষ্য; লেগে থাকা অভিজ্ঞরা $১,০০০-৫,০০০+ পর্যন্ত যায়। মনে রাখো – ৯০ দিন পরেও শূন্য হলে রাস্তা ভুল না, পদ্ধতি দেখো: ময়নাতদন্ত (অধ্যায় ১১) নিজের ব্যবসাতেও চলে।

আরও কাজে লাগাও – ৯০ দিনের সাপ্তাহিক হিসাব

প্রতি সপ্তাহে চারটি সংখ্যা লিখে রাখো: যোগাযোগ, উত্তর, মিটিং ও বিক্রি। যে ধাপে সংখ্যা কম, পরের সপ্তাহে সেই ধাপেই বেশি কাজ করো।

প্রো-টিপ: সাপ্তাহিক রিভিউ-অভ্যাস: প্রতি শুক্রবার ১৫ মিনিট – এ সপ্তাহে কী করলাম, কী ফল, পরের সপ্তাহে কোন ৩টা কাজ। AI-কে দিয়েই রিভিউ করাও: "এই সপ্তাহের কাজ-ফলাফল দিচ্ছি, পরের সপ্তাহের ৩ অগ্রাধিকার সাজাও।" যে মাপে, সে-ই বাড়ে।

► এবার তোমার পালা

আজ, এই মুহূর্তে: রাস্তা-বাছাই প্রম্পট চালাও → ক্যালেন্ডারে ৯০ দিন পরের তারিখ দাগাও → দিন ১-এর প্রথম কাজটা করো। বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টাস্ক এটাই।

উপহার: ১০০টা প্রফেশনাল প্রম্পট টেমপ্লেট

দুই বই মিলে ২০০ – [ব্র্যাকেট] পূরণ করো, চালাও

ব্যবহারের নিয়ম: প্রতিটা টেমপ্লেটে [ব্র্যাকেটের] ঘরে নিজের তথ্য বসাও, যেকোনো মডেলে চলবে। প্রথম বইয়ের ১০০টা ছিল রোজকার জীবনের; এই ১০০টা পেশাদার কাজের – একসাথে ২০০ প্রম্পটের পূর্ণ ভাণ্ডার।

🔍 রিসার্চ ও প্ল্যানিং (১-১৫)

1. তুমি একজন মার্কেট রিসার্চার। [বিষয়/পণ্য]-এর বাজার বিশ্লেষণ করো: বর্তমান অবস্থা ৫ পয়েন্টে, ৩ প্রতিযোগী ও পার্থক্য, ২টা সাম্প্রতিক পরিবর্তন – প্রতিটার সোর্সসহ, অনিশ্চিত হলে “যাচাই দরকার” লিখে।

2. [ব্যবসার আইডিয়া] যাচাই করো: কারা কিনবে, কেন কিনবে, কারা প্রতিযোগী, কী ঝুঁকি – শেষে ১০-এ স্কোর দাও কারণসহ।

3. [ইন্ডাস্ট্রি]-তে ২০২৬-এ সবচেয়ে বড় ৫টা ট্রেন্ড কী? প্রতিটার পাশে: আমার মতো [ছোট ব্যবসা/ফ্রিল্যান্সার] এটা কীভাবে কাজে লাগাতে পারে।

4. আমার প্রতিযোগী: [নাম/লিংক]। তার শক্তি ৫টা, দুর্বলতা ৫টা, আর আমি কোন ৩ জায়গায় তাকে হারাতে পারি – টেবিলে।

5. [পণ্য/সার্ভিস]-এর জন্য আদর্শ ক্রেতার প্রোফাইল বানাও: বয়স, পেশা, সমস্যা, কোথায় সময় কাটায়, কেনার আগে কী ভাবে।

6. আমার লক্ষ্য: [লক্ষ্য]। এটাকে ৯০ দিনের প্ল্যানে ভাঙো – মাস ধরে মাইলফলক, সপ্তাহ ধরে কাজ, আর প্রতি সপ্তাহে সাফল্য মাপার একটা সংখ্যা।

7. এই সিদ্ধান্তটা নিয়ে দোটানায়: [সিদ্ধান্ত]। আগে আশাবাদী বিনিয়োগকারী হয়ে পক্ষে যুক্তি দাও, তারপর সন্দেহবাদী হিসাবরক্ষক হয়ে বিপক্ষে – শেষে নিরপেক্ষ সুপারিশ।

8. [বিষয়]-এর ওপর SWOT বিশ্লেষণ করো – শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ, হুমকি – প্রতিটায় ৪ পয়েন্ট, বাস্তব উদাহরণসহ।

9. আমার সার্ভিসের দাম ঠিক করতে সাহায্য করো: সার্ভিস [কী], বাজারে রেঞ্জ [জানলে লেখো], আমার অভিজ্ঞতা [কত]। ৩টা প্রাইসিং-স্তর সাজাও কারণসহ।

10. [টপিক] নিয়ে ধাপে ধাপে ভেবে উত্তর দাও: সমস্যাটা ভাঙো, প্রতিটা অংশের হিসাব দেখাও, শেষে সিদ্ধান্ত – কোনো ধাপ লুকাবে না।

11. এই মিটিং/কলের আগে আমাকে প্রস্তুত করো: বিষয় [কী], অপর পক্ষ [কে]। সম্ভাব্য ১০টা প্রশ্ন-উত্তর, আর আমার ৩টা মূল দাবি সাজিয়ে দাও।

12. [দেশ/শহর]-এ [পণ্য] রপ্তানি/বিক্রির নিয়মকানুন কী কী ধাপে জানব – একটা রিসার্চ-চেকলিস্ট বানাও, কোন তথ্য কোন অফিসিয়াল সোর্সে পাবো সেটাসহ।

13. আমার সপ্তাহের কাজ-ফলাফল: [লিখো]। পরের সপ্তাহের ৩টা অগ্রাধিকার সাজাও – কেন এই ৩টা, সেটাও বলো।

14. এই ডেটা থেকে ৩টা প্যাটার্ন বের করো, প্রতিটার পাশে ব্যবসায়িক মানে এক লাইনে: [ডেটা পেস্ট]

15. [বিষয়]-এ আমি একদম নতুন। এক্সপার্ট হওয়ার শেখার-রোডম্যাপ বানাও: ৩ মাসে কী কী, কোন ক্রমে, ফ্রি রিসোর্সসহ।

কনটেন্ট ও স্ক্রিপ্ট (১৬-৩৫)

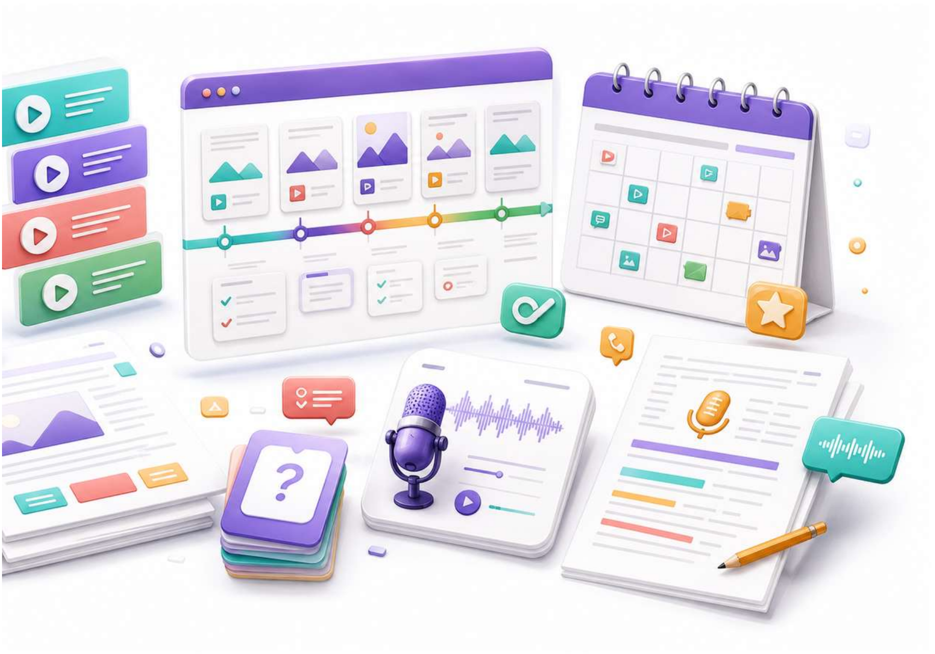

16. তুমি ডকুমেন্টারি স্ক্রিপ্ট রাইটার। [টপিক]-এ [৮] মিনিটের স্ক্রিপ্ট: হুক (১৫ সেকেন্ড) → ওয়াদা → ৪ অংশ → চূড়ান্ত চমক → আউটরো। ফরম্যাট: [সময়] | [ভয়েসওভার, কথ্য বাংলায়] | [স্ক্রিনে কী]।

17. [টপিক]-এ ৪৫ সেকেন্ডের শর্টস স্ক্রিপ্ট: ৩-সেকেন্ড হুক, প্রতি ৭ সেকেন্ডে মোড়, শেষে কমেন্ট-টানা প্রশ্ন।

18. [টপিক]-এর ভিডিওর ১০টা হুক: ২ প্রশ্ন, ২ চমক-তথ্য, ২ ভুল-ভাঙানো, ২ গল্প-শুরু, ২ সংখ্যা-দাবি – প্রতিটা সর্বোচ্চ ২ বাক্য।

19. নিশ [নিশ]-এ আমার চ্যানেলের প্রথম ৩০ ভিডিওর ক্যালেন্ডার – টাইটেল, বিষয়, কেন দেখবে, কিওয়ার্ড – টেবিলে।

20. ভিডিও: [বিষয়]। ৫ টাইটেল (৬০ অক্ষরে), ডেসক্রিপশন ১৫০ শব্দে, ১৫ ট্যাগ, পিন-কমেন্ট – এক প্যাকেজে।

21. নিচের উদাহরণের স্টাইল হুবহু অনুসরণ করে নতুনটা লেখো। উদাহরণ ১: [ইনপুট→আউটপুট]। উদাহরণ ২: [ইনপুট→আউটপুট]। এবার: [নতুন ইনপুট] →

22. তুমি SEO রাইটার। [টপিক], কিওয়ার্ড [কিওয়ার্ড], পাঠক [কারা] – [১২০০] শব্দের আর্টিকেল: টাইটেল → সমস্যা-ছোঁয়া ভূমিকা → ৪ সাব-হেডিং (উদাহরণসহ) → সারমর্ম। শেষে মেটা-ডেসক্রিপশন ১৫৫ অক্ষরে।

23. এই লেখাটার ৫টা দুর্বলতা কড়া সম্পাদকের চোখে ধরো, তারপর ৫টাই শুধরে নতুন ভার্সন দাও: [লেখা]

24. এই বাংলা লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ করো – তারপর সেটাকে স্থানীয় ভাষাভাষীর মতো স্বাভাবিক করো: [লেখা]

25. [পণ্য]-এর বিক্রয়-বর্ণনা লিখো: ক্রেতার সমস্যা → পণ্যের সমাধান → ৩ সুবিধা → আস্থার প্রমাণ → কেনার ডাক – [১৫০] শব্দে।

26. [ব্যবসা]-র জন্য এ মাসের ৩০ দিনের সোশ্যাল কনটেন্ট-ক্যালেন্ডার: তারিখ, ধরন, ক্যাপশন, ছবির প্রম্পট, সেরা সময় – টেবিলে।

27. [উপলক্ষ – ঈদ/বিজয় দিবস]-এ [ব্যবসা]-র ৩টা পোস্ট: ১টা আবেগি, ১টা মজার, ১টা অফার-ঘোষণা – প্রতিটা ৪ লাইনে।

28. একটা নিউজলেটার লিখো [বিষয়]-এ: চোখ-টানা সাবজেক্ট লাইন ৩টা, তারপর ২০০ শব্দের বডি – ব্যক্তিগত ভাষায়, শেষে এক প্রশ্ন।

29. এই লম্বা ভিডিও-স্ক্রিপ্ট থেকে ৩টা শর্টসের স্ক্রিপ্ট কাটো – প্রতিটা আলাদা হুকসহ, ৪৫ সেকেন্ডে: [স্ক্রিপ্ট]

30. [বিষয়]-এ একটা কেস-স্টাডি লিখো: প্রেক্ষাপট → সমস্যা → কী করা হলো → ফলাফল (সংখ্যায়) → শিক্ষা – ৩০০ শব্দে।

31. আমার ব্র্যান্ডের ভয়েস-গাইড বানাও এই ৩টা নমুনা দেখে: [নমুনা] – টোন, শব্দ-পছন্দ, যা করব না – এক পাতায়।

32. ১০টা কুইজ-প্রশ্ন বানাও [টপিক]-এ দর্শক-এনগেজমেন্টের জন্য – সহজ থেকে কঠিন, উত্তর ব্যাখ্যাসহ।

33. [বই/সিনেমা/পণ্য]-র রিভিউ-কনটেন্ট লিখো: ৩ ভালো দিক, ২ দুর্বলতা, কার জন্য, স্কোর – সৎ ভাষায়, বিজ্ঞাপনি না।

34. পডকাস্ট-পর্বের রূপরেখা: বিষয় [টপিক], দৈর্ঘ্য [৩০] মিনিট – সেগমেন্ট ধরে: খোলা-হুক, ৩ আলোচনা-ব্লক (প্রশ্নসহ), শ্রোতার-প্রশ্ন অংশ, ক্লোজিং।

35. এই স্ক্রিপ্ট ভয়েসওভার-রেডি করো: লম্বা বাক্য ভাঙো, বিরতিতে – ড্যাশ, জোরের শব্দ চিহ্নিত, কঠিন উচ্চারণ সহজ প্রতিশব্দে: [স্ক্রিপ্ট]

🎨 ইমেজ, ভিডিও ও অডিও (৩৬-৫৫)

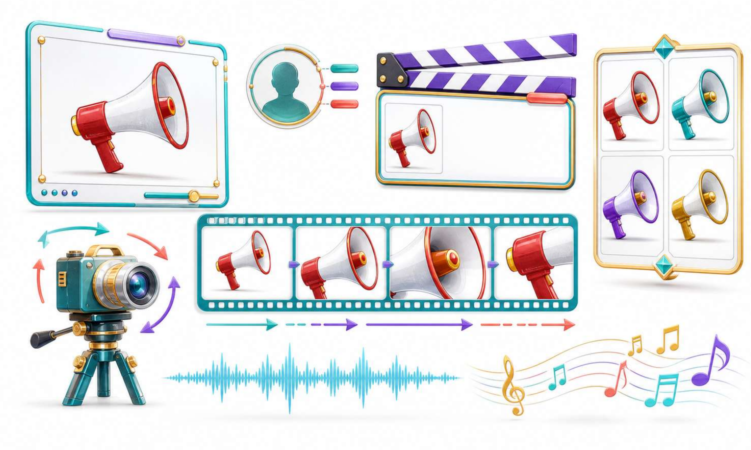

36. Image prompt: [subject], [action], [environment], [lighting], [style – photorealistic/flat illustration/cinematic], [camera angle], [color mood]. Text on image: “[লেখা]”

37. Character sheet বানাও: [নাম] – বয়স, গড়ন, চুল, পোশাক (নির্দিষ্ট রং), বিশেষ চিহ্ন, স্টাইল – যেন প্রতি ছবিতে হুবহু এক চেহারা রাখা যায়।

38. আমার এই ক্যারেক্টার-শিট হুবহু রেখে নতুন দৃশ্য আঁকো: [শিট পেস্ট] + দৃশ্য: [কী করছে, কোথায়]

39. YouTube thumbnail prompt: [expressive face/object] with [emotion], [bright color] background, dramatic lighting, empty space on [left] for text, high contrast, 16:9.

40. [ব্যবসা]-র লোগোর ৫টা কনসেপ্ট: ভাবনা, রঙের প্যালেট (কোডসহ), স্টাইল, আর প্রতিটার ইংরেজি ইমেজ-প্রম্পট।

41. [পণ্য]-র প্রোডাক্ট-ফটো প্রম্পট: studio lighting, clean [white] background, [angle], photorealistic, e-commerce ready — ৩ ভ্যারিয়েশনে।

42. এই ছবিটা এডিট করো: [কী বদলাবে — ব্যাকগ্রাউন্ড/আলো/লেখা], বাকি সব অক্ষত রাখবে।

43. Video prompt: [scene — who, doing what], [location], [camera — slow push-in/drone/handheld], [lighting & mood], [style], duration [৮] seconds. No text overlay.

44. এই স্ক্রিপ্টটা [১০]টা ভিডিও-শটে ভাঙো: শট নম্বর, দৃশ্যের ইংরেজি প্রম্পট, ক্যামেরা মুভমেন্ট, সেকেন্ড — টেবিলে: [স্ক্রিপ্ট]

45. [পণ্য/ব্যবসা]-র ৩০-সেকেন্ড প্রোমোর পূর্ণ প্যাকেজ: স্ক্রিপ্ট (হুক→সমস্যা→সমাধান→ডাক), শট-লিস্ট, মিউজিক-প্রম্পট, ৩ ক্যাপশন।

46. Music prompt: [genre — cinematic/lo-fi/upbeat], [mood], [instruments], [tempo], instrumental only, no vocals, loopable background for [use]।

47. আমার [নিশ] চ্যানেলের ইন্ট্রো-সাউন্ডের ৩টা মিউজিক-প্রম্পট দাও – ৫-১০ সেকেন্ডের, চ্যানেলের [মেজাজ] অনুযায়ী।

48. AI অ্যাভাটার-ভিডিওর স্ক্রিপ্ট প্রস্তুত করো: [বিষয়], উপস্থাপকের টোন [বন্ধুসুলভ/কর্পোরেট], ৬০ সেকেন্ডে, স্ক্রিনে-দেখানোর নোটসহ।

49. একটা কমিক-স্ট্রিপের ৪ প্যানেলের বর্ণনা লিখো [বিষয়]-এ – প্রতি প্যানেলের ছবি-প্রম্পট + সংলাপ।

50. [অনুষ্ঠান/পণ্য]-র পোস্টার-প্রম্পট: মূল ভিজ্যুয়াল, রঙের মেজাজ, লেখা বসানোর জায়গা, স্টাইল – প্রিন্ট-রেডি বর্ণনায়।

51. আমার আঁকা/তোলা এই ছবির মান বাড়াও: আলো ঠিক, নয়েজ কম, রং প্রাণবন্ত – বিষয়বস্তু একদম বদলাবে না।

52. [নিশ]-এর POD টি-শার্ট ডিজাইনের ১০ আইডিয়া: ভাবনা, লেখা (ছোট, ইংরেজি), ইমেজ-প্রম্পট (vector style, plain background), লিস্টিং টাইটেল+ট্যাগ – কপিরাইটেড কিছু ছাড়া।

53. স্লাইড-প্রেজেন্টেশনের ভিজ্যুয়াল-প্ল্যান: [বিষয়], [৮] স্লাইড – প্রতিটার হেডলাইন, ৩ বুলেট, আর ছবির প্রম্পট।

54. এই অডিও-স্ক্রিপ্টের জন্য সাউন্ড-ইফেক্টের তালিকা বানাও – কোন লাইনে কী ইফেক্ট, কেন: [স্ক্রিপ্ট]

55. একই ছবির ৪টা ভ্যারিয়েশন-প্রম্পট দাও – মূল বিষয় এক রেখে আলো/অ্যাঙ্গেল/মেজাজ বদলে, ক্লায়েন্টকে বাছতে দেওয়ার জন্য।

মার্কেটিং ও সেলস (৫৬-৭০)

56. তুমি ডিরেক্ট-রেসপন্স কপিরাইটার। [পণ্য]-র ফেসবুক অ্যাড: ক্রেতা [কারা], সমস্যা [কী] – ৫০ শব্দে: হুক → সমাধান → ডাক, অতিরঞ্জন ছাড়া – ৩ ভ্যারিয়েশনে।

57. [ব্যবসা]-র অ্যাড-ক্যাম্পেইন প্ল্যান: লক্ষ্য [কী], বাজেট [টাকা] – টার্গেট অডিয়েন্স, ৩ অ্যাড-কপি, ছবির প্রম্পট, বাজেট-ভাগ, সাফল্য মাপার সংখ্যা।

58. ৫-ইমেইলের ওয়েলকাম-সিকোয়েন্স লিখো নতুন [সাবস্ক্রাইবার/ক্রেতা]-দের: পরিচয় → মূল্য-দেওয়া → গল্প → প্রস্তাব → শেষ-ডাক – প্রতিটার সাবজেক্ট লাইনসহ।

59. [পণ্য]-র ল্যান্ডিং পেজের লেখা: হেডলাইন, সাব-হেড, ৩ সুবিধা-ব্লক, আস্থা-অংশ, FAQ ৫টা, কেনার বাটনের লেখা।

60. আমার অফার: [কী]। ৫টা ভিন্ন অ্যাঙ্গেলে বেচার আইডিয়া দাও – ভয়-অ্যাঙ্গেল, লাভ-অ্যাঙ্গেল, গল্প, প্রমাণ, সময়-সীমা – কোনটা কখন খাটে সেটাসহ।

61. রাগী কাস্টমারের মেসেজ: [পেস্ট]। বিনয়ী, সমাধান-মুখী জবাব লিখো – সম্পর্ক বাঁচিয়ে, দায় স্বীকারের সীমা রেখে।

62. দাম বাড়ানোর ঘোষণা-মেসেজ লিখো পুরনো ক্লায়েন্টদের: কারণ সৎভাবে, নতুন মূল্য [কত], পুরনোদের জন্য [সুবিধা] – সম্পর্ক ভালো রেখে।

63. [ব্যবসা]-র রেফারেল-অফার ডিজাইন করো: পুরনো ক্রেতা কী পাবে, নতুন ক্রেতা কী পাবে, ঘোষণার পোস্ট – সহজ নিয়মে।

64. আমার সার্ভিসের এলিভেটর-পিচ লিখো: ৩০ সেকেন্ডে – কার জন্য, কী সমাধান, কেন আমি – মুখস্থ করার মতো সহজ ভাষায়।

65. [প্ল্যাটফর্ম – Fiverr]-এ আমার গিগ: [সার্ভিস]। টাইটেল, ৩ প্যাকেজ, ডেসক্রিপশন ১২০ শব্দ, ৫ FAQ, ৫ ট্যাগ – ইংরেজিতে।

66. টার্গেট: [পদ, ইন্ডাস্ট্রি], অফার: [কী]। ৩-ধাপ কোল্ড-আউটরিচ: প্রথম মেসেজ ৬০ শব্দে (নির্দিষ্ট সমস্যা ছুঁয়ে), ৩ দিন পরের ফলো-আপ, বিদায়ী-মেসেজ – LinkedIn + ইমেইল ভার্সনে।

67. মাস শেষের ক্লায়েন্ট-রিপোর্ট: সংখ্যা [পেস্ট] – কী করেছি, কী ফল, তুলনা, পরের মাসের ৩ পরিকল্পনা – এক পাতায়, সহজ ভাষায়।

68. [পণ্য]-র জন্য ১০টা কাস্টমার-আপত্তি ("দাম বেশি", "পরে কিনব"...) আর প্রতিটার ভদ্র-কার্যকর জবাব – টেবিলে।

69. আমার [পেজ/চ্যানেল]-এর বায়ো/About লিখো: কী পাবে দর্শক, কেন ফলো করবে, কল-টু-অ্যাকশন – [১০০] শব্দে, কিওয়ার্ডসহ।

70. ক্লায়েন্ট টাকা দিচ্ছে না [দিন] ধরে। তাগাদার ৩-ধাপ মেসেজ: নরম মনে-করানো → দৃঢ় অনুরোধ → শেষ নোটিশ (পেশাদার ভাষায়)।

☼ অটোমেশন ও এজেন্ট (৭১-৮৫)

71. ব্যবসা: [ধরন]। রোজকার কোন ১০টা হাতের কাজ অটোমেট করা যায় – প্রতিটার: সপ্তাহে কত ঘণ্টা বাঁচবে, কোন টুলে, কত সহজ – সেরা ৩টা চিহ্নিতসহ।

72. এই কাজটা Zapier/Make-এ অটোমেট করার ধাপ সাজাও: [কাজ – যেমন: নতুন অর্ডার এলে ধন্যবাদ-মেসেজ + শিটে এন্ট্রি] – ট্রিগার, অ্যাকশন, কী কী লাগবে।

73. এজেন্ট-ব্রিফ: লক্ষ্য [কী], সীমানা [কী করবে না, বাজেট/সময়]। ধাপে ধাপে এগোবে, বড় সিদ্ধান্তের আগে জানাবে, অনিশ্চিত হলে থামবে – আন্দাজে না।

74. আমার [ব্যবসা]-র কাস্টম সহকারীর সংবিধান লিখো: প্রেক্ষাপট ৩ লাইনে, ভাষার ধরন, ৩ নিয়ম, ৩ নিষেধ, প্রতি উত্তরের শেষে মান-যাচাইয়ের প্রশ্ন।

75. [ব্যবসা]-র চ্যাটবটের নলেজ-বেস: ক্রেতাদের ২০ প্রশ্ন-উত্তর, পরিচয়-বার্তা, না-জানলে মানুষের কাছে পাঠানোর বার্তা, অর্ডার নেওয়ার প্রশ্ন-তালিকা।

76. প্রতি সোমবার সকালে চলার মতো সাপ্তাহিক-রিপোর্ট টেমপ্লেট বানাও: [কোন ডেটা] থেকে – গত সপ্তাহ, তুলনা, এ সপ্তাহের ৩ ফোকাস।

77. এই ইমেইলের সারমর্ম + জবাবের খসড়া বানাও আমার অনুমোদনের জন্য: [ইমেইল পেস্ট] – জবাব [টোন]-এ।

78. আমার কনটেন্ট-পাবলিশিং পাইপলাইন ডিজাইন করো: [প্ল্যাটফর্মগুলো] – আইডিয়া থেকে পোস্ট পর্যন্ত ধাপ, কোন ধাপ AI, কোনটা আমি, কোনটা অটো।

79. [ফর্ম/শিট]-এ নতুন লিড এলে স্কোর করার নিয়ম বানাও: কোন উত্তরে কত পয়েন্ট, কত পয়েন্টে "গরম লিড", তাকে কী মেসেজ যাবে।

80. অ্যাপয়েন্টমেন্ট-বুকিং ফ্লো ডিজাইন করো [ব্যবসা]-র জন্য: ক্রেতা কী কী ধাপে বুক করবে, কী কনফার্মেশন পাবে, রিমাইন্ডার কখন।

81. মাসের ইনভয়েস-টেমপ্লেট বানাও: [সার্ভিস, রেট] – আইটেম, পরিমাণ, দাম, মোট, পেমেন্ট-নিয়ম – পেশাদার ফরম্যাটে, বাংলা+ইংরেজি।

82. আমার ফাইল-ফোল্ডার গোছানোর সিস্টেম ডিজাইন করো: [কাজের ধরন] – ফোল্ডার-কাঠামো, ফাইল-নামের নিয়ম, মাসিক আর্কাইভ-অভ্যাস।

83. এই ১০টা কাজ অগ্রাধিকারে সাজাও Eisenhower পদ্ধতিতে (জরুরি/গুরুত্বপূর্ণ): [কাজের লিস্ট] – কোনটা করব, কোনটা অটোমেট, কোনটা বাদ।

84. একটা অনবোর্ডিং-চেকলিস্ট বানাও নতুন ক্লায়েন্টের জন্য: [সার্ভিস] – কী কী তথ্য নেব, কী কী সেট করব, প্রথম সপ্তাহে কী ডেলিভারি – ক্রমানুসারে।

85. আমার এজেন্ট/অটোমেশনটা ভুল করছে: [কী হচ্ছে]। সম্ভাব্য ৫ কারণ আর প্রতিটার পরীক্ষা-পদ্ধতি দাও – সহজটা আগে।

💼 ফ্রিল্যান্স ও ক্লায়েন্ট (৮৬-১০০)

86. ক্লায়েন্টের মেসেজ: [পেস্ট]। পেশাদার-বন্ধুসুলভ জবাব (ইংরেজিতে): চাহিদা বুঝেছি দেখিয়ে, ২টা স্পষ্ট প্রশ্ন, ডেলিভারি-সময় নিশ্চিত – ৬-৮ লাইনে।

87. এই জব-পোস্টে আবেদন লিখো (ইংরেজিতে): [পোস্ট পেস্ট] – তার সমস্যাটা প্রথম লাইনে ছুঁয়ে, আমার প্রাসঙ্গিক কাজ [কী], ছোট প্রস্তাব – জেনেরিক না।

88. আমার পোর্টফোলিওর পরিচিতি লিখো: কাজ [কী করি], সেরা ৩ প্রজেক্ট [কী] – ক্লায়েন্টের ভাষায় (আমি না, তার লাভ) – ১০০ শব্দে।

89. ক্লায়েন্ট স্কোপের বাইরে কাজ চাইছে: [কী চাইছে]। ভদ্রভাবে না বলে অতিরিক্ত ফি-র প্রস্তাব দাও – সম্পর্ক ভালো রেখে (ইংরেজিতে)।

90. এক-পাতার কাজের চুক্তি বানাও: সার্ভিস [কী], টাকা [কত, কখন], সময়সীমা, রিভিশন-সংখ্যা, বাতিলের শর্ত – সহজ ভাষায়।

91. ক্লায়েন্টকে প্রজেক্ট-আপডেট: কাজ [কত %], পরের ধাপ [কী], [সমস্যা থাকলে] সমাধানসহ – ছোট, আশ্বস্ত-করা টোনে।

92. ডেলিভারির মেসেজ লিখো: কী কী দিচ্ছি, কীভাবে ব্যবহার করবে, রিভিশনের নিয়ম, আর ৫-স্টার রিভিউয়ের ভদ্র অনুরোধ – (ইংরেজিতে)।

93. ক্লায়েন্ট রিভিশনে রিভিশন চাইছে ([কতবার] হলো)। ভদ্র-দৃঢ় মেসেজ: চুক্তির রিভিশন-সীমা মনে করিয়ে, বাড়তির রেট জানিয়ে।

94. পুরনো ক্লায়েন্টকে ফিরে-আসার মেসেজ: [কত মাস] আগে [কী কাজ] করেছিলাম – নতুন [অফার/আইডিয়া] নিয়ে, চাপ ছাড়া।

95. আমার রেট বাড়ানোর ঘোষণা পুরনো ক্লায়েন্টদের: নতুন রেট [কত], কার্যকর [কবে], পুরনোদের [সুবিধা] – আত্মবিশ্বাসী কিন্তু কৃতজ্ঞ টোনে।

96. ক্লায়েন্ট-মিটিংয়ের এজেন্ডা বানাও: বিষয় [কী], সময় [৩০ মিনিট] – কী কী আলোচনা, কোন সিদ্ধান্ত দরকার, আমার প্রশ্ন-তালিকা।

97. খারাপ রিভিউ পেয়েছি: [পেস্ট]। পাবলিক জবাব লিখো – দায়িত্বশীল, রক্ষণাত্মক না, সমাধান-প্রস্তাবসহ – ভবিষ্যৎ ক্লায়েন্ট পড়বে মনে রেখে।

98. আমার সার্ভিসের ৩-স্তরের রিটেইনার-প্রস্তাব বানাও: মাসিক [কাজের পরিমাণ] অনুযায়ী – কী পাবে, দাম, কেন রিটেইনার লাভজনক – ক্লায়েন্টকে পাঠানোর ফরম্যাটে।

99. এই সপ্তাহে জমা আমার কাজগুলো: [লিস্ট]। ক্লায়েন্ট ধরে ধরে অগ্রাধিকার সাজাও – ডেডলাইন, গুরুত্ব, আয়ের ভিত্তিতে – আর কোনটা কখন করব।

100. আমার ফ্রিল্যান্স-বছরের রিভিউ করাও: আয় [কত], ক্লায়েন্ট [কয়জন], কী ভালো-খারাপ গেল [লিখো] – পরের বছরের ৩ লক্ষ্য আর ৩ বদল সুপারিশ করো।

পকেট তালিকা: ২৫টা প্রো-লাইন

যেকোনো প্রম্পটের শেষে জুড়ে দাও

প্রথম বইয়ের ২০ জাদু-লাইনের প্রো-সংস্করণ – পেশাদার কাজের ফিনিশিং টাচ। পাতাটা ভাঁজ করে রাখো।

১. ধাপে ধাপে ভেবে তারপর উত্তর দাও

২. নিজের যুক্তি নিজে একবার পরীক্ষা করে শুধরে নাও

৩. নিশ্চিত না হলে লিখবে – নিশ্চিত নই

৪. প্রতিটা তথ্যের সোর্স দাও; সোর্স না থাকলে তথ্য বাদ

৫. প্রতিটা দাবির পাশে: নিশ্চিত / সম্ভবত / অনুমান

৬. শুধু আমার দেওয়া ডকুমেন্ট থেকে উত্তর দাও

৭. এই কাঠামোর বাইরে একটা শব্দও লিখবে না

৮. আগে ৫টা স্পষ্ট-করা প্রশ্ন করো, তারপর কাজ শুরু

৯. কড়া সমালোচকের চোখে ৫ দুর্বলতা ধরে শুধরে দাও

১০. ১০-এ কত দেবে আর কেন – তারপর ১০ বানাও

১১. এটার ৩টা ভিন্ন ভার্সন দাও – নিরাপদ, সাহসী, মাঝামাঝি

১২. জেনেরিক কথা বাদ – প্রতিটা পয়েন্টে বাস্তব উদাহরণ

১৩. আমার আগের সব নির্দেশ মনে রেখে উত্তর দাও

১৪. টার্গেট পাঠকের ভাষায় লেখো: [কারা]

১৫. শব্দসীমা কঠোরভাবে মানবে: [সংখ্যা]

১৬. আউটপুট শুধু [বাংলা/ইংরেজি]-তে

১৭. কথ্য ভাষায় লেখো – যেন মুখে বলা

১৮. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটা আগে, ক্রমানুসারে সাজাও

১৯. প্রতিটা পরামর্শের পাশে: কেন, আর প্রথম ধাপ কী

২০. ঝুঁকি আর বিকল্পটাও বলো

২১. এটাকে টেবিলে সাজাও: [কলামগুলো]

২২. JSON-এ দাও, শুধু JSON – আর কিছু না

২৩. আমার শেষ মেসেজের ভুলগুলো আগে ধরিয়ে দাও

২৪. সংখ্যা-তারিখ-নাম আন্দাজে বসাবে না

২৫. শেষে এক লাইনে সারমর্ম দাও

প্রো-টিপ: এই ২৫টা লাইনের প্রতিটা এক-একটা কোয়ালিটি-সুইচ। ক্লায়েন্ট-ডেলিভারির আগে অন্তত ৩টা সুইচ টেপা অভ্যাস করো – ৯, ১০ আর ২৩ নম্বর দিয়ে শুরু।

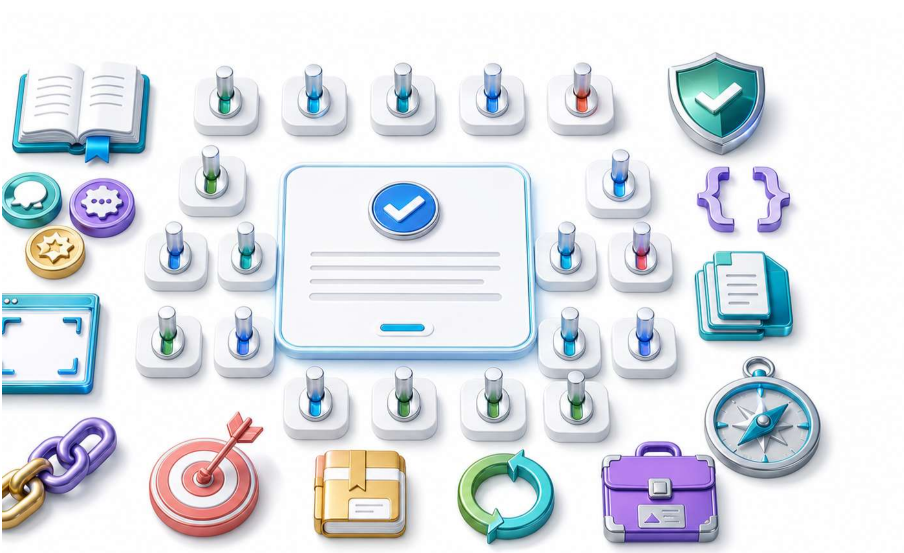

কঠিন শব্দের সহজ মানে

প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং – AI থেকে সেরা ফল আদায়ের প্রম্পট-লেখার কৌশল – এই বইয়ের বিষয়।

টোকেন (Token) – AI-এর কাছে লেখার ছোট টুকরো; একটা বাংলা শব্দ ≈ ২-৩ টোকেন। API-র বিল এই হিসাবে।

কনটেক্সট উইন্ডো – AI একসাথে যতটুকু লেখা মাথায় রাখতে পারে – তার কাজের টেবিলের সাইজ।

হ্যালুসিনেশন – AI-এর আত্মবিশ্বাসের সাথে ভুল/বানানো তথ্য বলা – গার্ডরেল দিয়ে ঠেকাতে হয়।

Few-shot – ২-৩টা উদাহরণ দেখিয়ে AI-কে প্যাটার্ন শেখানো।

Chain-of-thought – AI-কে ধাপে ধাপে ভাবিয়ে উত্তর করানো – জটিল কাজে ভুল কমায়।

পার্সোনা (Persona) – AI-কে দেওয়া ভূমিকা – "তুমি একজন সিনিয়র ডিজাইনার..."

গার্ডরেল (Guardrails) – প্রম্পটে বসানো নিরাপত্তা-শর্ত – সোর্স চাওয়া, আন্দাজ নিষেধ ইত্যাদি।

JSON – কম্পিউটার-পড়ার-মতো সাজানো ডেটা-ফরম্যাট – অটোমেশনের ভাষা।

RAG – AI-কে নিজের ফাইল/ডেটা খাইয়ে সেখান থেকেই উত্তর করানো (NotebookLM-এর পদ্ধতি)।

এজেন্ট (Agent) – যে AI শুধু উত্তর না দিয়ে নিজে ধাপ ঠিক করে কাজ শেষ করে।

ওয়ার্কফ্লো (Workflow) – কয়েকটা ধাপ পরপর সাজানো কাজের চেইন।

API – এক সফটওয়্যারের সাথে আরেকটার কথা বলার দরজা – অটোমেশন এর ওপরেই চলে।

নিশ (Niche) – নির্দিষ্ট বিষয়/গোষ্ঠীর বাজার – যত নির্দিষ্ট, তত সহজ জেতা।

গিগ (Gig) – Fiverr-ধরনের মার্কেটপ্লেসে সাজানো তোমার সার্ভিস-প্যাকেজ।

রিটেইনার (Retainer) – মাসিক চুক্তিতে নিয়মিত কাজ – ফ্রিল্যান্সারের স্থির আয়ের রাস্তা।

CPM – বিজ্ঞাপনে হাজার-ভিউ-প্রতি আয় – নিশ আর দর্শকের দেশভেদে বদলায়।

মনিটাইজেশন – কনটেন্ট থেকে আয়ের ব্যবস্থা চালু হওয়া (YouTube-এর শর্ত পূরণে)।

Payoneer – বিদেশি আয় দেশের ব্যাংকে আনার জনপ্রিয় মাধ্যম।

পোর্টফোলিও – তোমার সেরা কাজের নমুনা-সংগ্রহ – ক্লায়েন্টের আস্থার প্রথম দরজা।

বাসায় কেউ AI-তে একদম নতুন?

তাদের জন্যই এই সিরিজের প্রথম বই –

AI-কে গোলাম বানাও

“ভয় পেয়ো না – হুকুম দিতে শেখো”

- একদম শূন্য থেকে – ভয় ভাঙা থেকে প্রথম হুকুম
- ফ্রি AI-এর পুরো জগৎ: Google, ChatGPT, Meta AI
- রোজকার জীবনের ১০০টা রেডি হুকুম
- ঘরে বসে ইনকামের প্রথম রাস্তা

> দুই বই একসাথে = শূন্য থেকে ডলার পর্যন্ত পুরো সিরিজ – মোট ২০০ রেডি প্রম্পট।

শেষ চিঠি – সিরিজের সমাপ্তিতে

আরও কাজে লাগাও – বই শেষ করার পর প্রথম সাত দিন

প্রথম সাত দিনে একটি সেবা বেছে নমুনা বানাও, মূল্য ঠিক করো এবং অন্তত ১০ জন সম্ভাব্য ক্লায়েন্টকে যোগাযোগ করো। শেখা তখনই কাজে লাগবে, যখন বাস্তবে প্রয়োগ শুরু করবে।

দুইটা বই শেষ করলে। প্রথমটায় ভয় ভেঙেছিলে, এটায় পেশা গড়ার অস্ত্র নিলে – R-G-C-C-F থেকে ৯০ দিনের প্ল্যান পর্যন্ত। এখন একটা সত্যি কথা বলি।

এই বইয়ের কোনো প্রম্পট, কোনো টুল, কোনো রাস্তা তোমার জীবন বদলাবে না – যতক্ষণ না তুমি একটা জিনিস দাও: শুরু, আর লেগে থাকা। AI পৃথিবীর সবচেয়ে বাধ্য গোলাম, কিন্তু মালিকের কাজটা সে করে দিতে পারে না – সিদ্ধান্ত নেওয়া, শুরু করা, ৯০ দিন টিকে থাকা।

তাই বইটা তাকে তুলে রাখার আগে অধ্যায় ৪০-এর সেই একটা কাজ করো: রাস্তা বাছো, ক্যালেন্ডারে তারিখ দাগাও, দিন ১-এর কাজটা আজই। ৯০ দিন পর নিজেকে চিনতে পারবে না – এই ওয়াদাটুকু আমি করতে পারি, কারণ এই রাস্তায় হাজারো মানুষ হেঁটেছে।

তোমার প্রথম ডলারের গল্পটা শোনার অপেক্ষায় থাকলাম।

– এস কে মনোয়ার নাহিদ

✅ চেকপয়েন্ট – কনসালটেঙ্গি ও লিড জেনারেশন

- এক ইঞ্জিনে: বিজনেস প্ল্যান, মার্কেট রিসার্চ, পিচ ডেক, নামকরণ।
- লিড-জেন: প্রোফাইল → লিস্ট → আউটরিচ; জবাবের হার মেপে মেসেজ ঘষো।
- ফলো-আপ না করাই সবচেয়ে বড় ভুল – জবাব আসে ২-৩ নম্বর মেসেজে।